করোনা করবে না করুণা
প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ভালো
ঘরে থাকুন, সুস্থ থাকুন

৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ১৭ ভাদ্র – ২৩ ভাদ্র, ১৪২৯ ঃ ৩ সেপ্টেম্বর – ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 45, 3 September - 9 September, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের উপরে চাপানো

নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল ফিফা। কোর্টের কমিটি ভেঙে দিয়ে পুরানো পদ্ধতিতে কমিটি নির্বাচনের সম্মতি পাওয়ার পরেই ফিফার এই সিদ্ধান্ত। ফলে অনূর্দ্ধ–১৭ মহিলা বিশ্বকাপ হবে ভারতেই। মোহনবাগানও খেলতে পারবে এএফসি কাপ।

রবিবার : শিল্প দুর্নীতির তদন্তে প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় সহ

জেল হেফাজতে অনেকে। এবার এই তদন্তের যোগসূত্র ধরে সিবিআই গ্রেপ্তার করল পার্থ ঘনিষ্ঠ প্রসন্ন রায় এবং তার সহযোগী প্রদীপ সিংহকে। দুই ২৪ পরগনার চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় ছিলেন এই দুজন।

সোমবার : অন্যান্য নাম বদলু প্রকল্পের মতো কেন্দ্রের জল–জীবন

Har Ghar Jal
Jal Jeevan Mission

মিশন প্রকল্প বাংলায় চলছিল জলস্বপ্ন নামে। ফলে অন্য প্রকল্পের মতো এখানেও বন্ধ ছিল কেন্দ্রীয় বরাদ্দ। বাধ্য হয়ে রাজ্য কেন্দ্রের নামে প্রকল্প ফেরাতেই জল প্রকল্পে ১০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে কেন্দ্র।

মঙ্গলবার : স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে নানা গরমিল ধরা পড়ার পরেই তাতে রাশ টানতে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর। রোগী ভর্তি ও ছুটির সময় যে স্লিপ আপলোড করতে হয় এবার থেকে তাতে চিকিৎসায় প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত চিকিৎসককে সই করতে হবে। না হলে মিলবে না টাকা।

বুধবার : চাকরিপ্রার্থীরা বছরখানের উপর বসে আছেন

রাস্তায়। প্রশাসন তাদের আকুতি শুনেও শুনছে না। কয়েকদিন আগে অভিষেক ব্যানার্জী দেখা করায় একটা আশা জেগেছিল, কিন্তু সুরাহা হয়নি। এবার শুধুমাত্র চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ অনলাইনে জানানোর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ গঠন করল গ্রিভান্স সেল।

বৃহস্পতিবার : সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস

ব্যুরোর গত বছরের রিপোর্ট। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী পণপ্রথার বলি মেয়েদের সংখ্যায় প্রথম উত্তরপ্রদেশ, চতুর্থ পশ্চিমবঙ্গ। গার্হস্থ হিংসায় প্রথম পশ্চিমবঙ্গ, দ্বিতীয় উত্তরপ্রদেশ। মহিলারা কি সেই তিমিরেই?

শুক্রবার : আদালতের নির্দেশ মেনেই প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ মেধা তালিকা জমা দিলেও তা গ্রহণ করলো না কলকাতা হাইকোর্ট। কারণ এই তালিকায় কর্মপ্রার্থীদের নম্বর বিভাজনই নেই। তবে এই তালিকা সংরক্ষণ করে রাখার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি।

সবজান্তা খবরওয়ালা

বঙ্গ শাসনে উঁকি দিচ্ছে হতাশা!

ওঙ্কার মিত্র

ক্ষমতা একটি বিষম বস্তু। রাজনৈতিক ক্ষমতা তার চেয়েও ভয়ংকর। কারণ এই ক্ষমতা কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীকে শাসন করার অধিকার দেয়। আর এই শাসনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে স্বৈরাচারিতা–স্বেচ্ছাচারিতার বীজ যা দুর্নীতি–স্বজনপোষণের জল–হাওয়া পেলে মুহূর্তে অঙ্কুরিত হয়ে বিষবৃক্ষ রূপ ধারণ করে। তাই শাসক হওয়া মারাত্মক কঠিন। সে খানিকটা জড়বস্তুর মতো। নিজের চাওয়া–পাওয়া কিছুই নেই, একমাত্র, শুধু একমাত্র চাহিদা প্রজাদের সুখ–সমৃদ্ধি। রাম রাজত্বকে আজও আমরা সুশাসনের প্রতীক বলে মনে করি কারণ শ্রীরামচন্দ্রের একটাই কাম্য ছিল– প্রজাদের সন্তুষ্টি। তিনি সত্যের জন্য সিংহাসন ত্যাগ করে বনবাসের কঠিন জীবন কাটিয়ে গিয়েছেন ১২ বছর। অশুভ শক্তির বিনাশে শুভ শক্তির প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রজাদের সন্দেহ নিরসনে নিজের স্ত্রীকেও অগ্নিপরীক্ষায় পাঠিয়েছেন। ভালবাসা, ক্ষমা ছিল তাঁর চরিত্রের ভূষণ।

ত্রেতা যুগে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র সুশাসনের যে উদাহরণ স্থাপন করে গিয়েছিলেন কলি যুগের মানব সমাজ অচিরেই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। শাসন ক্ষমতায় প্রস্ফুটিত করেছে সেই স্বেচ্ছাচারিতা–স্বৈরাচারিতার বীজ। সে আজ ডালপালা মেলে প্রাচীন বিষবৃক্ষে পরিণত। ভারতে দেশীয় রাজাদের শাসন এই পথ ধরেই শেষ হয়েছে হানাহানি, খুনোখুনি আর হতাশায়। দূরে চলে গিয়েছে প্রজাকল্যাণ। এরপর বিদেশি শাসন এবং শোষণ। প্রথমে মুসলিম, পরে ব্রিটিশ শাসনে দেশের সাধারণ মানুষকে মাশুল দিতে হয়েছে ৫০০ বছরের বেশি সময় ধরে। অবশেষে স্বাধীনতা পেতে দিতে হয়েছে শত শত ভারতবাসীর রক্ত। আশা, স্বাধীনতা

এলে দেশবাসী থাকবে সুখে। কিন্তু দীর্ঘ ৭৫ বছর ধরে দেশ ও রাজ্য শাসনে যেসব শাসকরা এসেছেন তারা এখনও পর্যন্ত অর্জন করতে পারেন নি প্রজা সন্তুষ্টি। কারণ আদর্শ শাসক হিসাবে কৌটিল্য বা চাণক্য যাকে চিহ্নিত করেছেন কারোর মধ্যে সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট দেখা যায়নি। চাণক্য বলেছিলেন বর্তমানের নেতা দেখে ভবিষ্যৎ ধারণা করা উচিত নয়। কোন কয়লা কয়লাই থেকে যাবে আর কোনটি হীরে হয়ে উঠবে তা সময়ই বলতে পারে। খৃস্টপূর্ব চতুর্থ–পঞ্চম শতাব্দীর এক সফল রাজনৈতিক দার্শনিক চাণক্যের এই উক্তি যে কতটা সত্য তা হাড়ে হাড়ে জানে পশ্চিমবঙ্গবাসী। বার বার যে নেতাদের দেখে প্রজাবৎসল বলে মনে হয়েছে তারা সকলেই সময় বিক্ষেপে তা প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ক্ষমতায় আসার পর একজন নেতার মধ্যে চাণক্য বর্ণিত যে নৈতিক গুণাবলী থাকা উচিত তা ক্রমশঃ উবে গিয়েছে। বরং তার ঠিক উল্টোপথে হেঁটে সুখের বদলে দুঃখ দিয়েছেন বঙ্গবাসীকে। আজও সেই ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। ইতালিয় দার্শনিক মেকিয়াভ্যালির 'দ্য প্রিন্স', চিনা দার্শনিক সান জুর 'আর্ট অফ দ্য ওয়ার'–এর শাসকদের মতো বঙ্গের বর্তমান শাসকও কি ভুগছেন ক্রোধ আর হতাশায়? বানভট্ট তাঁর হর্ষচরিত গ্রন্থে লিখেছেন একবার ক্রোধে অন্ধ হয়ে স্বরক্রটিতে দুষ্ট দুর্বাসা মুনিকে স্বয়ং দেবী সরস্বতী তিরস্কার করে বলেছিলেন, 'ব্রাহ্মণ, যে পথে তুমি চলেছ, সে পথ সাধুদের চলার পথ নয়। এর ফল সর্বশেষ নিধন। উদ্দামগতি ইন্দ্রিয়শ্ব যে ধূলি উড়িয়ে চলে, সেই ধূলিতেই কলুষিত হয় সারথির দৃষ্টি।' 'ধর্ম এবং ক্রোধের একত্র বাস নিসর্গবিরোধী, পয়ঃ পাবকের মতো।' 'চণ্ডরোষ চক্ষুমান ব্যক্তিকেও অন্ধ করে রাখে, ধ্বংস করে দিয়ে যায় কর্তব্য অকর্তব্যবোধের সীমানা'।

বর্তমান বঙ্গশাসক যাঁকে একসময় রাজ্যবাসী তাদের পরিত্রাতা বলে মনে করেছিল তিনি এখন প্রায়শই ক্রোধের আগুন বর্ষণ করছেন বিরোধীদের প্রতি। কেমন যেন হতাশায় নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিচ্ছেন কাছের লোকেদের থেকে। প্রকাশ্যে ঘোষণা করছেন পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার কথা। কিন্তু ক্রোধ–হতাশা নয়, এই সংকটকালে করণীয় সম্পর্কে চাণক্য বলেছেন, প্রজাকল্যাণকেই দেখতে হবে সর্বাগ্রে। স্বামীজী বলেছেন সত্যের জন্য সব কিছু ত্যাগ করা যায়, কোনো কিছুর জন্য সত্যকে ত্যাগ করা যায় না। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সত্যেরে লও সহজে'। বানভট্টের কথায় বলি, উদ্দাম গতিতে চলতে গিয়ে চোখে যে ধূলিকণা জমে তা সরিয়ে, ক্রোধ সংবরণ করে এখন রাজ্যবাসীর কথা ভাবাই একমাত্র কাম্য। প্রজাবৎসল শাসক হিসাবে অনেককেই অগ্নীপরীক্ষার জন্য ছেড়ে দিতে হবে, পথে পড়ে থাকবে অনেকে। লক্ষ্য তো একটাই, মানুষের জন্য ভালো কাজ করা। সেই শিখরেই পৌঁছে যাক বঙ্গশাসক। সেটাই তো চাই।

এনসিআরবি রিপোর্টে বঙ্গ নারীর কান্না

শক্তি ধর

পরাধীন ভারতে ধর্মীয় কষাঘাতে যন্ত্রণাকাতর ভারতীয় নারীদের জীবন বাঁচাতে, তাদের অধিকার, শিক্ষা ফিরিয়ে দিতে নিজেদের জীবন–জীবিকা বাজি রেখে কি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন সমাজ সংস্কারকরা তা আমাদের কারোরই অজানা নয়। তখনকার রাজনৈতিক ক্ষমতায় থাকা ব্রিটিশরা বিদেশি হলেও সতীদাহ রদ, বিধবা বিবাহ, নারী শিক্ষা প্রসারকে মান্যতা দিয়ে ধর্মীয় কুসংস্কারের জাল কেটে মুক্ত করেছিলেন ভারতীয় নারীদের। স্বামী বিবেকানন্দ তো বলেই দিয়েছেন নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ঘটাতে হবে, শিক্ষিত নারী সমাজ ছাড়া কোন জাতির উত্থান সম্ভব নয়। যে দেশে নারীদের সম্মান নেই সেই দেশ উন্নতি করতে পারে না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র তো তাঁর সামরিক বাহিনীতে নারীদের সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তখন বহু গোঁড়া ভারতীয় রামমোহন–বিদ্যাসাগর–বিবেকানন্দ–সুভাষচন্দ্রের বিরুদ্ধাচারণ করলেও আজ প্রমাণ হয়ে গিয়েছে ভারতীয় নারীরা বর্তমানে যে অধিকার ভোগ করছেন সেটা তাঁদেরই প্রচেষ্টার ফল।

স্বাধীনতার ৭৫ বছর পেরিয়ে ২০২২ সালে প্রশ্ন জাগে সত্যিই কি ভারতীয় নারীদের মুক্তি সম্পন্ন হয়েছে? ভারতের আধুনিক শহরগুলিতে আমরা শিক্ষিতা, কর্মরতা যে আধুনিকাদের বা গ্রামগঞ্জে অর্ধ শিক্ষিতা সংসার পালিকা নারীদের দেখি তারা কি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্বামীজি–নেতাজি কল্পিত নারী সমাজ? যদি তাই হয় তাহলে আজ এক সন্ন্যাসী কেন সেই মাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন যাঁর গর্ভে মনীষিরা জন্ম নিয়ে ধরায় আসতে পারেন? যে বঙ্গের মনীষিরা নারীমুক্তির জন্য প্রাণপাত করে গেলেন সেই বঙ্গ কেন আজ নারী নির্যাতনে দেশের এক নম্বর স্থান দখল করে? ন্যাশনাল ক্রাইম রেকর্ডস

ব্যুরো তার গত বছরের সমীক্ষায় বলেছে গার্হস্থ হিংসায় পশ্চিমবঙ্গ সব রাজ্যকে ছাপিয়ে গিয়েছে। স্বামী ও তার পরিজনদের হাতে অত্যাচারের নথীবদ্ধ ঘটনা বঙ্গে ১৯৯৫২। দেশে এক বছরে পণপ্রথার বলি ৬৫৮৯ জন মহিলা, যার মধ্যে বঙ্গে ৪৫৪। এই সংখ্যা যা প্রশাসনের কাছে নথীবদ্ধ। এই সংখ্যার আরও অনেক বেশি অত্যাচারিত নারী আছেন যাদের কথা জনসমক্ষে আসছে না। প্রশ্ন জাগে এ কোন নারী সমাজ? এই নারীসমাজ কি ভারতের উন্নতির সোপান হতে পারে?

সাম্প্রতিক আরও দুটি ঘটনা বঙ্গের নারী সমাজের অবস্থা যেন আরও বাঙ্ময় করে তুলেছে। রাজনৈতিক হত্যার বলি তপন দত্তের স্ত্রী প্রতিমা দত্ত ও শাসক দলের প্রাক্তন কাউন্সিলর অনুপম দত্তের স্ত্রী মীনাক্ষী দত্ত যেভাবে কান্নাভেজা কণ্ঠে জনসমক্ষে নিরাপত্তাহীনতার কথা জানাচ্ছেন তাতে প্রাচিন যুগের সেই নারীদের হাহাকারই যেন ফের শোনা যাচ্ছে তাদের কণ্ঠে। আজকের স্বাধীন ভারতের স্বদেশী শাসকরা তাদের দু–একটি কনস্টেবল দিয়ে কর্তব্যটুকু করার চেষ্টা করছেন বটে কিন্তু মানসিকভাবে তাদের পাশে দাঁড়াবার বদলে উল্টো রাজনৈতিক অবস্থান নিচ্ছেন। যে কোনও সভ্য সমাজে যা নিকৃষ্ট উদাহরণ হিসাবে লিপিবদ্ধ হয়ে থাকছে।

আসলে কয়েকটি রাজনৈতিক পদে কিছু নারী এসে পৌঁছালেও ভারতের দলীয় গণতন্ত্রে নিজেদের নিরাপত্তা, নিজেদের অধিকার নিজেরাই প্রতিষ্ঠা করে নেওয়ার মতো জায়গায় আজও নারী প্রতিষ্ঠিত হতে পারেন নি। এখনও সংসদে নারীদের জায়গা শতাংশের বিতর্কে আটকে রয়েছে। এর জন্য শুধু পুঁথিগত বিদ্যা বা কিছু সংখ্যক নারীর আধুনিকা হয়ে ওঠা যথেষ্ট নয়। নারী শিক্ষা মানে স্কুলে কলেজে পাশ করা নয় দেশের আগামী প্রজন্মকে নৈতিক বলে দেশপ্রেমিক করে তোলার শিক্ষা অর্জন করা। সন্তানকে আর্নিং মেশিন নয় যোগ্য ভারতীয় করে তুলতে হবে মায়েদের, তবেই তো তারা নারীর মর্যাদা শিখবে। দেশমাতৃকার সম্মান রক্ষার্থে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তা না হলে এনসিআরবি–র রিপোর্টে নারী নির্যাতনের সংখ্যা বদলানো মুশকিল।

নামখানার ফ্রেজারগঞ্জে জমি মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ

কুনাল মালিক

সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় জেলায় জেলায় প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতে, প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন অপরাধের সঙ্গে যুক্তদের কোনভাবেই যাতে রেয়াত না করা হয়। রাজনৈতিক রং যেন দেখা না হয়। কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে।

স্থানীয় সূত্রে অভিযোগ উঠেছে, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ মহকুমার নামখানা ব্লকের শিবপুর মৌজায় জমি মাফিয়াদের দৌরাত্ম খুব বেড়েছে। এই চক্র সরকারি জমি, নদীর চর দখল করে অবৈধ বাড়ি, দোকান বানিয়ে সাধারণ মানুষদের চড়া দামে বিক্রির ব্যবস্থা নিচ্ছে। অভিযোগ এই জমি মাফিয়া চক্র এতটাই প্রভাবশালী সাধারণ মানুষেরা বাধা দেওয়ার সাহস পাচ্ছে না। প্রশাসনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না।

ঘটনাস্থলে পৌঁছে অভিযোগের সরজমিন তদন্ত করতে গিয়ে দেখা গেল পথচারি গ্রামবাসী, স্থানীয় দোকানদাররা এড়িয়ে গেলেন। নিজেদের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অভিযোগকারিদের একাংশ দূর থেকে জবর দখল করা জায়গা ও অবৈধ নির্মাণ দূর থেকে দেখিয়ে নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। সহজেই বোঝা গেল, মাফিয়া চক্রের ধমকানিতে ওনারা আতঙ্কে থাকলেও, মনে ক্ষোভের আগুন জ্বলছে। তুষের আগুন ধিক ধিক করে জ্বলে যেমন। যে কোন সময় এলাকায় বিস্ফোরণ এবং বিপর্যয়

ঘটাতে পারে।

অভিযোগ হল ফ্রেজারগঞ্জ পঞ্চায়েত এলাকায় শিবপুর মৌজায় দশমাইল বাজার। সরকারি খাস জায়গায় প্রশাসনের বিনা অনুমতিতে এই বাজার শুরু হয়ে যায়। যেহেতু ৫–৬টি গ্রামের এটিই একমাত্র বাজার এবং বেশ কিছু বেকার যুবক এখানে ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করেন তাই প্রশাসন একপ্রকার নীরব থাকে। স্থানীয় পঞ্চায়েতও ব্যবসায়ীদের সতর্ক করে দেয় যাতে তাঁরা অস্থায়ী ছাউনি করে ব্যবসা করেন। কিন্তু বছর খানেক পরে গৃহ নির্মাণের কোন প্ল্যান অনুমোদন না করে অবৈধভাবে একের পর এক বহুতল বাড়ি নির্মিত হয়। প্রশাসনের নীরবতায় জমি মাফিয়া চক্রের দৌরাত্ম দিন দিন বাড়তে থাকে। একের পর এক সরকারি জমি জবর দখল হতে শুরু করে। জমি মাফিয়াদের নজর পড়ে ১০ মাইল বাজার সংলগ্ন নদীর চরের উপর যেখানে হাজারো দুঃস্থ মৎস্যজীবী চলাফেরা করেন, মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। শুধু তাই নয় এই নদীর চর প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রেখে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করে। জমি মাফিয়াচক্র এই নদীর চর ভরাট করে, জবরদখল করে, বসবাসের জন্য বহুতল বাড়ি ও দোকানঘর নির্মাণের কাজ শুরু করে, প্ল্যান পাশ না করে চড়া দামে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রয়ের জন্য অগ্রিম বুকিং শুরু করে দেয় বলে অভিযোগ।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভূমিহারাদের অবস্থান বিক্ষোভ কাঠগড়ায় অনুব্রত ঘনিষ্ঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত কুড়ি বছর আগে বামফ্রন্ট সরকারের আমলে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরির সময় জমি অধিগ্রহণ করা হয়েছিল কিন্তু সেই জমিদাতারা এখনো চাকরি পায় নি। বারবার প্রশাসন এবং বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের আধিকারিকদের জানিয়ে কোনো লাভ হয় নি। তাই ফের চাকরির দাবিতে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হলো বীরভূম জেলা ভূমিহারা ইউনিয়নের সদস্যরা। মঙ্গলবার সকাল এগারোটা থেকে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যু কেন্দ্রের জিএম বিল্ডিং যাওয়া গেটের সামনে গেট বন্ধ রেখে অবস্থান বিক্ষোভে সামিল হয় বীরভূম জেলা ভূমিহারা ইউনিয়নের প্রায় একশোজন সদস্য। বিক্ষোভকারী ইন্দ্রজিত গড়াই, বিপ্লব দাশগুপ্ত বলেন, জমি অধিগ্রহণের সময় পরিবার পিছু একজনের চাকরির কথা বলা হয়েছিল কিন্তু সেই দাবি মানা হয় নি। তৃণমূল পরিচালিত কো–অপারেটিভ কর্তৃপক্ষ লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রতি মাসে লোক নিয়োগ করছে। আমাদের চাকরি চুরি হয়ে যাচ্ছে। এর সাথে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র কর্তৃপক্ষও জড়িত। দুবরাজপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি ভোলানাথ মিত্রকে সরাসরি কাঠগড়ায় তুলেছে বিক্ষোভকারীরা। বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এই ভোলানাথ মিত্র। স্বভাবতই এই ঘটনায় অস্বস্তিতে রাজ্যের শাসক দল।

নেতা বদল হলেও ভয় ঘিরে থাকে ভাটপাড়া ব্যারাকপুরে

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাকপুর কমিশনারেট এলাকায় কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া দুটি খুন সহ চলতি বছরের প্রথম ছয় মাসে এলাকায় মোট ২০টি খুন হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি অবশ্য গঙ্গায় ভেসে আসা দেহ উদ্ধারের ঘটনা। এসব ক্ষেত্রে খুনের মামলাগুলি অবশ্য কমিশনারেটের আওতাধীন থানাতেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এমনটাই পরিসংখ্যান তুলে ধরেছে পুলিশ। তাদের মতে, রাজনৈতিকভাবে এলাকা দখল, মস্তানরাজ, তোলাবাজির এলাকা বিন্যাস সহ নানা কারণে বিভিন্ন দুষ্কৃতী গোষ্ঠী নিজেদের মধ্যেই বারবার ঝামেলায় জড়াচ্ছে। এলাকায় দুষ্কৃতীদের দাপাদাপিতে সাধারণ মানুষ রীতিমতো আতঙ্কিত। কেননা, গোলমাল বাধলেই চলছে গুলি। শুট আউট যেন নৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এলাকায়। খুনোখুনিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজকর্ম ঠেকাতে বারাকপুর কমিশনারেট এলাকায় নতুন থানা গঠনের পাশাপাশি পুলিশের অতিরিক্ত নজরদারি সহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মূলত ২৫টি জুটমিলকে কেন্দ্র করে গঠিত হয়েছে বারাকপুর শিল্পাঞ্চল। আর এই শিল্পাঞ্চলকে ঘিরে গড়ে উঠেছে ব্যাপক অবাঙালি বসতি।

এই অবাঙালি ভোট ব্যাঙ্কই হল অর্জুন সিংয়ের শক্তি। বলে মনে করেন রাজনৈতিক বিশ্লেষক মহল। ফলে বিগত লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল থেকে টিকিট না পাওয়ায় শিবির বদল করে বিজেপিতে যোগদান করেন তিনি। নির্বাচনে জয়ী হয়ে সাংসদও হন বিজেপির। বিশ্লেষকদের একাংশের দাবি, 'ক্রমশ পাটের দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় বারাকপুর শিল্পাঞ্চলের বেশ কয়েকটি কারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বেকার হয়ে পড়েন অনেক কর্মী। অনেক কারখানায় আবার বেতন অনিয়মিত। কোথাও বেতন কম। এ কারণে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দানা বাঁধতে শুরু করে। এর পাশাপাশি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে শত্রুঘ্ন সিনহার জয় লাভের পিছনে ছিল একটা বড় অংশের অবাঙালি ভোট। সব মিলিয়ে আগামী দিনে তার জয় ধরে রাখা নিয়ে সংশয়ান্বিত হন। এ কারণে তিনি শিবির বদল করে আবার তৃণমূলেই ফিরে আসেন।'

তবে এ প্রসঙ্গে বিজেপির মেডিকেল সেলের জনৈক সদস্য ডাঃ সুভাষ রায় তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বিজেপিতে যখন মুকুল রায়, অর্জুন সিংরা যোগদান করেছিলেন, তখন আমি খুব আনন্দিত হইনি। আবার যখন শিবির বদল করে তৃণমূলে ফিরে গেলেন, তখন খুব দুঃখিতও হইনি। কারণ এটাই তো এদের ভবিতব্য ছিল। এটা ঠিক একজন বাহুবলি নেতা হিসেবে অর্জুন সিং এগিয়ে আসছিলেন। কিন্তু নিজের গড়ে নিজস্ব একাধিক লোককে হারাতে হারাতে ভীষণভাবে কোনঠাসা হচ্ছিলেন। ফলে তার মধ্যে অস্তিত্ব সঙ্কট দেখা দিয়েছিল। রাষ্ট্র স্বার্থে এরা বিশেষ ভাবিত নন। বিশেষ করে অ্যাডভোকেট মনীষ খুন হওয়াতেই তিনি একেবারে সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েন। এমনটাই আমার ব্যক্তিগত অভিমত।'

বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলা সভাপতি তাপস মিত্র তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'বিজেপি মূলত সংগঠন ভিত্তিক দল। ফলে অর্জুন সিং চলে যাওয়ায় দলের কোনও ক্ষতি হয়নি। কে এলেন, কে গেলেন এ নিয়ে কোনও মাথাব্যথা নেই। দল আবার নতুন করে তৈরি। অর্জুন সিং একাই এসেছিলেন, একাই চলে গিয়েছেন। বিজেপির কর্মীরা বিজেপিতেই আছেন।'

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 45, 3 September - 9 September, 2022

বাজার ইতিবাচক থাকলেও মাঝেমধ্যেই হানা দেবে কারেকশনের কালকেউটে

পার্থসারথি গুহ

অর্থনীতি

জুলাই মাসের শেষ লগ্ন থেকে যেভাবে বাজার 'ইউ টার্ন' নিয়ে পজেটিভ বা ইতিবাচক দিক নিয়ে ফেলেছে তাতে করে আগামী দিনগুলিতে আরও উত্থান আশা করা যেতেই পারে। হতেই পারে আগামী কিছুদিনের মধ্যেই নিফটি ফের তার পুরনো উচ্চতা অর্থাৎ সাড়ে ১৮ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে আরও উপরে যেতে পারে। কিছু বিশেষজ্ঞ এমন ধারণাই পোষণ করছেন। এখানে একটা কথা বলা বিশেষ প্রয়োজন বাজার সার্বিকভাবে ঠিক হবে তখনই যখন মিডক্যাপ ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করবে। যেটা এই মুহূর্তে দুরাশা মনে হচ্ছে। তবে সেটা নিশ্চিতভাবে ঘটবে। হয়তো একটু সময় লাগবে। তবে অধিকাংশ বাণিজ্যিক চ্যানেলে যে সব বিশেষজ্ঞ বসেন বা মতামত দেন তাদের হাওয়া মোরগ বলেও অভিহিত করা যেতে পারে। অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় এরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও এরা পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে 'আপ মুভ' নরেন্দ্র মোদি আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে।

হতে পারে আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন

করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০২৪ কিংবা ২০২৬-এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো।

কারণ, বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্তত পক্ষে ২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

মনে রাখা দরকার শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

৩ সেপ্টেম্বর – ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২

মেষ রাশি : বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি। সম্পত্তি নিয়ে গোলযোগ বৃদ্ধি। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। গাড়ি বাড়ি ক্রয় করার সুযোগ এলেও তা বানচাল হওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে পথ চলুন। ঠাণ্ডাজনিত রোগে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : মঙ্গলবারে হনুমানের পুজো করুন।

বৃষ রাশি : বন্ধুদের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি হওয়ার সম্ভাবনা। সন্তানের থেকে কোনো সুখবর পেতে পারেন। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ রয়েছে। ব্যবসায়ে অগ্রগতি ও সাফল্য অবধারিত। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধির সঙ্গে শয্যাশায়ী হওয়ার সম্ভাবনা ও ব্যয় বৃদ্ধি। গুরুজনদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা।

প্রতিকার : হিজরাদের চুড়ি ভেট দিন।

মিথুন রাশি : সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। ভাই বোনের সঙ্গে মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা। প্রিয়জনের কাছ থেকে আর্থিক বা কোন দ্রব্যাদি নিয়ে সাহায্য পেতে পারেন। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যার সম্ভাবনা। প্রেসার বা রক্তজনিত রোগের বৃদ্ধি। কর্মোন্নতিতে বাধা।

প্রতিকার : বিষ্ণু মন্ত্র পড়ুন।

কর্কট রাশি : আত্মীয়দের প্ররোচনায় স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবঝি। আর্থিক দিক দিয়ে কিছুটা স্বাবলম্বী হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে বদলির সম্ভাবনা। বয়োজেষ্ঠদের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তার কারণ। সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগীতা। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব। বিবাহে বাধা।

প্রতিকার : গুরুজনের আশীর্বাদ নেবেন।

সিংহ রাশি : স্বাস্থ্যের জন্যে অর্থ ব্যয় বৃদ্ধি। চক্ষু পীড়া বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বজনদের নিকট হতে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু ভাই-বোনেরা সেইভাবে সাহায্যের হাত বাড়িতে দিতে নাও পারে। চাকরিতে বাধা। জ্ঞাতি শত্রু বৃদ্ধি।

প্রতিকার : সূর্য মন্ত্র পড়ুন।

কন্যা রাশি : অন্য ক্ষেত্র থেকে অতিরিক্ত উপার্জনের সম্ভাবনা। স্বজনের প্রতি বিদ্বেষ বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। ব্যবসায় প্রসারতা অব্যাহত থাকবে। দুর্ঘটনার কবলে পড়ার সম্ভাবনা। গবেষণার ক্ষেত্রে সাফল্য লাভ। আয়ভাব শুভ বলা যায়। চুরি যাওয়া অর্থ ফেরৎ পাওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বুধবার ভিক্ষুকদের খাবার দিন।

তুলা রাশি : কোনো কার্যে সিদ্ধান্ত নিতে দ্বিধাগ্রস্ত ভাব। কোনও বিষয় নিয়ে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি অব্যাহত থাকবে। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি অব্যাহত থাকবে। সতর্কতার সাথে রাস্তা পারাপার হোন। বিবাহে বাধা। পদোন্নতির সুযোগ রয়েছে। রোগের প্রকোপ বৃদ্ধি হলেও তা থেকে আরোগ্য লাভ করার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : ঘরে তুলসী গাছের যত্ন নিন।

বৃশ্চিক রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের অবনতি। বন্ধু বান্ধবদের সম্পর্কের অবনতি। শিল্পী সত্তার বিকাশ। সবরকম পরিস্থিতির সাথে মোকাবিলা করে এগিয়ে যাবেন। পদোন্নতির সম্ভাবনা। বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে আয়ের সুযোগ রয়েছে। ঈশ্বরের আরাধনা করুন। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন।

প্রতিকার : বজরংবলীর পাঠ করুন।

ধনু রাশি : স্বজনের আচরণ মনে কষ্ট দেবে। বন্ধুদের কাছ থেকে কোনও সাহায্য পেতে পারেন। সন্তানের আচরণে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। চাকরি ক্ষেত্রে সমস্যা বৃদ্ধি। শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে বিড়ম্বনা বৃদ্ধি। ব্যবসা ক্ষেত্রে অন্যের প্ররোচনায় উন্নতিতে বাধা এলেও তা কাটিয়ে উঠবেন। চিকিৎসা ক্ষেত্রে অগ্রগতি। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্ব।

প্রতিকার : অভাবী শিক্ষার্থীদের ভেট দিন।

মকর রাশি : ভাই বোনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। প্রতিবেশির সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মনোমালিন্য বৃদ্ধি। সন্তান থেকে অশান্তি বৃদ্ধির সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রকাশনীর ক্ষেত্রে ও জলীয় ব্যবসার ক্ষেত্রে ব্যবসায় লাভবানের সম্ভাবনা। সতর্কতার সঙ্গে রাস্তা পারাপার হোন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : রাস্তার কুকুরদের রুটি খাওয়ান।

কুম্ভ রাশি : স্বজনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি। ভাই বোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের সম্ভাবনা। গুরুজনের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। সন্তানের পরীক্ষায় সাফল্যে পরিবারে মানসিক শান্তি। সঞ্চয় ভাব শুভ। চাকরি ক্ষেত্রে শত্রুতার কারণে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হলেও তা কাটিয়ে উঠবেন বা সাফল্য লাভ করবেন। ব্যয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। স্বাস্থ্য নিয়ে সতর্কতার প্রয়োজন।

প্রতিকার : কোনও মন্দিরে বোদের প্রসাদ চড়ান।

মীন রাশি : দাম্পত্য সম্পর্ক সুমধুর হওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অগ্রগতির পথ প্রশস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। স্বজন বিরোধ বৃদ্ধি। কারো প্ররোচনায় গুরুজনদের প্রতি রূঢ় আচরণ ত্যাগ করুন। দুর্ঘটনায় সাবধান। শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে আগের চেয়ে উদ্বেগ কিছুটা কমবে। সঞ্চিত অর্থ ব্যয় হওয়ার সম্ভাবনা। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল লাভ। পদমর্যাদা বৃদ্ধি। অর্জিত অর্থ পেতে বিলম্বের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : দুর্গা চাল্লিশা পাঠ করুন।

উত্তরের আঙিনায়

চা বাগানেও দুর্নীতির আঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডুয়ার্সের চা শিল্পে এসএসসি কাণ্ডে ধৃত প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর আত্মীয় প্রসন্ন রায়ের মতো অনেকেই বিনিয়োগ করছেন। এতে বন্ধ ও রুগ্ন চা বাগান খুলেছে। এইভাবে বাইরে থেকে প্রসন্ন রায়ের মতো ব্যক্তিরা চা শিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করলে সেটা আপাত দৃষ্টিতে ভালো। কিন্তু চা বাগান বন্ধ হলে শ্রমিকদের দুর্দশার শেষ থাকবে না। প্রসন্ন রায়ের ডুয়ার্সের চা শিল্পে কোটি কোটি টাকার পুঁজি ঢালার বিষয় নিয়ে বিস্ফোরক প্রতিক্রিয়া দিলেন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি অ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী।

পার্থ চ্যাটার্জির আত্মীয় প্রসন্ন রায়ের ডুয়ার্সের চা বাগান ও রিসর্টে অর্থ লগ্নি নিয়ে এবার মুখ খুলল চা শিল্প মহল। ডুয়ার্সের বামনডাঙা ও সামসিং এই দুটি চা বাগানের বর্তমান মালিক যে প্রসন্ন রায়ের ভাই জয়ন্ত এই সত্য স্বীকার করেছে ডুয়ার্স ব্রাঞ্চ ইন্ডিয়ান টি অ্যাসোসিয়েশন এবং ক্ষুদ্র চা বাগান মালিক সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা)। প্রসন্নর কেনা সামসিং ও বামনডাঙা চা বাগানদুটি ডিবিআইটিএ-র সদস্যভুক্ত চা বাগান।

ডুয়ার্সের বামনডাঙা চা বাগান ২০১৯ সালে নিজের নামে করেছিলেন প্রসন্ন রায়।তিনি অবশ্য বামনডাঙা চা বাগানের শ্রমিকদের সমস্ত বকেয়া মিটিয়ে ভালোভাবেই বাগান পরিচালনা করছিলেন। গত বছর পুজোর আগে অক্টোবর মাসে প্রসন্ন রায় বাগানের মালিকানা নিজের ভাই জয়ন্ত রায়কে দিয়ে দেন। অন্যদিকে সামসিং চা বাগানের মালিক সজ্জন আগরওয়াল ছিলেন। কিন্তু বেশ কয়েক বছর ধরে এই চা বাগানের বোর্ড অফ ডিরেক্টর জয়ন্ত রায়। ডিবিআইটিএ সচিব সঞ্জয় বাগচী জানিয়েছেন, সামসিং ও বামনডাঙা এই দুই চা বাগানের মালিকানা জয়ন্ত রায়ের নামেই রয়েছে। তবে নেপথ্যে প্রসন্ন রায় আছেন কিনা তা নিয়ে সঞ্জয় বাগচি মন্তব্য করতে চাননি।

পথে বাম, গ্রেফতার ২

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ গত ২৬ অগাস্ট বামেদের পক্ষ থেকে শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযানের ডাক দেওয়া হয়। যা নিয়ে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে সুয়োমোটো মামলা দায়ের করা হয়। সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে একাধিক বাম নেতার বিরুদ্ধে।

সেই ঘটনায় ২৬ তারিখ রাতেই গ্রেপ্তার করা হয় বামকর্মী প্রদীপ ঘোষ ও প্রমোদ পাসোয়ানকে। আজ সেই দুই বাম কর্মীদের দ্বিতীয়বারের জন্য আদালতে হাজির করা হলে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের বিচারপতি দ্বিতীয়বারের জন্য তাদের জামিন নাকচ করে দেয়। দশ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয় তাদের। আগামী ৯অক্টোবর তাদের ফের আদালতে হাজির করা হবে। এদিন দার্জিলিং জেলা সিপিএম সম্পাদক জীবেশ সরকার জানান, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে আমাদের কর্মীদের আটকে রেখেছে তৃণমূল কংগ্রেস। এই অন্যায় আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারবো না। কত দোষী বাইরে আর সামান্য আন্দোলন করে দিনের পর দিন আটকে রাখা হচ্ছে আমাদের কর্মীদের। জেলা বামফ্রন্ট এর বিরুদ্ধে পথে নামবে।

গণেশ পুজোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গণেশ পুজোর উদ্বোধনেও জেলা সভাপতি সবাইকে ছাপিয়ে গেলেন। গতকাল প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষের উদ্বোধনে সবাইকে ছাপিয়ে যাবার ইঙ্গিত মিলেছে। শিলিগুড়িতে গণেশ পুজোর উদ্বোধন করতে আসলেন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে। শিলিগুড়ির অধিকাংশ পুজোর উদ্বোধনেও জেলা সভাপতি পাপিয়া ঘোষের ডাক পড়েছে।

তিনি জানালেন, ভগবানের কাছে সবার জন্য শুভেচ্ছা এবং শুভকামনা প্রার্থনা করলাম। ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি সবাই সুস্থ থাকুক এবং ভাল থাকুক।

এদিন প্রবল বৃষ্টির মধ্যে পপিয়া ঘোষ প্রায় সব পুজোর মন্ডপেই যান। সেখানে গিয়ে সবার সাথে কুশল বিনিময় করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের অনেকগুলি পুজো অনুষ্ঠিত হচ্ছে শিলিগুড়িতে। প্রায় প্রত্যেক পূজোতেই গিয়েছেন পাপিয়া ঘোষ। আর মন জয় করে নিয়েছেন অগনিত মানুষের। সবাই একবাক্যে মেনে নিয়েছেন একজন যোগ্য জেলা সভাপতি পেয়েছে দার্জিলিং জেলা তৃণমূল।

স্কুল পরিদর্শনে চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : কোচবিহার পুরসভা দ্বারা পরিচালিত নিবেদিতা আকাদেমি স্কুল পরিদর্শন করলেন কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। কোচবিহার পুরসভা দ্বারা পরিচালিত এই নিবেদিতা আকাদেমির প্রিন্সিপাল জয়ন্ত অধিকারীর নামে আর্থিক দুর্নীতি এবং দীর্ঘদিন স্কুলে না আসার অভিযোগে তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করেছে কোচবিহার পুরসভা।

কোচবিহার পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিলের বৈঠকে আলোচনার পর তাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বলেন, স্কুল ফান্ডে ক্যাশ আট লক্ষ টাকা ছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা

পড়েছিল মাত্র দেড় লক্ষ টাকা। স্কুলের প্রিন্সিপাল কে বহু চাপ দেওয়ার পর তিনি সে টাকা ফেরত দেন। এছাড়া স্কুলের খাতা পরীক্ষা করে দেখা যায় তিনি দীর্ঘ ছয় মাস স্কুলে আসেননি।

তাই পুরসভার বোর্ড অফ কাউন্সিল এর বৈঠকে সিদ্ধান্ত নিয়ে তাকে অনির্দিষ্টকালের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ জানান, কেউ যদি মনে করে থাকে এইভাবে সে দিনের পর দিন সে চলবে তবে সে সেটা ভুল ভাবছে। যেখানে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত জড়িয়ে আছে সেখানে অন্য কিছু ভাবা বা কোনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেওয়া যায় নি। তাই আমি এই সিদ্ধান্ত নিলাম। আমার বিশ্বাস এই সিদ্ধান্ত সবাই মেনে নেবে।

উদয়ন বনাম মীনাক্ষী

নিজস্ব প্রতিনিধি : রক্ত দিয়ে হলেও বাংলা ভাগ রুখব। শুধু নিজের রক্ত দেব তা হবে না, প্রয়োজনে অন্যেরও রক্ত ঝরবে। দিনহাটা সাহেবগঞ্জে তৃণমূলের একটি সভা থেকে এমনই হুঁশিয়ারি উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহের। এই প্রসঙ্গে পাল্টা বিজেপি তৃণমূলের আঁতাত বলে কটাক্ষ গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রাজ্যের যুব সম্পাদক মীনাক্ষী মুখার্জির। বাংলা ভাগ এবং উত্তরবঙ্গ কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চল এবং আলাদা রাজ্য নিয়ে যে দাবি তারই ভিত্তিতে তৃণমূলের উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ এর কথা প্রসঙ্গে

মীনাক্ষী মুখার্জি জানান, ভাগ কিসের দাবিতে, কোন স্লোগান কোন ডিমান্ড এর ভাগ, মানুষ ভালো করে বেঁচে থাকার দাবিতে। তাহলে যে দাবি আছে তাকে মেটানোর জন্য সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে এই কাজ করতে হবে তবে বাংলা ভাগের দাবিও ওঠে না। বাংলা ভাগের দাবিকে উৎসাহিত করা একেবারেই ঠিক না। এই দুই সরকার জোর করে মানুষকে ভুল বুঝিয়ে যাচ্ছে বলে দাবি করেন মীনাক্ষী মুখার্জী। তিনি আরো জানান, সিপিএম নিজেরাই এই আন্দোলনে একাই লড়াই করবে। এর জন্য কাউকে পাশে লাগবে না।

পুলিশ দিবস পালন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ পুলিশ দিবস উপলক্ষ্যে, মাল্লাগুড়ি পুলিশ লাইনে একটি মাস্টার প্যারেড অনুষ্ঠিত হয় যেখানে কমিশনারেটের রঙগুলি গৌরব শর্মা আইপিএস, কমিশনার শিলিগুড়ি পুলিশ উত্তোলন করেন। কুচকাওয়াজে শিলিগুড়ি পুলিশের সকল পদমর্যাদার সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

গৌরব শর্মা কোভিড অতিমারীতে এবং জনস্বার্থে বিভিন্ন দায়িত্ব পালনের জন্য সমস্ত

পদের পুলিশ কর্মীদের ভূমিকার প্রশংসা করেন। তিনি জানান, পুলিশ কর্মীদের পরিবার তাদের জন্য যে সমর্থন এবং ত্যাগ স্বীকার করেন তার জন্য পুলিশ সদস্যদের পরিবারকেও অভিবাদন জানাচ্ছি।

কুচকাওয়াজ শেষে বৃক্ষরোপণ ও বিদ্যালয়ের শিশুদের পাঠ সামগ্রী বিতরণ করা হয়। এছাড়াও, পুলিশ লাইনের সমর্থিত কর্মচারীদের দিনটিতে উপহার দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়।

অঙ্কোলজির পথচলা শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে অঙ্কোলোজি অ্যান্ড ডে কেয়ার কেমোথেরাপি সেন্টার-র উদ্বোধন করলেন মেয়র গৌতম দেব। আজ সকালে মেয়র উদ্বোধন করেন এই সেন্টারের। এদিন মেয়র জানালেন, এর প্রয়োজন ছিল অনেকদিন আগের থেকেই। কিছু সমস্যা থাকার কারনে হতে পারছিল না। আজকে এই সেন্টার তৈরি হবার কারণে বহু মানুষের উপকার হবে এবং সহজেই বহু মানুষ চিকিৎসার পরিষেবা

পাবেন। এখন থেকে রোজ এই পরিষেবা পাবেন শিলিগুড়ির স্থানীয় এবং বাইরের মানুষ। আর সাহায্য করবার জন্য থাকবেন অনেক বিশেষজ্ঞ ডাক্তারেরা। তাদের মূল্যবান পরামর্শে উপকার পাবেন রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা। শিলিগুড়ি হাসপাতাল থেকেই পাওয়া যাবে এই সুবিধা বলে জানান মেয়র।

শব্দবার্তা ২১৫

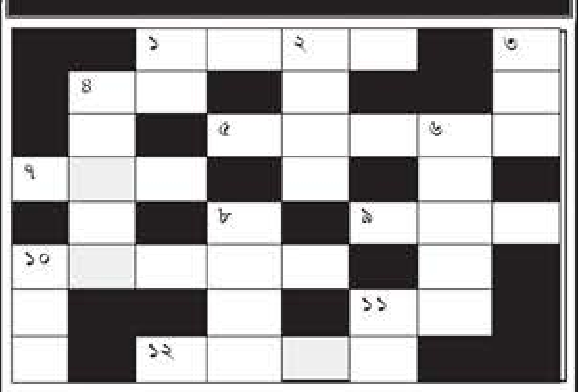

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। পরিচয় ৪। জগন্নাথ দেবের যান ৫। খাদ্য বর্জন ৭। চর্তুদশপদী কবিতা বিশেষ ৯। উপযুক্ত, লায়েক ১০। বয়স ১১। শক্তির উপাসক ১২। অঢেল, প্রচুর।

উপর-নীচ

১। রাস্তা ২। মন ভোলানো ৩। রামপাখি ৪। জিহ্বা ৬। তিতিবিরক্ত, জ্বালাতন ৮। হাঙর ১০। নিবাস, বাস ১১। শীত নিবারণের গরম চাদর।

সমাধান : ২১৪

পাশাপাশি : ১। বিরোচক ৪। লেকচারার ৫। নমস্কার ৭। ফুটনোট ৯। সুরনিবাস ১০। তমস্বান।

উপর-নীচ : ১। বিবিজান ২। কলেবর ৩। চারা বেরোনো ৬। মহাকরণ ৭। ফুরসত ৮। টঙ্কবান।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিরল প্রজাতির কচ্ছপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিরল প্রজাতির বিশালাকার একটি ২৫ কেজি ওজনের কচ্ছপ ধরে তুলে দিলেন বনদফতরের হাতে। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত ছোট মোল্লাখালির রাঙা পাড়া এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে প্রতিদিনই নদীখাঁড়িতে মাছ কাঁকড়া ধরে জীবন জীবিকা নির্বাহ করেন প্রত্যন্ত সুন্দরবনের গোসাবা ব্লকের সুন্দরবন কোস্টাল থানার অন্তর্গত ছোট মোল্লাখালির রাঙা পাড়ার বাসিন্দা মৎস্যজীবী নাসের খান। নদীতে গণ থাকায় অন্যান্য দিনের মতো মঙ্গলবার সকালে জাল নিয়ে বেরিয়েছিলেন মাছ কাঁকড়া ধরার জন্য। বাড়ির অদূরে সুন্দরবনের বিদ্যা নদীতে গিয়েছিলেন। নদীতে জাল ফেলে তুলতে পারছিলেন না। ভেবেছিলেন হয়তো কুমির পড়েছে জালে। ভয়ে ভয়ে জালটি ডাঙায় তুলতেই চক্ষু চড়কগাছ ওই মৎস্যজীবীর। বিশালাকার এক বিরল প্রজাতির কচ্ছপ দেখতে পান। কচ্ছপটি গ্রামের বাড়িতে নিয়ে আসেন। কী করবেন ভেবে উঠতে পারছিলেন না। এরপর পাড়ার লোকজনদের সাথে পরামর্শ করে বসিরহাট রেঞ্জের বাগনা ফরেস্ট অফিসের বনদফতরের লোকজনদের খবর দেয়। তারা ঘটনাস্থলে আসলে তাদের হাতে বিশালাকার কচ্ছপটি তুলে দেয়। বনদফতর সূত্রের খবর কচ্ছপটিকে আপাতত পর্যবেক্ষণে রাখা হবে। সুস্থ হলেই সুন্দরবনের নদীতে ছেড়ে দেওয়া হবে।

পথ দুর্ঘটনায় জখম

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক টোটো চালক। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার বিকালে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কাঁঠালবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসন্তী হাইওয়ের খেড়িয়া মোড়ে। গুরুতর জখম হয়েছেন টোটো চালক জয়ন্ত পুরকাইত। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন বিকালে বাসন্তীর কুলতলি বাজার থেকে দুজন যাত্রী নিয়ে টোটো চালক জয়ন্ত পুরকাইত ক্যানিংয়ের দিকে আসছিলেন। সেই সময় খেড়িয়া মোড়ের কাছে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রাকের গায়ে সজোরে ধাক্কা মারলে, টোটো চালক সহ দুই যাত্রী ছিটকে রাস্তার উপর পড়ে যায়। ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় টোটোটি। টোটোর দুই যাত্রী বরাতজোরে রক্ষা পেলেও গুরুতর জখম হয় ওই টোটো চালক। স্থানীয়রা ওই টোটো চালক কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই টোটো চালক ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

ছাগল নিয়ে বচসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছাগল বাঁধাকে কেন্দ্র করে বচসা। আর তার পরেই রাতের অন্ধকারে দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হলেন এক দম্পতি। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে বাসন্তী থানার অন্তর্গত উত্তর মোকামবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের আমড়াতলা গ্রামে। ইতিমধ্যে ঘটনার বিষয়ে মঙ্গলবার বাসন্তী থানায় অভিযোগ দায়ের হয়েছে। তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এলাকার বাসিন্দা কানাই নাথ।

তার বাগানে প্রতিনিয়ত ছাগল বাঁধেন প্রতিবেশী মহান্তী পরিবারের লোকজন। সোমবার সকালে কানাই নাথ পরিবারের বধূ মহান্তী পরিবারের কাছে জানতে যায়, তাদের জমির উপর কেন ছাগল বাঁধা হবে। প্রতিবাদ করেন কানাই নাথ এর স্ত্রী গীতা নাথ। শুরু হয় দুই পরিবারের বচসা। সেই পরিবারের সঙ্গে দুই প্রতিবেশীর বচসা মিটেও যায়। অভিযোগ এরপর গভীর রাতের অন্ধকারে বাঁশ, লাঠি নিয়ে বেশকিছু দুষ্কৃতী নাথ পরিবারের উপর চড়াও হয়। অভিযোগ বেধড়ক মারধর করা হয় কানাইকে। মারধর হাত থেকে স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে আসে গীতা দেবী।

অভিযোগ তাকেও মারধর করে দুষ্কৃতীরা। ঘটনার কথা জানতে পেরে অন্যান্য প্রতিবেশীরা বাড়ির বাইরে বেরিয়ে এলে দুষ্কৃতীরা রাতের অন্ধকারে পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। প্রতিবেশীরা রক্তাক্ত অবস্থায় কানাই নাথকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। বর্তমানে বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ওই ব্যক্তি। ঘটনার বিষয়ে বাসন্তী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন আক্রান্ত পরিবারের লোকজন। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাসন্তী থানার পুলিশ।

শ্বশুর বাড়িতে বেধড়ক মার

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্বশুর বাড়িতে চড়াও হয়ে বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠলো খোদ জামাই ও তার পরিবারের লোকজনদের বিরুদ্ধে। ঘটনায় জখম হয়েছেন চারজন। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে ক্যানিং থানার অন্তর্গত নিকারীঘাটা এলাকায়। ঘটনার বিষয়ে আক্রান্তরা ক্যানিং থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানিং থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে গত প্রায় চার বছর আগে নিকারীঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঠপোল এলাকার সুচিত্র সরদারের সাথে বিয়ে হয়েছিল নিকারীঘাটা গ্রামের টুকটুকি নস্করের। দম্পতির এক সন্তান রয়েছে। বিগত বেশকিছু দিন আগে শ্বাসকষ্টজনিত রোগের কারণে চিকিৎসার জন্য বাপের বাড়িতে চলে আসেন টুকটুকি নস্কর সরদার। শ্বশুর বাড়ি থেকে কোন রকম দেখভাল করতো না বলে অভিযোগ। আরো অভিযোগ, মঙ্গলবার রাতে টুকটুকির স্বামী সমরেশ সরদার, শ্বশুর স্বপন সরদার, চন্দন মন্ডল সহ জনা দশেক লোকজন লাঠি, ইট নিয়ে চড়াও হয় তাদের বাড়িতে। টুকটুকি সরদার নস্কর ও তার বাবা-মা সহ ভাইকে আচমকা বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। জামাই সুচিত্র ও তার দলবলের হাতে আক্রান্ত হয় শ্বশুর দিলীপ নস্কর, শাশুড়ি ঝর্ণা নস্কর ও শ্যালক সমরেশ নস্কর। রাতের অন্ধকারে এমন তাণ্ডবলীলার কথা জানতে পেরে প্রতিবেশীরা দৌড়ে আসলে সুচিত্র ও তার দলবল পালিয়ে যায়। প্রতিবেশীরা জখমদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে। জখম চারজনের মধ্যে টুকটুকি নস্কর সরদার ও তার ভাই সমরেশ নস্করের অবস্থা গুরুতর। ঘটনার বিষয়ে মঙ্গলবার রাতে আক্রান্তরা ক্যানিং থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মুরগির ওষুধ খেয়ে অসুস্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মুরগির ওষুধ খেয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লো নয়ন নস্কর নামে এক স্কুল পড়ুয়া। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাতে জীবনতলা থানার অন্তর্গত নারায়ণপুর এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে এদিন সন্ধ্যায় বাড়ির পাশে একটি পোল্ট্রি ফার্মে গিয়েছিল ওই ছাত্র। সেখানে তার তেষ্টা পায়। সেখানে একটি বোতলে রাখা ছিলো পোল্ট্রি মুরগির জল শোধন করার ওষুধ। তেষ্টায় ক্লান্ত হয়ে জল ভেবে খেয়ে ফেলে ওই ওষুধ। মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়ে ওই ছাত্র। পরিবারের লোকজন ঘটনার কথা জানতে পেরে ওই ছাত্রকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় একটি চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে ওই ছাত্রের অবস্থা অবনতি হলে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। ওই ছাত্রের পরিবারের সদস্যরা সোমবার রাতেই চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলে সেখান থেকে কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকরা।

ঐতিহাসিক অবহেলার শিকার ফলতার খগেন্দ্রনাথ

অর্ঘ্য রায় : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার শিক্ষার মানচিত্রে ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশন একটি গৌরবময় নাম। ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশন এবং তটিনী বালিকা বিদ্যাপীঠ ফলতার এই দুটি রয়াল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী খগেন্দ্রনাথ পারুই ওরফে খগেন্দ্রনাথ দাস। তার বাবা শ্রীনাথ দাস ও স্ত্রী তটিনি দাসের নাম অনুযায়ী দুটি বিদ্যালয় এর নাম হয়েছে ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশন ও তটিনি বালিকা বিদ্যাপীঠ। আপনজনদের নাম চিরস্থায়ী করবার জন্য তার এই উদ্যোগ একেবারেই নয়। বরং বলা যায় ফলতার মাটিতে শিক্ষা শিল্প ও সংস্কৃতির প্রসার তিনি চেয়েছিলেন। আর সেই চাওয়া পাওয়ার মধ্যিখানে নিজের বাবার নাম স্ত্রীর নাম ও নিজের অগ্রজ এর নাম দিয়ে যুগান্তকারী ঘটনা তিনি ঘটালেন। দাদার নামে গড়ে তুললেন দাতব্য চিকিৎসালয়। যা আজ সরকার পোষিত। বাবা ও স্ত্রীর নামে গড়ে তুললেন ইতিহাস প্রসিদ্ধ দুটি উচ্চ মাধ্যমিক হাইস্কুল। একটি তো কেবল বালিকাদের জন্য। অথচ সেই মানুষটি আজ তার জনজীবন থেকে একেবারেই অনুচ্চারিত একটি নাম। সেই মানুষটির অবদানকে স্মরণে রেখে ফলতার মাটিতে কিছুই হয়নি।

কিন্তু তাকে ঘিরে ফলতার মানুষের এই ঔদাসীন্য কেন তা ঠিক বোঝা যায় না। শোনা যায় এককালে বামপন্থীরা রাজনৈতিক মতাদর্শের বৈপরীত্যের কারণে তার গড়ে তোলা বিদ্যালয়ে মৃত্যুর পর তার মরদেহ ঢোকার অনুমতি দেয়নি। রাজনৈতিক মতাদর্শের বৈপরীত্য নিশ্চয়ই থাকবে। কিন্তু রাজনৈতিক বৃত্তের বাইরে গিয়ে মানুষকে তো মূল্যায়ন করতে হয়। মানুষের কাজের মূল্যায়ন করতে হয়। যে মানুষটি এত কিছু দিয়ে গেলেন সেই মানুষটির মরদেহ প্রবেশের অনুমতি পেল না তারই হাতে তৈরি করা বিদ্যালয়ের আঙিনায়। তবে ইতিহাস কাউকে রেয়াত করে না। এত বছর পরেও তার কাটারিয়া গ্রামের বাসভবনে তার নামে একটি বিদ্যালয়ে চলছে, চলছে সমাজসেবা সে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন তাদেরই বংশের এক অকৃতদার সন্ন্যাসী পুরুষ জগদানন্দ মহারাজ। কাটারিয়া গ্রামের শ্রীনাথ বাসভবনে গেলে এখনো শুনতে পাওয়া যাবে কচিকাঁচাদের কোলাহল। বাড়ির আনাচে-কানাচে দেখতে পাওয়া সামন্ততান্ত্রিক যুগের স্মৃতিচিহ্ন। খগেন্দ্রনাথ দাসের এর পৈতৃক ভিটা কাটারিয়ার শ্রীনাথ ভবনের হাল হকিকত দেখলে বোঝা যায় শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে এই জমিদার বাড়ির। দেওয়াল অজস্র বটগাছেরা নিশ্চিন্তে সংসার পেতেছে দেওয়ালের গর্ভে। দেয়ালকে ফাটিয়ে তারা আকাশের দিকে মাথা তুলতে চাইছে। শুইয়ে দিতে চাইছে এই বাড়ির এই বাড়ির দরজা খিলান সবকিছু। কিন্তু কিন্তু ইতিহাস খগেন্দ্রনাথ দাসের শিক্ষা সংস্কার ও সামাজিক অবদান কখনোই মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারবে না তার চূড়ান্ত সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশন, তটিনী বালিকা বিদ্যাপীঠ ও যতীন্দ্রনাথ দাতব্য চিকিৎসালয়। খগেন্দ্রনাথ দাস সেই বঞ্চিত মানুষ যিনি এত কিছু করবার পরেও ফলতার মানুষের শ্রদ্ধাটুকু পাননি।

বর্তমানে ফতেপুর শ্রীনাথ ইনস্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক মিলন বিশ্বাস বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা খগেন্দ্রনাথ দাসের একটি আবক্ষ মূর্তি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনা আছে বলে জানিয়েছেন। তবে এর নেপথ্যে আরো অনেক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষও আছেন বিভিন্ন জটিলতার কারণে তা আজও বাস্তবায়িত হচ্ছে না। শুধুমাত্র বিদ্যালয় দুটির প্রধান শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষিকার ঘরে একটি ফ্রেমে বাঁধানো অস্পষ্ট ছবির মধ্য দিয়ে খগেন্দ্রনাথ দাস, শ্রীনাথ দাস ও তটিনী দাসকে নিজ গর্ভে জায়গা দিয়েছে অট্টালিকা দুটি। এবার বোধহয় সময় এসেছে একটু মূল্যায়ন করার। ফলতার শিক্ষার কাণ্ডারী যিনি তার একটি আবক্ষ মূর্তি যদি বিদ্যালয়ে স্থাপন করা যেত তাহলে খুব কী খারাপ হতো এমন প্রশ্ন অনেকের মুখে উঠে আসছে।

শোনা যায়, তিনিই ফলতার প্রথম গ্র্যাজুয়েট। ফলতার অন্যতম সফল বিধায়ক। মানুষের জন্যে জীবন সঁপে দিয়েছিলেন। বিদ্যালয়ের পথচলা ক্রমশ শতবর্ষের দিয়ে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাতার প্রতি এই ঐতিহাসিক অবহেলা নিরসনের উদ্যোগ তেমন চোখে পড়ছে না। অদূর ভবিষ্যতে সে সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয় না, এমন অনেকেই ধারণা প্রকাশ করেছেন। সময় সে উত্তর দেবে। তবে বর্তমান সমাজের হালচাল খুবই পীড়াদায়ক। খগেন্দ্রনাথ দাসকে মানুষ মনে রাখেনি একথা সত্য! তবে তার চেয়েও আরো বেশি সত্য বাংলার সমাজের জন্য রামমোহন বিদ্যাসাগর কিংবা সমকালীন আরো অনেকেই সমাজের জন্য তো কম করেনি বিভিন্ন তথ্য এবং প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায় তাদেরকেও আজ যেন মানুষ ভুলতে বসেছে। অর্থাৎ যে দেশ রামমোহনকে মনে রাখতে পারেনি বিদ্যাসাগরকে ভুলে যায় সেখানে খগেন্দ্রনাথ দাস কে? সেটা একটু ভাবতেই হয়!

দিলীপ ঘোষের অনুষ্ঠানে মহিলাকে মার

সুব্রত মন্ডল : বিআরএমজিএসএস তথা ভারতীয় রেলওয়ে মালগোদাম শ্রমিক সঙ্ঘের দক্ষিণ-পূর্ব রেল জনের উদ্যোগে শ্রমিক সম্মেলন হয়ে গেল গত ১ সেপ্টেম্বর, দক্ষিণ-পূর্ব রেলের খড়্গপুর ডিভিশনের রিক্রিয়েশন অডিটোরিয়ামে। এই জনের সকল কার্যকর্তা সহ সঙ্ঘের সদস্য শ্রমিক কর্মচারীরা এদিন উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি হিসেবে স্থানীয় সংসদ দিলীপ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। ছিলেন সংঘের প্রতিষ্ঠাতা তথা জাতীয় মহামন্ত্রী অরুণ কুমার পাসোয়ান। জাতীয় প্রভারী মনোরঞ্জন কুমার, রাজ্য সভাপতি কাশিনাথ গায়েন, দক্ষিণ পূর্ব রেল জোনের ইনচার্জ হরিদাস সরদার, শানু কর্মকার, সহ সংঘের বহু শীর্ষ নেতৃত্ব। দিলীপ ঘোষ তার বক্তব্যে সংঘের পাশে থেকে যাবতীয় সাহায্যে আশ্বাস দেন। অন্যদিকে অরুণ কুমার পাসওয়ার্ড তার বক্তব্যে শ্রমিকদের স্থায়ী চাকরি সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দাবি নিয়ে মোট ১৪ দফা দাবি সবগুলি কেন্দ্রীয় সরকারকে মেনে অবিলম্বে শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করার দাবি রাখেন। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই রেলের চাকরির টোপ দিয়ে প্রতারণার অভিযোগে এক মহিলাকে

দড়ি দিয়ে বেঁধে মারধর করে একটি হোটেলে বন্দি করলেন একদল যুবক যুবতী। বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি তথা সাংসদ দিলীপ ঘোষের উপস্থিতিতেই ওই উত্তেজনা ছড়ায়। পরে মহিলাকে উদ্ধার করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর মহিলার নাম শেফালী রায়, বাড়ি মালদহে। তাকে মারধরের জেরে আটক করে আনা হয় পাঁচ মহিলা সহ সাতজনকে। ওই যুবক যুবতীরা জানিয়েছেন তারা সকলেই মালদহের বাসিন্দা। শেফালী তাদের রেলের চাকরি পাইয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়েছিলেন কিন্তু চাকরি হয় নি। শেফালীর খোঁজও পাওয়া যায় নি এতদিন। দিলীপ ঘোষ কে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, তিনি কিছু বলতে চাননি।

কেউটের কামড় খেয়ে ওঝার দ্বারস্থ বৃদ্ধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেউটে সাপের কামড় খেয়ে ওঝার দ্বারস্থ হওয়ায় মৃত্যু হল এক বৃদ্ধের। মৃতের নাম স্বপন মৃধা(৫৬)। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার রাতে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত খুলনা এলাকায়। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার সন্দেশখালি থানার অন্তর্গত খুলনার বাসিন্দা স্বপন মৃধাকে বুধবার রাতে একটি কেউটে সাপে কামড় দেয়। তিনি পরিবারের লোকজনকে ঘটনার কথা জানায়। পরিবারের লোকজন ক্ষতস্থানের কাছে বাঁধন দিয়ে স্থানীয় এক ওঝা-গুনীণের কাছে নিয়ে যায় ঝাড়ফুঁক করার জন্য। সেখানে বাঁধন খুলে দীর্ঘক্ষণ ঝাড়ফুঁক চলে এবং ওঝা তার কেরামতি দেখাতে থাকে। পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ওই ওঝা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেয়। পরিবারের লোকজন বৃদ্ধকে নিয়ে তড়িঘড়ি হাজির হয় স্থানীয় সন্দেশখালি প্রামীণ হাসপাতালে।

সেখানে ওই রোগীর অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক বুঝতে পেরে চিকিৎসকরা তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন। রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ সাপে কামড়ানো ওই বৃদ্ধকে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলেও শেষ রক্ষা হয়নি। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন ওই বৃদ্ধকে। পাশাপাশি জানিয়ে দেয় স্বপন বাবুর মৃত্যু হয়েছে অনেক আগে। এমন মর্মান্তিক খবর শুনে কান্নায় ভেঙে পড়ে মৃধা পরিবারের লোকজন। ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে। ঘটনা প্রসঙ্গে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক সমরেন্দ্র নাথ রায় জানিয়েছেন, পরিবারের লোকজন ওঝার কাছে নিয়ে যাওয়ায় অত্যধিক সময় অপচয় হয়। আর এই অজ্ঞতার কারণে চিকিৎসকরা চিকিৎসা করার কোন সুযোগ না পাওয়ায় ওই

বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালের অপর এক সর্প বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রণবীর মজুমদার বলেন, ওঝা গুণীনের কাছে গিয়ে মৃধা পরিবারের লোকজন নিজেদের সর্বনাশ নিজেরাই ডেকে এনেছেন। সময় নষ্ট করার জন্য মৃত্যু হয় ওই বৃদ্ধের। ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে যখন ওই বৃদ্ধকে তার পরিবারের লোকজন আনেন তার কয়েক ঘণ্টা আগেই মৃত্যু হয়েছে ওই বৃদ্ধের। তিনি আরো বলেন, সাপে কামড় দিলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সরাসরি নিকটবর্তী সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া জরুরি। কারণ একমাত্র সরকারি হাসপাতালে সাপে কামড়ানো প্রতিষেধক এভিএস পাওয়া যায়। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার সকালে প্রাতঃকর্ম সারতে মাঠে গিয়েছিলেন বারুইপুর থানার অন্তর্গত চম্পাহাটির নড়িদান এলাকার বৃদ্ধ সুখদেব নস্কর। সেখানে তাকে একটি বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপে কামড় দেয়। তিনি তড়িঘড়ি বাড়িতে ফিরে পরিবারের সকলকে জানান। পরিবারের লোকজন ওই বৃদ্ধকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন চিকিৎসার জন্য। বর্তমানে তিনি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিকিৎসক রণবীর মজুমদার জানিয়েছেন, সুখদেববাবুকে বিষধর চন্দ্রবোড়া সাপ কামড় দিয়েছে। সচেতন থাকায় তড়িঘড়ি হাসপাতালে আসায় বিপদমুক্ত। তাকে ৩০ টি এভিএস দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে আরো এভিএস দেওয়া হতে পারে।

পালিত হল পুলিশ দিবস

নিজস্ব প্রতিনিধি : বৃহস্পতিবার সকালে ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন প্রান্তে মহাসমারোহে পালিত হল তৃতীয়তম বর্ষের পুলিশ দিবস। এদিন সকালে পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে বাসন্তী থানার অন্তর্গত কালিপদ'র মোড় থেকে একটি পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। পদযাত্রাটি প্রায় তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে শেষ হয় ক্যানিং রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে। মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন ক্যানিং মহকুমা শাসক প্রতীক সিং, ক্যানিং ১ বিডিও শুভঙ্কর দাস, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দিবাকর দাস, সিআই ক্যানিং বিমল মন্ডল, ক্যানিং থানার আইসি সৌগত ঘোষ, বাসন্তী থানার আইসি দুর্গাপ্রসাদ মজুমদার, ক্যানিং ট্রাফিক ইন্সপেক্টর মলয় দাস, ক্যানিং-বাসন্তী ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার সহ অন্যান্যরা।

এদিন পদযাত্রা শেষে ক্যানিং রবীন্দ্র মূর্তির পাদদেশে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভালো কাজের সুবাদে অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে ক্যানিং মহকুমা এলাকার চারজন সিভিক ভলেন্টিয়ার অরূপ কয়াল, অমিত মন্ডল, মনোরঞ্জন রায়, আনোয়ার লস্করকে পুরস্কৃত করা হয় ক্যানিং মহকুমা পুলিশের তরফ থেকে।

অনুষ্ঠান মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্যানিং মহকুমা শাসক বলেন, পুলিশের কোনও তুলনা হয় না। কারণ সর্বত্র পুলিশের ভূমিকা রয়েছে।' অন্যদিকে, ক্যানিং মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বলেন, পুলিশ সমাজের বন্ধু। সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে বদ্ধ পরিকর পুলিশ প্রশাসন'। অন্যদিকে, প্রত্যন্ত দ্বীপ এলাকা সুন্দরবনের গোসাবা থানা, সুন্দরবন কোস্টাল থানা, ঝড়খালি থানাতে ও মর্যাদার সাথে পুলিশ দিবস উযাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন ঝড়খালি কোস্টাল থানার ওসি প্রদীপ কুমার রায়, সুন্দরবন কোস্টাল থানার ওসি প্রশান্ত দাস সহ অন্যান্যরা।

মল্লিকপুরে উদ্ধার তাজা বোমা

প্রিয় মুখার্জী : দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত মল্লিকপুর থেকে ১২ টি তাজা বোমা উদ্ধার করল পুলিশ। ঘটনার খবর পেয়েই সিআইডির বম্ব স্কোয়াডকে ঘটনাস্থলে ডেকে পাঠায় পুলিশ। সোমবার রাতে সিআইডির বম্ব স্কোয়াড ঘটনাস্থলে এসে বোমা উদ্ধার করে ও তা নিষ্ক্রিয় করে।

মল্লিকপুর হবিরচক এলাকায় একটি চারতলা আবাসনের বন্ধ ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে বোমাগুলি। সোমবার সন্ধ্যায় পুলিশের কাছে এ বিষয়ে খবর এলে বারুইপুর থানার পুলিশ ও এসডিপিও বারুইপুর ইন্দ্রবদন ঝা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। মোট ১২টি বোমা উদ্ধার হয়েছে। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় বোমা উদ্ধার যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল। রুকসানা বেগম নামে এক মহিলার বাড়ি থেকে উদ্ধার হয় বোমাগুলি। তবে কে বা কারা এই বোমা সেখানে রেখে গেল সে বিষয়ে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ।

ধর্ষণের অভিযোগে ধৃত বিএসএফ কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার বাগদা ব্লকের জিতপুর সীমান্তে রাতে কর্তব্যরত দুইজন সীমান্তরক্ষী ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়। সূত্রের খবর, এদিন জিতপুর সীমান্তে রাতে বিএসএফের ৬৮ ব্যাটেলিয়নের ভারতীয় ভূখণ্ডেই প্রহরারত এই দুই বিএসএফ কর্মীর হাতে ধরা পড়েন। পরে তাকে ক্যাম্পে নিয়ে যাবার পথে এই জওয়ানরা তাকে ধর্ষণ করে। এই মর্মেই বাগদা থানায় এই মহিলা অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগে মহিলা আরও জানান, তার কোলের

দুজন জওয়ান আলতাফ হোসেন ও এএসআইএসসি চেরো প্রহরারত ছিল। রাত প্রায় এগারোটা নাগাদ উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসতের বাসিন্দা ২২ বছর বয়সী এক মহিলা তার দু বছরের শিশু সন্তান সহ জিতপুর সীমান্ত দিয়ে চোরাই পথে বাংলাদেশের সাতক্ষীরা জেলায় বসবাসরত তার স্বামীর কাছে যাবার চেষ্টা করেন। এসময় শিশু সন্তানকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে তারা তাকে পাশবিক নির্যাতন করে। পুলিশের পক্ষ থেকে ওই ধর্ষিতাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ধর্ষিতার অভিযোগের ভিত্তিতে, পুলিশ এই দুই অভিযুক্ত জওয়ান, আলতাফ হোসেন ও এএসআই এস পি চেরোকে গ্রেপ্তার করে বলে বাগদা থানার পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

খুনিকে নিয়ে খুনের ঘটনার পুনঃনির্মাণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রকাশ্য দিবালোকে খুনের ঘটনায় খুনিকে নিয়ে পুনঃনির্মাণ করলো পুলিশ। যা দেখতে ভিড় জমিয়েছে আশপাশের মানুষজনরা। খুনের ঘটনার পুনঃ নির্মাণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন স্থানীয় মানুষজনরা। গত ৭ জুলাই ক্যানিং থানার গোপালপুর পঞ্চায়েতের ধর্মতলা এলাকায় খুন হন তিন তৃণমূল কর্মী। প্রথমে তাদেরকে গুলি করা হয়, তারপর জেলার পুলিশ সুপার মিসেস পুষ্পা। রফিকুল পুরো ঘটনার পুনঃনির্মাণ করে দেখায় জেলা পুলিশ সুপারের সামনে। এর ফলে তদন্তকারী অফিসারদের ঘটনা তদন্ত করতে যথেষ্ট সাহায্য হবে বলে মনে করছেন পুলিশ আধিকারিকরা। পুলিশের তরফ থেকে এই ঘটনার সময়ে মোতায়েন করা হয়েছিল ব্যাপক পুলিশ বাহিনী। যাতে রফিকুল কোনওভাবে পালিয়ে

ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয় রাস্তার মাঝে। মূলত একুশে জুলাই এর প্রস্তুতি মিটিংয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে খুন করে একদল দুষ্কৃতী। এই ঘটনায় নাম ওঠে এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতি রফিকুল সর্দারের। রফিকুল সরদারের সঙ্গে এই ঘটনায় যুক্ত ছিল আরো বেশ কয়েকজন। পরে খুনের ঘটনায় তদন্ত নেমে পুলিশ প্রাথমিক ভাবে তিনজনকে গ্রেফতার করে। এরপর গত বুধবার কেরালা থেকে গ্রেফতার করা হয় রফিকুলকে। তারপর তাকে ট্রানজিট রিমান্ডে নিয়ে আসা হয় ক্যানিং। এরপর পুলিশ আলিপুর আদালতে তোলার পর ১০ দিন পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। পুলিশ হেফাজতে নেওয়ার পর থেকে তাকে দফায় দফায় চলছে জেরা। বুধবার সেই খুনের ঘটনার পুনঃ নির্মাণ করা হয়। সেই সময় এলাকায় উপস্থিত হন বারুইপুর যেতে না পারে তার জন্য চারিদিকে ঘিরেও রাখা হয় পুলিশ দিয়ে। তবে এই ঘটনায় ব্যবহৃত অস্ত্রগুলি এখনো উদ্ধার করতে পারিনি পুলিশ।

তবে পুলিশের জেরাতে এবং ঘটনাস্থলে গিয়ে রফিকুল জানান, প্রথমে একটি ঝিঙা বাগানের মধ্যে লুকিয়ে ছিল সে। তারপর স্বপন মাঝি আসছে সেই খবর পাওয়ার পর বন্দুকসহ দলবল নিয়ে বেরিয়ে পড়ে বাগান থেকে। একেবারে সামনে থেকেই গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে স্বপন মাঝি। এরপর তাকেই কোপানো হয়। অন্য দুই সঙ্গী ছুটে পালানোর চেষ্টা করলে তাদেরকেও খুন করা হয়। এরপর তারা ফাঁকা রাস্তা দিয়ে অন্যপাড়ায় পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে গিয়ে এমনটাই তদন্তকারী অফিসারদের এমনটাই জানান রফিকুল।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, ৩ সেপ্টেম্বর – ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২২

নাগরিক নিরাপত্তা

ঘটনা এবং দুর্ঘটনা দুটোই মানুষের হাতে নেই। কিন্তু হাতে থাকে নেপথ্য বিশ্লেষণের সক্ষমতা। টাইটানিক সমুদ্রে ডুবে যায়। মানবসভ্যতা শিক্ষা নিয়েছে সে ঘটনা থেকে। চন্দ্রায়ণ থেকে মঙ্গলায়ণ সব ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা শিক্ষা জুগিয়েছে যুগে যুগে। প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক কালের সংবাদপত্রে নানা অপ্রীতিকর ঘটনা ও দুর্ঘটনার ঘাতপ্রতিঘাত। ছোট্ট একটি সংবাদ, বহুতল থেকে নাবালক রাজমিস্ত্রীর পড়ে গিয়ে অপমৃত্যু। শিশু শ্রমিক আইন আছে। সে আইনকে ফাঁকি দেবার মানুষজনও কম নেই। অভাবের কারণেই প্রায় সারা দেশের মতো এ রাজ্যেও পরিযায়ী শ্রমিকের মতো শিশু শ্রমিক ও শিশু শ্রমের তথ্য–হিসেব নেই।

গৃহ সহায়ক ও গৃহ সহায়িকাদের ক্ষেত্রে শিশু শ্রম লাঞ্ছিত হলেও তাদের জীবন জীবিকার ক্ষেত্রে তাদের পক্ষে আশীর্বাদ। অভাবের কারণেই বাবা মা শত মানসিক কষ্ট সত্ত্বেও অর্থ উপার্জনের তাগিদে তুলে দেন 'কাজে'। দক্ষিণ কলকাতায় অজস্র বহুতল নির্মাণে বহু নির্মাণকর্মী প্রাণ হারিয়েছেন বলে অভিযোগ।

রাজ্যের আকাশ সীমা বিশেষ করে শহরে দ্রুত বদলে যাচ্ছে বহুতলের বদান্যতায়। সাম্প্রতিক পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে করোনা পর্বের পরে নানা আশঙ্কাকে মিথ্যা প্রমাণ করে 'রিয়াল এস্টেটের' ব্যবসা উর্দ্ধমুখী। গৃহ ঋণের সুদ কিংবা নির্মাণ সামগ্রীর মূল্য বেড়ে গেলেও ভাটা পড়েনি ভালো বাসার খোঁজে সাধারণ নাগরিক সমাজের আগ্রহ। শিশু শ্রমিক এবং সাধারণ শ্রমিক কূলের নিরাপত্তার পাশাপাশি সাধারণ নাগরিক কূলের নিরাপত্তার বিষটিও গুরুত্বপূর্ণ। অতি সম্প্রতি প্রবীন কাউন্সিলর রাম প্যায়ারে রামের পুত্রের পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল কলকাতা শহরের বেহাল রাস্তার অবস্থা। মহেশতলার বিখ্যাত সম্প্রীতি উড়ালপুলে উঠতে গেলে পর্ণশ্রী তারাতলার দিক থেকে রাস্তা বেশ কিছুটা অংশ সারা বছর বিপদসঙ্কুল। বিস্ময়কর ব্যাপার যে, শুধু সাধারণ নাগরিকই নন শাসক বিরোধী দলের বহু নেত্রী যাতায়াত করেন ওই পথে। কিন্তু সে রাস্তার হাল ফেরে না। আলিপুর বার্তা এ সম্পর্কে সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে একাধিকবার। তবু কলকাতা এবং শহরতলির বহু পথ মানুষের নিরাপত্তাকে প্রশ্ন চিহ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে। বেহালার বিদ্যাসাগর হাসপাতালের আশেপাশে রাস্তা গলি বেআইনি পার্কিংয়ের দাপটে নাজেহাল। বিশেষ করে স্কুটারের ভিড় অপরিসর বাজার চত্বরকে আরও বিপজ্জনক করে ফেলেছে। এক্ষেত্রেও নাগরিক নিরাপত্তার প্রশ্ন হয়ে উঠেছে অবান্তর। এ নিয়ে প্রভাবশালীদের দিকে অভিযোগের আঙুল উঠেছে। দুর্গাপুজোর এক মাস আগেই মণ্ডপ বাঁধা হয়েছে কোথাও রাস্তা আটকে কোথাওবা রাস্তাকে অপরিসর করে। উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা সর্বত্রই একই দৃশ্য। সেখানেও স্থানীয় প্রভাবশালীদের দাপট। গৃহনির্মাণ সামগ্রী ফুটপাথ ছাপিয়ে চলে এসেছে গাড়ি চলাচলের রাস্তায়। ভ্রুক্ষেপ কিংবা নজরদারি নেই কারোর। যখন পথ দুর্ঘটনা কিংবা বহুতলের কোনও নির্মাণ শ্রমিকের প্রাণহানি হয় তখনই এক টুকরো সংবাদ স্থান পায় বহুল প্রচারিত সংবাদ মাধ্যমে। নাগরিক নিরাপত্তা নিয়ে সুশীল সমাজের পাশাপাশি রাজনীতির ক্ষমতাশালীরা ভাবনার অবকাশ পান না। একমাত্র প্রত্যাশা প্রশাসন। প্রশাসনের এখন ব্যস্ততা বহুমুখী। বিশেষ করে রাজনৈতিক উৎসব অনুষ্ঠান, ক্ষোভ বিক্ষোভ এবং সময় মতো দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে যাবার তাগিদ। নাগরিক নিরাপত্তা তাই কাগজে কলমে যতটা সজীব ততটাই নিরবতা বাস্তব ক্ষেত্রে এই অভিজ্ঞতা সাধারণ নাগরিকদের। থানা পুলিশ আইন আদালত সবই আছে তবু সেই ঘটনা কিংবা দুর্ঘটনার দায় শুধুমাত্র সেই সব পরিবারগুলি আজীবন চোখের জলে উপলব্ধি করে যায়। সরকার আসে সরকার যায় শুধুমাত্র সময়ই হারানোর যন্ত্রণা ক্ষত লঘু করে।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র আঠার

অগ্নে নয় সুপৃথা রায়ে অস্মান্
বিশ্বানি দেব বয়ুনানি বিদ্বান্।
যুয়োধ্যস্মজ্জুহুরাণমেনো ভূয়িষ্ঠাং
তে নমউক্তিং বিধেম।।১৮।।

অগ্নে– হে অগ্নিসম শক্তিমান ভগবান; নয়– কৃপা করে পরিচালিত করুন; সুপথা– সঠিক পথের দ্বারা; রায়ে– আপনাকে প্রাপ্ত হওয়ার জন্য; অস্মান্– আমাদিগকে; বিশ্বানি– সমস্ত; দেব– হে দেব; বয়ুনানি– কার্যাবলী; বিদ্বান– জ্ঞাতা; যুয়োধি– কৃপা করে দূর করুন; অস্মৎ– আমাদের থেকে; জুহুরাণম্– পথের প্রতিবন্ধকগুলি; এনাঃ– সকল পাপসমূহ; ভূয়িষ্ঠাম– বার বার; তে– আপনাকে; নমঃ উক্তিম– প্রণাম উক্তি; বিধেম– আমি করি।

অনুবাদ

হে ভগবান! আপনি অগ্নিসম তেজস্বী, সর্বশক্তিমান, এখন আপনাকে অসংখ্য সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত নিবেদন করি। হে পরম করুণাময়! আপনি আমাকে যথাযথভাবে চালিত করুন। যাতে পরিণামে আমি আপনাকেই প্রাপ্ত হই। আপনি আমার অতীত কর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবগত, তাই কৃপা করে পরমার্থ লাভের অগ্রগতির পথে প্রতিবন্ধক স্বরূপ পূর্ব পাপকর্মের ফল থেকে আমাকে মুক্ত করুন।

তাৎপর্য

অন্যান্যদের ক্ষেত্রে কর্ম অনুষ্ঠানের বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও কর্মীর নিজে দায়িত্বে ভগবান সম্মতি প্রদান করেন। কিন্তু ভক্তের ক্ষেত্রে, ভগবান তাঁকে এমনভাবে নির্দেশ দেন, যে, তিনি কখনও ভুলভাবে কর্ম করেন না। তাই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে–

স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ।

ফেসবুক বার্তা

কলকাতার দুর্গাপুজোর 'ইউনেস্কো স্বীকৃতি' পাওয়ায় পুরো কৃতিত্ব, গবেষক তপতী গুহ ঠাকুরতার। ইউনেস্কোর সঙ্গে যোগাযোগ করে ইউনেস্কোর ফর্ম-ফিলাপ করে দুর্গাপুজোর ২০টি ছবি ও ১টি ভিডিও মেল করে পাঠিয়ে জানানো, সবটাই করেছেন কলকাতার সেন্টার ফর স্টাডিস ইন সোশ্যাল সায়েন্সের ডাইরেক্টর-প্রফেসর তপতী গুহ ঠাকুরতা। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রফেসরও ছিলেন। ২০০৩ সাল থেকে তিনি দুর্গা পুজো নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

তারপরেই ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পায় কলকাতার দুর্গা পুজো। যার পিছনে সম্পূর্ণ কৃতিত্ব তপতী গুহ ঠাকুরতার।

উলঙ্গ–রাজনীতি, লজ্জাবনত জনগণ

নির্মল গোস্বামী

আর্ট কলেজে ছাত্রদের 'ন্যুড অ্যান্ড স্কেলিটন' নামে একটা চ্যাপ্টার শেখানো হয়। সেখানে শিল্পীর কল্পনা বা রঙের খেলার কোন গুরুত্বই থাকে না। থাকে শুধু নগ্ন বাস্তবের নগ্নতা। 'আর্ট ফর আর্ট সেক'এর জন্য এইসব শিল্প অঙ্কণের অপরিসীম গুরুত্ব আছে। আমরা জানি শিল্পীর নিপুনতায় শিল্প মহিমাময় হয়ে ওঠে। বিষয় শিল্পীকে প্রভাবিত করতে পারে না। তন্বী যুবতীর নগ্ন শরীর কিংবা যুবকের নগ্ন শরীর তাদের শিল্পের মাধ্যম হয়ে ওঠে। ঘন্টার পর ঘন্টা যুবতীর উলঙ্গ শরীর দেখতে দেখতে শিল্পীর মনের প্রতিক্রিয়ার খবর প্রকাশ পায় না। কারণ তিনি শিল্পী, তিনি স্রষ্টা, স্রষ্টাকে নির্বিকার থাকতে হয়।

কিন্তু শিল্প রসিক কিছু সমঝদার মানুষ ছাড়া আমজনতার দরবারে ন্যুড চিত্র অন্য অর্থ বহন করে আনে। কামোদ্দীপক অশ্লীল চিত্র বলে সে সবকে সহজেই দাগিয়ে দেয় তারা। সে সব ছবির দিকে বেশিক্ষণ তাকাতে লজ্জা করে। আমাদের প্রাচীন দেব মন্দির গাত্রে যে সব যৌন উপভোগের চিত্র ভাস্কর্য আছে তা পরিবার পরিজনদের নিয়ে দেখতে লজ্জা পাই আমরা। প্রশ্ন আসে কেন এই লজ্জা? জীবনের সার সত্য, চলমান জীবন স্রোতকে বজায় রাখতে হলে যৌন কর্মই একমাত্র উপায়। অথচ প্রকাশ্যে সেটাকে আনতে আমরা লজ্জা পাই। নগ্নতাকে আমরা সমাদর করি গভীর গোপনে সংগোপনে। নির্জন অন্ধকারের গর্ভে নগ্নতা সীমাবদ্ধ থাকুক এটাই সভ্যতার বার্তা। সব সত্য প্রকাশ্যে এলে অনেক সময় বিড়ম্বনা বাড়ে। তাই তা থাকে মানুষের মনে চিন্তায়। প্রকাশ পেলে অসভ্যতার শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে মাথায়। সমাজ স্বীকৃত ভব্যতার পাঠ অজান্তে মনের গভীরে শিকড় চালিয়ে দেয়। আমরা পোশাক প্রথমত পরি লজ্জা নিবারণের জন্য। তারপরে আসে সৌন্দর্যের প্রশ্ন।

এই পোশাক শুধু শরীরের আচ্ছাদন নয়। এমন অনেক বিষয় সমাজে বর্তমান আছে যা পোশাকাবৃত। আমরা সেই পোশাকসহ বিষয় নিয়ে সন্তুষ্ট থাকি। ভিতরের অবয়ব দেখার প্রয়োজন বোধ করি না। এই সে মা দুর্গার আগমন তিথি সমাগত। মায়ের বিশ্বজনীন মনোলোভা রূপ দেখে আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা প্রার্থনা সব উপচে পড়ে। কিন্তু মায়ের মৃন্ময়ী মূর্তির পিছনে যে বাঁশের কাঠামো থাকে তা আমরা ভুলেই থাকি। কারণ ওই কাঠামোতে আমাদের ভক্তির উদ্রেক হবে না। জানা বিষয় থাকে অজানার ভানে।

যেমন কেষ্টার শরীরে কোথায় কতটুকু অক্সিজেন যায়, তার খবর যিনি রাখেন তিনি কি জানেন না কেষ্টা কত টাকা কামাচ্ছে? তিনি

সব জানেন, তবুও না জানার ভান করে থাকতে হয়। আবার কেষ্টোর পাশেও দাঁড়াতে হয়। কারণ লক্ষ লক্ষ কর্মী সমর্থক আছে, তাদের মনে জিজ্ঞাসা আছে, সন্দেহ আছে, তাকে তো নিরসন করতে হবে। সব সত্য প্রকাশ পেলে মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। তাই ভানই হল হাতিয়ার। দলের দুনম্বর ব্যক্তির ব্যক্তি জীবন কেমন এক নম্বর জানেন না। মানুষের ব্যক্তি জীবনটাই মানুষের আসল পরিচয়। একটা মানুষ ব্যক্তি জীবনে সৎ আর রাজনৈতিক জীবনে অসৎ কিংবা যদি উল্টোটা ধরি যে মানুষটা রাজনৈতিক জীবনে সৎ আর ব্যক্তি জীবনে অসৎ, এটা হতে পারে না। এটা সোনার পাথর বাটির মতো বিষয় হবে। তাই যাকে দু নম্বর স্থান দেওয়া হবে দলে, তার ব্যক্তি জীবনের পরিচয়টাই বড় হওয়া উচিত। কিন্তু না জেনে বুঝে শুধু মিছিলে পা মেলালেই দলের দু নম্বর নেতা হওয়া যায় না। এখানেও সব জানা সত্ত্বেও না জানার ভান করে দল চালাতে হয়। কারণ বোধ হয় প্রকৃত সৎ সহকর্মীর অভাব।

যারা কয়লা, গরু, পাথর, বালি পাচারে যুক্ত তারা জানত কোন নেতা কত টাকা খায়। শেষ পর্যন্ত কার কাছে কার টাকা যায়। তারা তো না জানার ভান করবেই। আবারো যারা চাকরি কিনছে এবং যারা চাকরি বেচেছে তারাও সব জানত। কিন্তু বাকি জনগণ বা সমর্থক তারা তো সবটা জানত না। নেত্রীকে বিশ্বাস করে সততার রসে জারিত তারা। তারা যখন প্রচার মাধ্যমে খবর দেখে তখন তাদের প্রতিক্রিয়া হয় মারাত্মক। পার্থর বান্ধবীর বাড়িতে টাকার পাহাড়, সোনার স্তূপ যখন সাধারণ মানুষ দেখে তখন শুধু পার্থর উপর রাগ হয় ভাবলে ভুল ভাবা হবে। পার্থ–অনুব্রতকে ঘিরে যে রাজনীতির চালচিত্রটা প্রকাশ পাচ্ছে বিশেষ করে তৃণমূল কংগ্রেসের, তা ওই নগ্ন চিত্রের মতো। এতোদিন মানুষ জানত যে এই সরকার শুধু খেলা, মেলা মোচ্ছব করে বেড়ায়। কিন্তু গরীব কল্যাণ কিছু স্কিম আছে সরকারের। তাই সমর্থন। এতো দিন মানুষ জানত যে গ্রামের নেতারা পরিষেবা দেয় কাটমানির বিনিময়ে। গ্রামের মানুষ পাড়ার বাসিন্দারা সব জানত। জবকার্ডে কত কমিশন, ঘর পেতে গেলে কমপক্ষে দশ হাজার, বিধবা ভাতা, বার্ধক্য ভাতা, কৃষি লোন সব কিছুর দাম দিতে হয়। এবং তা নেয় গ্রামের পরিচিত নেতারা। যারা রাজনীতি করে খায়। পঞ্চায়েত সদস্য তো মাইনে পায় না, তারই বা কি করে চলবে? এই যুক্তিতে পরিষেবা কেনাটা মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু অনুব্রতের সম্পত্তি আর পার্থর টাকা গয়না দেখে সেই সব গা গঞ্জের মানুষ অবাক হয়ে গেছে। মন্ত্রীরা মোটা মাইনে পায়– সমস্ত রকম সরকারি সুযোগ পায় তারপরও এতো খিদে। তারা ভাবছে শুধু দুজন খাচ্ছে বাকিরা সব বসে বসে দেখছে তা তো নয়। বাকিরাও সুযোগ সুবিধা মতো কম বেশি খাচ্ছে। যদি না খেতো তা হলে পার্থ, অনুব্রতকে ধরতে সেন্ট্রাল এজেন্সির দরকার পড়ত না। রাজ্য সরকারের পুলিশ গোয়েন্দারা এর আগেই ধরত। সম্প্রতি ইদ্রিশ আলির ঘটনা থেকে জানা যাচ্ছে যে, দলের পদও দু তিন লাখ টাকায় বিক্রি হয়েছে। এতো ঠিক কথা, নির্বাচনে জিততে হয়নি, তোমাকে প্রধান করবে দল, দলকে তার মূল্য দিতে হবে না! কান পাতলে শোনা যায় এখানেও ডাক উঠেছে ৫, ১০ লাখ। মানুষ ভাবছে শুধু গ্রামের নেতারা নয় শহরের নেতারাও কামাইবাজ।

দেশের সেবা, জনগণের হিতার্থে যারা জীবনপাত করে, সেই সব নেতাদের ছবি মানুষের ঘরে টাঙিয়ে রাখত। পুজো করত,বর্তমানে বোঝা যাচ্ছে নেতারা সব খড়ের কার্তিক। এতোদিন রং-চঙে ছিল। এখন তদন্তের ফলে রং মাটি ধুয়ে খড় বের হয়ে পড়েছে। দুর্নীতিবাজ নেতারা হরবকত রঙ পাল্টাচ্ছে। যারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের কথা বলছে তারাই দুর্নীতি পরায়ন নেতাকে দলে নিচ্ছে। ফলে সব শেয়ালের এক 'রা' হয়ে যাচ্ছে। অতীতেও রাজনীতিতে দুর্নীতি ছিল কিন্তু তা এমন ব্যাপক নগ্নভাবে নয়। বর্তমানে রাজনীতি যেন পোশাক খুলে উলঙ্গ হয়ে নাচানাচি করছে। যা আমরা দেখতে অভ্যস্ত নয়। এই ভয়ংকর রূপ দেখে মানুষ ভয়ে শিউরে উঠছে। নয় তো লজ্জায় মুখ ঢাকছে। না দেখার ভান করে আর সান্ত্বনা পাওয়া যাচ্ছে না। চক্ষু লজ্জা নেতাদের নেই। কিন্তু জনগণের আজও আছে তাই রাজনীতির উলঙ্গ চিত্রকরদের তারা ভয় পান।

চিকিৎসা পরিষেবা খতিয়ে দেখতে মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বর্ষার আগে পরে স্বাভাবিকভাবেই রোগ বালাইয়ের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। মানুষের পাশাপাশি জীবজন্তুদের ক্ষেত্রেও একই রকম পরিস্থিতি তৈরি হয়। এছাড়াও এসময় পথেঘাটে বিষধর সাপ সহ বিষাক্ত কীটপতঙ্গের উপদ্রব তো রয়েইছে। এমতাবস্থায় পূর্ব বর্ধমান জেলাজুড়ে সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র তথা হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসা পরিষেবা কেমন চলছে সেটা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে ধারাবাহিক পরিদর্শনে নেমেছেন রাজ্যের প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। ইতিমধ্যেই তিনি বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিদর্শন করেছেন। এই সুবিশাল মেডিকেল কলেজ তথা ব্যস্ততম হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ পরিদর্শনের সময় তিনি এখানকার কিছু পরিকাঠামোর আরও উন্নতির প্রসঙ্গে একাধিক পদক্ষেপ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। একইসাথে হাসপাতালের বিশাল চত্বর ঘুরে দেখে তিনি সকলকে সর্বত্র পরিচ্ছন্ন পরিবেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। মন্ত্রী পূর্বস্থলী ১ নং ব্লকের শ্রীরামপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র একাধিকবার পরিদর্শন করে সেখানকার চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামোগত উন্নতির জন্য নানাবিধ উদ্যোগ নিয়েছেন। কালনা মহকুমা হাসপাতালের ওপর পূর্ব বর্ধমান সহ পার্শ্ববর্তী নদিয়া এবং হুগলি জেলার

বিস্তীর্ণ এলাকার অসংখ্য মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবার জন্য নির্ভর করতে হয়। এখানে সুপারস্পেশালিটি চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ থাকায় স্বাভাবিকভাবেই রোগীর চাপ ক্রমবর্ধমান। মন্ত্রী সম্প্রতি এই হাসপাতাল পরিদর্শনে গিয়ে সেখানকার বিভিন্ন বিভাগের খুঁটিনাটি বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেন। তিনি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রোগীর খাবারের মান যথাযথ আছে কিনা তা রন্ধনশালায় গিয়ে নিজের হাতে পরখ করেছেন। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকানে গিয়েও বিভিন্ন দিকের খোঁজখবর নেন। এরই পাশাপাশি বিভিন্ন ওয়ার্ডে গিয়ে তিনি একাধিক রোগীর সঙ্গে কথা বলে চিকিৎসা পরিষেবা সম্পর্কে নানাবিধ বিষয় জিজ্ঞেস করেন। রাজ্য সরকারের হাইপ্রোফাইল ব্যক্তি তথা মন্ত্রীর এমনতর ধারাবাহিক পরিদর্শনে স্বাভাবিকভাবেই জেলাজুড়ে স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির কর্তাব্যক্তিদের তৎপরতা আরও বেড়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে দাবি করা হয়েছে। যদিও ভুক্তভোগী মানুষের একাংশের অভিযোগ, সরকারি হাসপাতালগুলির বাইরেরটায় চাকচিক্য বাড়লেও চিকিৎসা পরিষেবার অনেকে ক্ষেত্রে এখনও উন্নতি হয়নি। এখনও কথায় কথায় রোগীকে কার্যত রেফার করে দেওয়ার প্রবণতা রয়ে গিয়েছে। ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় অনেক ওষুধই মেলে না। জেলার হাসপাতাল সহ স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে পর্যাপ্ত চিকিৎসক না থাকায় রোগীদের দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। কাটোয়া মহকুমা হাসপাতালেতো চিকিৎসা পরিষেবা সহ বেনিয়ম নিয়ে গুরুতর অভিযোগ ওঠা কার্যত রুটিনমাফিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা নিয়ে সাধারণ মানুষের অনেকেই বেশ ক্ষুব্ধ। সামনেই শারদ উৎসবের মরসুম। এমন সময় জেলাজুড়ে হাসপাতালগুলির বিভিন্ন চিকিৎসা পরিষেবা সহ পরিকাঠামো যাতে যথাযথ থাকে তার দিকে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর সজাগ দৃষ্টি রেখেছে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে।

দেশ দেশান্তরে

পাল্টা হামলার প্রতিশ্রুতি

প্রণব গুহ

রাশিয়া ইউক্রেনের যুদ্ধ কি এবার ফিরে আসতে চলেছে চীন–তাইওয়ান সংঘাতের আবহে। মার্কিন নিম্ন পক্ষের স্পিকার চীনের হুমকি অগ্রাহ্য করে তাইওয়ানে পা রাখতেই জ্বালা ধরেছে চীন প্রশাসনের। তাইওয়ানকে নিজেদের বলে মনে করা চীন উচিত শিক্ষা দিতে চায় তাইওয়ানকে । তাইওয়ান গত বুধবার বলেছে যে চীনের সশস্ত্র বাহিনী তার ভূখণ্ডে প্রবেশ করলে তারা আত্মরক্ষা এবং পাল্টা আক্রমণের অধিকার প্রয়োগ করবে, কারণ বেইজিং গণতান্ত্রিকভাবে শাসিত দ্বীপের কাছে সামরিক তৎপরতা বাড়িয়েছে।

তাইপেই সরকারের তীব্র আপত্তির বিরুদ্ধে তাইওয়ানকে নিজেদের বলে দাবি করে বেইজিং, মার্কিন হাউস অফ রিপ্রেজেন্টেটিভের স্পিকার ন্যান্সি পেলোসির তাইপে সফরের প্রতিক্রিয়ায় এই মাসে দ্বীপের চারপাশে সামরিক মহড়া করেছে চীন।

তাইওয়ানের প্রতিরক্ষা কর্মকর্তারা বলেছেন যে তাইওয়ানের কাছে চীনের উচ্চ তীব্রতার সামরিক টহল অব্যাহত রয়েছে এবং তাইওয়ান প্রণালীকে দুই পক্ষকে আলাদা করে অভ্যন্তরীণ সমুদ্র করার বেইজিংয়ের অভিপ্রায়ে এই অঞ্চলে অস্থিতিশীলতার প্রধান উৎস হয়ে উঠবে।

তাইওয়ানের ডেপুটি চিফ অফ জেনারেল স্টাফ অপারেশনস এবং পরিকল্পনা লিন ওয়েন–হুয়াং সাংবাদিকদের বলেন, আমাদের ১২ নটিক্যাল মাইল সমুদ্র ও আকাশ অঞ্চলে প্রবেশকারী বিমান এবং জাহাজগুলির জন্য, জাতীয় সেনাবাহিনী ব্যতিক্রম ছাড়াই আত্মরক্ষা এবং পাল্টা আক্রমণের অধিকার প্রয়োগ করবে। তাইওয়ান অভিযোগ করেছে, চীনা ড্রোন বারবার চীনের উপকূলের কাছে তার ছোট ছোট দ্বীপের কাছে উড়ছে। লিন যোগ করেছেন, সামরিক বাহিনী চীনা ড্রোনগুলিকে পাল্টা আক্রমণ করার একই অধিকার প্রয়োগ করবে যারা হুমকি দেওয়ার পরে তাইওয়ানের ভূখণ্ড ছেড়ে যাওয়ার সতর্কবার্তায় মনোযোগ দেয় নি।

তাইওয়ান গত মঙ্গলবার প্রথমবারের মতো একটি চীনা ড্রোন লক্ষ্য করে সতর্কীকরণ গুলি চালায় প্রেসিডেন্ট সাই ইং–ওয়েন সামরিক বাহিনীকে চীনের উস্কানিকে অভিহিত করার বিরুদ্ধে শক্তিশালী পাল্টা ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়ার পরপরই। তাইওয়ানের সেনাবাহিনী বলেছে যে তার বাহিনী বুধবার চীনের জিয়ামেন এবং কোয়ানঝো শহর থেকে উপকূলে অবস্থিত কিনমেন চেইনের ড্রোন গুঞ্জনকারী দ্বীপগুলিতে আবারও সতর্কীকরণ শট এবং অগ্নিশিখা ছুঁড়েছে। ড্রোনগুলি তারপর জিয়ামেনে ফিরে যায়। চীনা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ঝাও লিজিয়ান নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে বেইজিংয়ের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে তাইওয়ান চীনের।

তিনি বলেছিলেন, প্রথমে আমি আপনাকে বলতে চাই, তাইওয়ান চীনের একটি প্রদেশ, এর কোনো তথাকথিত প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নেই। তাইওয়ান কর্তৃপক্ষ তাদের নার্ভাসনেস খেলছে, এটি অর্থহীন । সপ্তাহের শুরুতে, মন্ত্রক ড্রোন হয়রানি সম্পর্কে তাইওয়ানের অভিযোগগুলিকে বিভ্রান্তির মূল্য নয় বলে খারিজ করেছিল।

একই ব্রিফিংয়ে, ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি মিলিটারি আকাদেমির একজন পরিচালক মা চেং–কুন বলেছেন, চীন তার অনুমতি ছাড়াই প্রণালী দিয়ে বিদেশী নৌ জাহাজের উত্তরণ প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তিনি বলেছিলেন। নতুন সামরিক স্বাভাবিক অবস্থা একত্রিত হওয়ার পরে, বিদেশী নৌ জাহাজগুলি নৌচলাচল এবং স্বাধীনতার অধিকারের উপর জোর দিলে সংঘর্ষের ঝুঁকি বাড়বে । হোয়াইট হাউসের জাতীয় নিরাপত্তার মুখপাত্র জন কিরবি সাংবাদিকদের বলেছেন, চীন যেভাবে তাইওয়ানের চারপাশে স্থিতাবস্থাকে স্থায়ীভাবে পরিবর্তন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তা মেনে নেবে না। কিরবি গণপ্রজাতন্ত্রের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাইওয়ানের নেতারা যে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তা বোধগম্য, আক্রমণাত্মক, দৃঢ়তাপূর্ণ। মার্কিন যুদ্ধজাহাজ এবং ব্রিটেন ও কানাডার মতো মিত্র দেশগুলি থেকে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে নিয়মিতভাবে তাইওয়ান প্রণালী দিয়ে যাত্রা করেছে, যার মধ্যে গত সপ্তাহে দুটি মার্কিন নৌবাহিনীর যুদ্ধজাহাজ রয়েছে। চীন দ্বীপটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে শক্তি প্রয়োগের বিষয়টি উড়িয়ে দেয় নি। তাইপেই বেইজিংয়ের সার্বভৌমত্বের দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছে যে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন কখনোই দ্বীপটি শাসন করেনি এবং শুধুমাত্র তাইওয়ানের জনগণ তাদের ভবিষ্যত নির্ধারণ করতে পারে।

আমরা প্রায় এক বছর ধরে ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার আগ্রাসী মনোভাব লক্ষ্য করছি। রাশিয়ার কথায় উঠতে বসতে হবে এই ছিল ইউক্রেনের ওপর রাশিয়ার হুমকি। তা না করায় সরাসরি আক্রমণের পথে গিয়েছিল রাশিয়া। যদিও আমেরিকা ব্রিটেন সহ একাধিক ইউরোপীয় দেশকে পাশে পেয়েছে ইউক্রেন তাই রাশিয়ার পক্ষে ইউক্রেনকে কব্জা করা অতো সোজা হয়নি। এবার সেই একটি পরিস্থিতি দেখা যেতে পারে 'চীন–তাইওয়ান' সংঘাতে। এখানেও আমেরিকা ইতিমধ্যেই তাইওয়ানকে অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। ফলে চীনা আগ্রাসনের বিরুদ্ধে আরও একটা সামরিক উদ্যোগ ঘটতে পারে অদূর ভবিষ্যতে।

হেরিটেজ অনুষ্ঠানে দেবী উত্থান

পিআইবি : কলকাতার দুর্গাপুজোকে সাংস্কৃতিক হেরিটেজ তকমা দিয়ে ইতিমধ্যেই সোরগোল ফেলে দিয়েছে ইউনেস্কো। সেই করে কলকাতার সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত শর্মিলা বিশ্বাস ও তাঁর সম্প্রদায়। নৃত্যের মাধ্যমে বিভিন্ন কোরিওগ্রাফিতে

উপলক্ষে সাংস্কৃতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির এক কর্মশালা উদ্বোধন হল দিল্লির ন্যাশনাল মিউজিয়ামে। দুর্গা পুজোর মূল ভাবনাকে তুলে ধরতে সেখানে 'দেবী উত্থান' শীর্ষক এক নৃত্যানুষ্ঠান পরিবেশন নারী শক্তির বিকাশ দেখে আপ্লুত হন উপস্থিত দশকরা। ইউনেস্কোর পক্ষে উপস্থিত ছিলেন সেক্রেটারি মিনিস্টার টিম কার্টিস, ডাইরেক্টর এরিক ফল্ট সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

পাঠকের কলমে

স্বদেশের কল্যাণ সাধনে আর্য়ুবেদিক চিকিৎসা

স্বদেশী জাগরণ মঞ্চ স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের উপর জোর দিয়ে নানা জায়গায় প্রচার করছেন। এটা প্রশংসাযোগ্য। তাঁরা স্বদেশী চিকিৎসার উপরও জোর দিয়ে প্রচার চালাচ্ছেন। তাঁদের উদ্যোগ তখনি সার্থক হবে যখন আয়ুর্বেদিক ঔষধ সহজে সুলভে পাওয়া যাবে। এমনিতেই কবিরাজি ওষুধ তৈরি করতে খরচ বেশি লাগায় দাম অন্যান্য ওষুধের চেয়ে কিছুটা বেশি হয়। এর উপর রয়েছে সরকারী তুঘলকীপনা

অ্যালোপ্যাথি কোম্পানির ইশারায় আয়ুর্বেদিক ওপর অদৃশ্য নো এন্ট্রি বোর্ড লাগানো হয়েছে। প্রয়াত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় অটল বিহারী বাজপেয়ীজির বিশেষ আগ্রহে আয়ুর্বেদিক প্রতিষ্ঠানগুলি মান্যতা পেয়েছিল এবং বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠানে

ওষুধ পরিবেশনের সুযোগ লাভ করেছিল। ক্রমশ এই ঔষধগুলির চাহিদা এতটা বেড়ে গিয়েছিল যে বিদেশী কোম্পানীগুলি আর সহ্য করতে পারছিল না। তাদের স্বভাব অনুযায়ী তারা আদালতের উপর প্রভাব বিস্তার করে অ্যালোপ্যাথ ডাক্তারদের আয়ুর্বেদের প্রবেশ সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেয়। এর সাথে সাথে শুরু হল স্বদেশী চিকিৎসার টুটি টিপে ধরা, বিদেশি কোম্পানি প্রভাব খাটিয়ে দেশি কোম্পানির উপর এক প্রকার নিষেধাজ্ঞা জারী করে বহু অল্প পুঁজির কোম্পানিকে বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর ফলে কবিরাজ ও কবিরাজী ওষুধ কোম্পানিগুলিতে লাল সঙ্কেত জ্বলে ওঠে। বিদেশি কোম্পানি কৌশলে দেশি শিল্পকে গিলে খেয়ে নেয়। বহু মানুষ এ কারণে বেকার হয়ে যায়। কেবল বেশি পুঁজির কোম্পানি যারা মোটা টাকার বিজ্ঞাপন দিতে সক্ষম তারা বেঁচে গেল কোনও মতে। বহু নামী দামি গুণ সম্পন্ন ওষুধ বাজার থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল। বহু রোগী এজন্য আদর্শ চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হয়ে গেল। বর্তমান সরকার শিল্পকে বাঁচিয়ে তোলার জন্য নানান ভাবে চেষ্টা করে চলেছেন। এই অবস্থায় আয়ুর্বেদিক ওষুধগুলি যদি নো এন্ট্রির বেড়া থেকে মুক্ত হতে পারে তবে নতুন উদ্যমে স্বদেশী চিকিৎসার চল যেমন হবে তেমনি বহু বেকার কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে এবং রোগীরাও ভাল প্রাকৃতিক চিকিৎসার গুণে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠবে। এ ব্যাপারে কেন্দ্র এবং রাজ্য উভয় সরকারকে সচেতন হতে হবে। স্বদেশি জাগরণ মঞ্চের সভ্যরা এ ব্যাপারে সচেষ্ট হয়ে উঠলে স্বদেশের কল্যাণ সাধন হবে।

ভাস্কর ঘোষ
এলাচি, নরেন্দ্রপুর।

আপনারাও চিঠি পাঠান আমাদের দফতরে। পাঠাতে পারেন ইমেলে, ফেসবুক ম্যাসেঞ্জারে বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

সমস্ত বক্তব্য পাঠকের নিজের, এতে সম্পাদক বা কর্তৃপক্ষ দায়ী নয়।

পূর্ব বর্ধমানে লালদুর্গ ফিরে পেতে মরিয়া সিপিএম

দেবাশিস রায় : লাগাতার রাজনৈতিক কর্মসূচি তথা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে পূর্ব বর্ধমানে হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিপিএম। ৩১ আগস্ট খাদ্য আন্দোলনের 'শহিদ দিবসে' বর্ধমান শহরে জেলাশাসকের দপ্তরে সিপিএমের 'আইন অমান্য' কর্মসূচির ঝাঁঝ দেখে জেলাবাসীর অনেকে এমনটাই মনে করছেন। রাজ্যের শাসকগোষ্ঠী একদা 'লালদুর্গ' বিধ্বস্ত হওয়ার পর সাংগঠনিকভাবে সিপিএম মানুষের মনে ছাপ ফেলতে পারলেও জনপ্রতিনিধিত্বের নিরিখে বামেরা কার্যত শূন্য। বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের কাছে এই শূন্যস্থান পূরণ করার বড়ো সুযোগ হল ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন। জেলার মূলত খেটে খাওয়া ছাপোষা মানুষগুলির কাঁধে ভর করে একদা যে সিপিএম রাজনীতির ময়দানে দাপিয়ে বেড়াত বিরোধীদের দুরমুশ করত আজ সেই তাদের কাছেই আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচন কার্যত অগ্নিপরীক্ষা। এই মুহূর্তে জেলাজুড়ে সিপিএম ও তাদের শাখা সংগঠনগুলি গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচি তথা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের উজ্জীবিত করতে সচেষ্ট। একইসঙ্গে তারা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইস্যুতে ব্যাপকতর জনমত গঠনের জোরদার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জেলাজুড়ে জনমানসে তারই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেস যখন বামেদের 'শূন্য' বলে লাগাতার কটাক্ষের তিরে বিদ্ধ করছে ঠিক তখনই সাধারণ মানুষের আলোচনায় সিপিএম ঘুরে ফিরে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। মাঠেঘাটে বিভিন্ন আড্ডায় অসংখ্য মানুষ বামেদের একদা ৩৪ বছরের শাসনকালের খারাপ-ভালো দিকগুলির সঙ্গে বর্তমানে কেন্দ্র-রাজ্যের শাসনকালের তুলনামূলক বিতর্কে তুফান তুলছেন। বুধবার বিকেলে বর্ধমান শহরে সিপিএমের কর্মসূচিতে প্রধান বক্তা হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এছাড়া আভাস রায়চৌধুরি, অচিন্ত্য মল্লিক, অমল হালদার, জেলা সম্পাদক সৈয়দ হোসেন

প্রমুখ শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন। নেতৃবৃন্দ এদিন তাঁদের ভাষণে কেন্দ্র ও রাজ্যে শাসনব্যবস্থার সমালোচনা করেন। একাধিক দুর্নীতি ও কেলেঙ্কারির উল্লেখ করে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে অলআউট আক্রমণ করেছেন পাশাপাশি কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপির একাধিক নীতি এবং গৃহীত সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। রাজ্য রাজনীতিতে একটা 'শূন্য' পাওয়া সিপিএমের এদিনের জমায়েতে যে পরিমান ভিড় হয়েছিল তা নিঃসন্দেহে অনেক ক্ষেত্রেই শাসকদলকে লজ্জায় ফেলে দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট। আর সেই ভিড় থেকেই এদিনের কর্মসূচির তাল কিছুটা কেটে গেল। সুবিশাল কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে একটা সময় সিপিএম কর্মী-সমর্থক আর পুলিশের মধ্যে অশান্তি শুরু হয়ে যায়। তারপর সংঘর্ষ, ভাঙচুর, ইঁট-পাটকেল নিক্ষেপ প্রভৃতি অপ্রীতিকর ও অনভিপ্রেত ঘটনায় রণক্ষেত্রে পরিণত হয় বর্ধমান শহরের রাজপথ। অশান্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে লাঠি ও কাঁদানে গ্যাসের শেল হাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী নেমে পড়ে। জেলা সিপিএম নেতৃত্বের দাবি, এদিনের ঘটনায় শতাধিক কর্মী সমর্থক আহত এবং ৩১ জন মহিলা সহ ১৭৩ জন পার্টি কর্মী-সমর্থক গ্রেপ্তার হয়েছেন। তবে, এদিনের কর্মসূচিতে শক্তি প্রদর্শন করতে গিয়ে সিপিএমকে কিছুটা বেকায়দায় পড়তে হলেও কিন্তু দলের নিচুতলার কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে ঘুরে দাঁড়ানোর একটা দৃঢ় প্রত্যয়ী মনোভাব প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। যা কিনা সাধারণ মানুষেরও নজর এড়ায়নি। তাঁদের একাংশের অভিমত, একটা সময় অবিভক্ত বর্ধমান জেলা লালদুর্গ ছিল। দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী সিপিএমের কাছে বিরোধী কোণঠাসা ছিল। এখন সেই হারানো ক্ষমতাই পুনরুদ্ধার করতে মরিয়া হয়ে উঠেছে সিপিএম। আর সেটা কতটা সম্ভবপর হবে তার প্রমাণ মিলবে আসন্ন ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে।

পুজোয় আয় বাড়াতে প্রশিক্ষণে ঝুঁকছেন বঙ্গের পুরোহিতরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণা যেমন, পুজোও তেমন'- বঙ্গজীবনের অঙ্গে বহুল প্রচলিত এমন একটি সরস প্রবাদের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে আমজনতা। দেব-দেবীর আরাধনায় আপনার গদগদ মনে ভক্তি-শ্রদ্ধা যাই থাকুক না কেন এই ফেলো কড়ি, মাখো তেল'-এর যুগে যথাযথ দক্ষিণা না পেলে পুরোহিতও কিন্তু উল্টো পথে হাঁটতে শুরু করেন। এককথায়, মনের মতো' পুজোয় পুরোহিতের মনপসন্দ দক্ষিণা ইজ মাস্ট'! এই মনের মতো' পুজোর জন্য কিন্তু যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন জ্ঞানীগুণী' পুরোহিত চাই-ই-চাই। সেই জ্ঞানীগুণী' তকমা পাওয়ার জন্য বর্তমানে পুরোহিতদের মধ্যে পেশাগত প্রশিক্ষণ নেওয়ার কার্যত হিড়িক পড়ে গিয়েছে। বিভিন্ন সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে রাজ্যজুড়ে সবমিলিয়ে দেড় লক্ষাধিক পুরোহিত রয়েছেন। যাঁদের মধ্যে প্রায় এক-তৃতীয়াংশের পেশাগত প্রশিক্ষণ রয়েছে। অন্যান্যদের মধ্যে বেশ কিছু পেশাগত প্রশিক্ষণ গ্রহণে যুক্ত রয়েছেন এবং কিছুজন প্রধান পুরোহিতের সহায়ক হিসেবে কাজ করছেন।

এমনকি, বেশ কিছু মহিলা পুরোহিতও পুজোর্চনার পাশাপাশি বিভিন্ন মাঙ্গলিক কাজে যুক্ত রয়েছেন। এই পেশাগত জ্ঞানীগুণী' তকমাধারী পুরোহিতদের এখনও সমাজে একটা আলাদা কদর রয়েছে এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুজোয় তাঁদের জন্য আলাদা একটা প্রভাব যে পড়ে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। বিশেষ করে বিগ-বাজেটের দুর্গাপুজো, কালীপুজো, জগদ্ধাত্রী পুজো, সরস্বতী পুজো প্রভৃতি আয়োজনের ক্ষেত্রে ভালো' পুরোহিতকে মোটা টাকার দক্ষিণা দিয়ে নিয়ে আসার জন্য উদ্যোক্তাদের মধ্যে রীতিমতো প্রতিযোগিতা চলে। আর বনেদিবাড়ির ঐতিহ্যবাহী পুজোগুলির ক্ষেত্রে'তো এই যথাযথ যোগ্যতাসম্পন্ন পুরোহিত ছাড়া কোনওভাবেই চলবে না। বিগত দু'বছর অতিমারি করোনার রক্তচক্ষুর মধ্যে যাবতীয় উৎসব আয়োজনে সরকারিভাবে সর্বত্রই একটা বিধিনিষেধের লাগাম পরানো হয়েছিল। ফলে দুর্গাপুজোতেও তার যথেষ্টই প্রভাব পড়ে। এবারে করোনার থার্ড ওয়েভের মধ্যেও সরকারিভাবে যথাযথ সতর্কতাবিধি মেনে চলার নির্দেশ থাকলেও সাধারণ মানুষের মধ্যে কিন্তু বেশ খানিকটা ঢিলেঢালা মনোভাব প্রকাশ পাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই দুর্গাপুজোর উদ্যোক্তারা গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ পূর্ব থেকে পশ্চিম রাজ্যের সর্বত্রই একই চিত্র প্রকাশ পাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় জোরকদমে দুর্গাপ্রতিমা গড়ার কাজ চলছে। বিগ-বাজেটের পুজো মণ্ডপগুলির প্রস্তুতিও তুঙ্গে। একইসঙ্গে বিভিন্ন জায়গায় পুরোহিত প্রশিক্ষণ কর্মশালা' আয়োজনেরও খবর মিলেছে। পুরোহিত সম্প্রদায়ভুক্ত একাধিক সংগঠনের মাধ্যমে রাজ্যজুড়ে আয়োজিত এধরনের কর্মশালায় কয়েক হাজার শিক্ষার্থী যোগ দিয়েছেন। এইসব কর্মশালা থেকে মূলত দুর্গাপুজোর জন্য শিক্ষার্থীরা প্রশিক্ষণ নেওয়ায় আগামিতে যথোপযুক্ত পুরোহিতের সংখ্যাটা নিশ্চিতভাবেই আরও

কিছুটা বাড়বে। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর, উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, কোচবিহার, পূর্ব বর্ধমান জেলার কাটোয়া, কালনা এবং দাঁইহাট, উত্তর চব্বিশ পরগণার বনগাঁ এবং হাবরা, হাওড়ার আমতা প্রভৃতি এলাকার বেশ কিছু পুরোহিত জানালেন তাঁদের কঠিন পরিস্থিতির কথা। তাঁদের বক্তব্যের মধ্যে উঠে এসেছিল পুরোহিতদের প্রতি নানাবিধ বঞ্চনার বিষয়গুলি। তাঁদের অভিযোগ, মোটা টাকা খরচে পুজোর আয়োজন করলেও উদ্যোক্তাদের বেশিরভাগই পুরোহিতদের পারিশ্রমিক বাবদ ন্যায্য দক্ষিণা দিতে কার্পণ্য করেন। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত মতে যথাযথ নিয়ম মেনে পুজো করলেও দাবিমতো দক্ষিণা মেলে না। এক্ষেত্রে বড়ো বড়ো পুরোহিতদের দাবিপূরণে হয়তো খুব একটা সমস্যা হয় না কিন্তু, অন্যান্য পুরোহিতদের সমস্যাটা অনেক গভীর অনেক কষ্টের। বঞ্চনা সত্ত্বেও দুর্মূল্যের বাজারে মুখ বুজে অনেক কিছুই সহ্য করতে হয়। সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, এবারে দুর্গাপুজোর জন্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে পুরোহিত দক্ষিণা ধার্য হয়েছে সর্বনিম্ন চার হাজার টাকার আশপাশে। দক্ষিণার সর্বোচ্চ মাপকাঠিটা পুরোহিত এবং পুজো অনুযায়ী আরও দুই থেকে সাত গুণ বেশি। বঙ্গীয় পুরোহিত সমাজ'-এর সভাপতি শুভঙ্কর চক্রবর্তী বলেন, এবারে রাজ্যে সবমিলিয়ে দুর্গাপুজোর সংখ্যাটা ৫৫ হাজারেরও বেশি। এজন্য অসংখ্য পুরোহিত এবং সহকারী প্রয়োজন। অনেক পুজো উদ্যোক্তা পেশাগত প্রশিক্ষিত পুরোহিত খোঁজ করেন। সেক্ষেত্রে পারিশ্রমিক বাবদ দক্ষিণার হারও তুলনামূলক বেশি।আমরা বহুজনের আগ্রহকে মর্যাদা দিয়ে এবছরও দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন জায়গায় পুরোহিত প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করেছি।এইসব শিবির থেকে দুই হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থীকে পুজোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।সমাজে পুরোহিতদের অনেকেই নানাভাবে অবহেলার শিকার।এমনকি, রাজ্য সরকারের পুরোহিত ভাতা প্রকল্পের সুযোগ থেকেও বহু মানুষ বঞ্চিত। আমাদের লক্ষ্য, পেশাগত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পুরোহিতদের যথাযথভাবে গড়ে তোলা। শিক্ষার্থীরা যদি নিজেকে উপযুক্তভাবে গড়ে তুলতে পারেন তাহলে একদিন তাঁদের কদর বৃদ্ধির পাশাপাশি আর্থিক উন্নতিও ঘটবে।

নোদাখালীতে পুলিশ ডে উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১ সেপ্টেম্বর দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার নোদাখালী থানায় পুলিশ ডে উদযাপন হল। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদ ও বজবজ-২ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির যৌথ উদ্যোগে এই দিনটি উদযাপিত হয়। উপস্থিত ছিলেন ডিএসপি বিষ্ণুপুর জীবনেশ রায় নোদাখালী থানার আই সি পার্থসারথী ঘোষ সহ থানার সমস্ত পুলিশ আধিকারিক সিভিক ও ভিলেজ পুলিশ, সমিতির সভাপতি রীতা মিত্র, সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী, জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী, সদস্যা শিখা রায় প্রমুখ। সঙ্গীত পরিবেশন করেন কল্যাণ দাস। পুলিশ আধিকারিকদের

উপহার সামগ্রী ও পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করা হয়। নোদাখালী থানার আইসি পার্থ সারথী ঘোষ বলেন, মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী পুলিশদের জন্য একটি দিবস ঘোষণা করায় আমরা যেমন সম্মানিত হয়েছি, তেমনি দায়িত্বও অনেক বেড়ে গেছে। আমি আমার এলাকার মানুষরা যাতে ভালো থাকেন তার জন্য প্রতিদিন প্রার্থনা করি। সহকারী সভাপতি বুচান ব্যানার্জী এবং জেলা পরিষদের সদস্য সেখ বাপী বলেন, আমরা সবাই যখন উৎসবের আনন্দে ভাসতে থাকি, তখন পুলিশ মহল পরিবার ছেড়ে আমাদের জন্য কাজ করেন। তাই আজ পুলিশকে স্যালুট জানাই। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাচিক শিল্পী কুনাল মালিক।

নবান্ন অভিযান ঘিরে বিজেপির তৎপরতা

নিজস্ব প্রতিনিধি : আগামী ১৩ সেপ্টেম্বর বিজেপি নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে। সেই অভিযান সফল করার জন্য বিজেপির ডাঃ হারবার সাংগঠনিক জেলায় জোর তৎপরতা চলছে। সম্প্রতি চোখে পড়ল মহেশতলা বিধানসভার কনভেনার অমর দাসের উদ্যোগে দেওয়াল লিখন চলছে। একইভাবে বিষ্ণুপুর, ডাঃ হারবারেও দেওয়াল লিখন চলছে। বিজেপির সহ সভাপতি সুফল ঘাঁটু জানালেন জেলার ৩৪টি মণ্ডলেই সভা সমিতি চলছে। ১৩ সেপ্টেম্বর আমাদের জেলা থেকে প্রচুর কর্মী

সমর্থক নবান্ন অভিযানে যাবে। জেলার কনভেনর নিতিশ মণ্ডল বলেন, আমাদের দল অত্যন্ত শৃঙ্খলা পরায়ণ। নবান্ন অভিযানের জন্য প্রচার সভা চলছে। মহিলা মোর্চার নেত্রীরাও সভা করছেন। দেওয়াল লিখন চলছে। ইতিমধ্যেই চোর ধরো জেল ভরো কর্মসূচি রূপায়িত হয়েছে। আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিই ক্ষমতায় আসবে।

আটক কাউন্সিলর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার সকালে বীরভূম জেলা তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডল ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের বাড়িতে তল্লাশি করে সিবিআই আধিকারিকরা। সঙ্গে ছিল বিশাল কেন্দ্রীয়বাহিনী। বোলপুর পুরসভার উনিশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বজ্যোতি ব্যানার্জী, তৃণমূল কর্মী সুদীপ রায়ের বাড়িতে তল্লাশি জিজ্ঞাসাবাদ করেন আধিকারিকরা। বোলপুর মহামায়া হোটেলের কাছে চার্টার্ড একাউন্টেন্ট মনিশ কোঠালির বাড়িতে তল্লাশি করে সিবিআই আধিকারিকরা। ব্যবসায়ী সুজিত দে-র বাড়িতে তল্লাশি করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর অনুব্রত ঘনিষ্ঠ বোলপুর পুরসভা উনিশ নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বিশ্বজ্যোতি ব্যানার্জীকে আটক করে নিয়ে যায় সিবিআই।

দোকানে চুরি পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২৫ আগস্ট রাতে পরপর তিনটি দোকানে চুরির ঘটনা ঘটলো পণ্ডিতপুর মোড়ের তিনটি দোকানে। এই সকল দোকানের মধ্যে একটি সোনার অলংকারের দোকান এবং একটি সেলুন ও একটি চায়ের দোকান। এই চুরির ঘটনায় মোট পঞ্চাশ হাজার টাকা সামগ্রী চুরি হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার বাসিন্দারা ২৬ আগস্ট সকালে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে দুবরাজপুর পুলিশ।

দুর্নীতির পোস্টারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : দুবরাজপুর থানার যশপুর ও কাস্তো গ্রামে দুর্নীতি বিষয়ে স্লোগান লেখা পোষ্টার ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয় রবিবার সকালে। যশপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি মুন্সী মোজাম্মেল হক ওরফে কাঞ্চন এবং দুবরাজপুর পঞ্চায়েতসমিতি ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পরিমল সৌ-র নামে পড়েছে এই পোস্টার। ফলের বাগান, বিলাসবহুল বাড়ি, জমি জায়গা সহ বিপুল সম্পত্তি মালিকানায় দুর্নীতির অভিযোগে পড়েছে পোষ্টার। ঘটনার পিছনে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ধারণা রাজনৈতিক মহলের। যশপুর, কাস্তো, পছিয়ারা সহ একাধিক গ্রামে এই পোষ্টার দেখা যায়। দুবরাজপুর পঞ্চায়েতসমিতি ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পরিমল সৌ সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

গ্রেপ্তার তিন তৃণমূলকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : গতবছর বিধানসভা নির্বাচনের পর বোলপুর থানা এলাকা একটি গ্রামে বিজেপি সমর্থকদের বাড়িতে হামলা এবং এক মহিলাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠে তৃণমূলকর্মীর বিরুদ্ধে। হাইকোর্টের নির্দেশে ভোট পরবর্তী হিংসার তদন্ত শুরু করে সিবিআই। নির্যাতিতার বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহ করে ফরেন্সিক দল। বোলপুরের উত্তরনারায়ণপুর থেকে ২৭ আগস্ট সকালে তিন তৃণমূল কর্মীকে আটক করে সিবিআই। শান্তিনিকেতন পূর্বপল্লী অস্থায়ী শিবিরে দীর্ঘ জিজ্ঞাসাবাদের পর বিকালে তিনজনকে গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ধৃতরা হলো - প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য বাদল শর্মা, পঞ্চায়েত সদস্যা স্বামী পঞ্চানন খাঁ এবং তীর্থনাথ হাজরা । কঙ্কালীতলা গ্রামপঞ্চায়েত উপপ্রধান মহম্মদ ওহিদউদ্দিন ওরফে মামোনের বাড়িতে গিয়ে তাকে পাওয়া যায় নি বলে জানা গিয়েছে। গ্রিল কারখানা কর্মী হয়ে ২০১৮ সালের পর থেকে উত্তরনারায়ণপুর গ্রামে পেল্লাই তিনতলা বাড়ি, দুটো দামি গাড়ি, তিনটি মোটরবাইক, দুটি স্কুটি সহ বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে যায় পঞ্চানন খাঁ। যা নিয়ে শুরু হয়েছে গুঞ্জন । রবিবার বোলপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের একদিনের সিবিআই হেফাজতের নির্দেশ দেন বিচারক ।

তলিয়ে মৃত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি : বুধবার সকালে সিউড়ি তিলপাড়া জলাধারে স্নান করতে নেমে তলিয়ে গেল এক ব্যক্তি । বিকেলে মৃতদেহ উদ্ধার করে বিপর্যয় মোকাবিলা দল । মৃতের নাম সন্দীপ রায় । জলাধারের পাশের একটা হোটেলে কাজ করতো । দেরিয়াপুর গ্রামপঞ্চায়েতের অন্তর্গত বৈদ্যপুরে ময়ূরাক্ষী নদীতে স্নান করতে গিয়ে ২৭ আগস্ট তলিয়ে যায় দুইজন । ২৮ আগস্ট ময়ূরাক্ষী নদী থেকে স্নান করতে গিয়ে তলিয়ে যাওয়া দুইজনের মৃতদেহ উদ্ধার করে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ । মৃতরা হলো - সিউড়ি পুরসভার ১৮ নং ওয়ার্ডের শুভম দাস এবং বর্ধমান নাড়ি মোড়ের শুভেন্দু হাজরা। ২৭ আগস্ট বিকালে শুভেন্দু, শুভম সহ পাঁচজন বৈদ্যপুর এলাকার একটি লিচুবাগানে পিকনিকে মদ্যপান করে। এরপরই নামে নদীতে।

পুলিশের জালে খুনি

নিজস্ব প্রতিনিধি : বড় ধরনের সাফল্য পেলো বারুইপুর জেলা পুলিশের অধিনস্ত ক্যানিং থানার পুলিশ। বাসন্তী ব্লকের ভরতগড় এলাকায় তৃণমূল কর্মী জানে আলম গাজী খুনের ঘটনায় মূল অভিযুক্ত মনিরুল মোল্লাকে মাত্র ১১ দিনের মধ্যে গ্রেফতার করলো পুলিশ। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ক্যানিং থানার পুলিশ গ্রেফতার করে মনিরুলকে।

এদিন গভীর রাতে রাতে ক্যানিং থানার পুলিশ ক্যানিং-বারুইপুর রোডের ধলিরবাটি মোড়ে নাকা তল্লাশি করছিলো। সেই সময়ে বাইক চালিয়ে কলকাতার দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল মনিরুল। সন্দেহজনক হওয়ায় পুলিশ তার পথ আটকায়। শুরু হয় জিজ্ঞাসাবাদ। জিজ্ঞাসাবাদের কয়েক মিনিটের মধ্যে মনিরুলকে চিনতে পারে পুলিশ।

আত্মহত্যার প্ররোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : নরেন্দ্রপুর থানা এলাকার গড়িয়ার কালিতলায় বাবার সঙ্গে ভাড়া থাকতেন সুদেষ্ণা নস্কর (১৮)। সুদেষ্ণার বাবা অবিনাশ নস্করের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তুলেছেন তার মামা। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে নরেন্দ্রপুর থানার পুলিশ। অবিনাশ বাবুকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। গত মঙ্গলবার বিকেলে বন্ধুরা তাকে ডাকতে যান, কোনও রকম সাড়াশব্দ না পেয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে উঁকি মারতেই সুদেষ্ণার ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান তারা। খবর দেওয়া হয় পুলিশে। এই ঘটনার পর বুধবার মৃতের মামা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, ভাগ্নিকে মানসিক অত্যাচার করতো অবিনাশ বাবু। তার জেরেই অবসাদগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেছে সুদেষ্ণা। এই অভিযোগ পাওয়ার পর ওই দিনই মৃতের বাবাকে আটক করা হয়। পরে তাকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

E-TENDER

S/D

KECHARKUR GRAM PANCHAYAT

- NIT NO-KGP/10/2021, DATE-31.08.2022
- PUBLISHING- 31/08/2022, AT 22 Hrs.
- CLOSING – 07/09/2022 AT 14 Hrs.
- OPENING Date- 08/09/2022 AT 15 Hrs.

জমি মাফিয়া চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ

প্রথম পাতার পর

জবর দখলের প্রতিবাদ করে গ্রামবাসীরা স্থানীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে জেলা প্রশাসন পর্যন্ত মাস পিটিশন দেয় কিন্তু পিটিশনের খবরে জমি মাফিয়াচক্র নির্মাণের কাজে গতি বাড়িয়ে দেয়। এলাকায় ধমক ধামক দিতে শুরু করে দেয় বলে অভিযোগ। নিরুপায় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে শম্ভু পাত্র সরকারি জমি জবর দখল ও অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে হাইকোর্টের আইনজীবী লাল মোহন বসুর পরামর্শে ও তত্ত্বাবধানে হাইকোর্টে মামলা করেন।

আইনজীবী লালমোহন বাসু এক সাক্ষাৎকারে ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে জানান, শিবপুর মৌজায় দশ মাইল বাজার সংলগ্ন ১.৭৮ একর বা দুই বিঘা নদীর চর ১০১ নং খতিয়ান ভুক্ত সরকারি খাস জমি। প্লট নং ৪৩৩৩। জে এল নং- ১৯। এই জায়গা কিছু ব্যক্তি জবর দখল করে প্রশাসনের বিনা অনুমতিতে প্ল্যান পাশ না করিয়ে অবৈধ ভাবে মাল্টি স্টোরেড রেসিডেন্সিয়াল বিল্ডিং ও কমার্সিয়াল বিল্ডিং অবৈধভাবে তৈরি করছে এবং উচ্চ মূল্যে সাধারণ মানুষের কাছে বিক্রি করার প্রয়াস নিয়েছে- এই অভিযোগ প্রশাসনকে গ্রামবাসীরা মাস পিটিশন করে জানানো সত্ত্বেও প্রশাসন কোন ব্যবস্থা না নেওয়ায় গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে শম্ভু পাত্র ভারতীয় সংবিধানের ২২৬ অনুচ্ছেদ মোতাবেক কলকাতা হাইকোর্টে একটি রিট পিটিশন দাখিল করেছেন। কেস নং-WPA ১৫৩১০ অব ২০২২। এই মামলাটি করা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং অন্যান্য ১৩ জন রেসপনডেন্টসের বিপক্ষে। ১৩ জন রেসপনডেন্টসের তালিকায় ১২ জন সরকারি প্রশাসনিক আধিকারিক ও একজন ব্যক্তি দেবপ্রসাদ মান্না। যিনি এই অবৈধ নির্মাণ করেছিলেন। আর ১২ জন প্রশাসনিক আধিকারিক খবর পাওয়ার পরেও কোন ব্যবস্থা নেন নি বলে আইনজীবী শ্রী বাসু আরও জানান পরে শম্ভু পাত্র হাইকোর্টে একটি সম্পূরক হলফনামা পেশ করে, রিট পিটিশনের একটি অংশ হিসেবে গ্রহণ করার আবেদন করেছেন যাতে উনি অভিযোগ করেছেন যে, ফ্রেজারগঞ্জ পুলিশ স্টেশনের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক শম্ভু পাত্রকে ডেকে নিয়ে গিয়ে (১৯.০৭.২২) জোর করে কিছু সাদা কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়েছেন এবং ধমক দিয়ে তার কাছ থেকে মিথ্যে জবানবন্দী আদায় করে ভিডিও রেকর্ডিং করিয়েছেন। এবং এই অবৈধ নির্মাণের মূল নির্দেশক গোপাল প্রামাণিক থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিককে দিয়ে, পুলিশকে প্রভাবিত করে তার মিথ্যা জবানবন্দী আদায় করিয়েছেন। এবং অগ্রিম বুকিংএর জন্য যারা টাকা-পয়সা দিয়েছে তারা যেন মুখ না খোলে তার জন্য চাপ দিচ্ছেন। আইনজীবী শ্রীবাসু জানান মামলাটি মাননীয়া বিচারপতি শম্পা সরকার মহাশয়ার ১৯ নং কোর্টে বিচারাধীন। এই মামলার সরকার পক্ষের আইনজীবী হিমাদ্রী শেখর চক্রবর্তী বলেন- হ্যাঁ এই মামলাটি শুরু হয়েছে। সরকার আমাকে যেভাবে নির্দেশ দেবে আমি সেই মতো কোর্টকে জানাবো। এক প্রশ্নের উত্তরে শ্রীচক্রবর্তী জানান তাঁর নিজস্ব কোন মতামত নেই। তিনি অবশ্যই সরকারের স্বার্থ এবং সরকারের সমাজকল্যাণের জন্য যে লক্ষ্য তাকে অবশ্যই তিনি রক্ষা করতে সবসময় সচেষ্ট থাকবেন।

এই প্রসঙ্গে ফ্রেজারগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম প্রামাণিক বলেন, আমাদের কাছে এ বিষয়ে একটি অভিযোগ এসেছিল। প্রশাসনের পক্ষ থেকে সমস্ত নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। পূর্বে যে সমস্ত অবৈধ নির্মাণ হয়েছে সেগুলি কি ভেঙে দেওয়া হবে? সে প্রশ্নের অবশ্য কোনও উত্তর দেননি গৌতমবাবু। অবৈধ নির্মাণের জন্য যার দিকে আঙুল উঠছে দশমাইল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক গোপাল প্রামাণিকের, তিনি অবশ্য বলেন, এসব অভিযোগ পলিটিক্যাল কারণে। আমার জন্মের আগে থেকে এখানে সরকারি জায়গায় বাজার বসতো। অনেক জায়গায় পি ডব্লু ডির জায়গায় দখল করে দোকান হয়েছে, সেক্ষেত্রে কি হবে। নদীর চরে অনেক আগে নির্মাণ হয়েছে, ও ব্যাপারে আমি কিছু জানিনা। আর পুলিশকে দিয়েও আমি কাউকে কোনও চাপ দিইনি। শম্ভু পাত্র ফ্রেজারগঞ্জ থানার ওসির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন তাকে জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে। এই প্রসঙ্গে ফ্রেজারগঞ্জ থানার ওসি শুভেন্দু দাসের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, এসব ভিত্তিহীন অভিযোগ। এখন মহামান্য কোর্ট ও উর্দ্ধতন প্রশাসন বিষয়টি নিয়ে তৎপর হলেই আসল সত্য উদ্ঘাটিত হবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল দঃ ২৪ পরগণা জেলা নিবাসী কৃষক ভাই ও কৃষির সঙ্গে যুক্ত সকল ব্যক্তিবর্গকে জানানো যাচ্ছে যে প্রতি বছরের ন্যায় এই আর্থিক বছরেও (আর্থিক বছর ২০২২-২৩) জেলার বিভিন্ন প্রান্তের ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষীদের উৎপাদিত শস্যের সংরক্ষণ ও বাজারজাত করণের উদ্দেশ্যে আমার ফসল আমার গোলা প্রকল্পের বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া শুরু হতে চলেছে।

এই মর্মে আরো জানানো যাচ্ছে যে, ইচ্ছুক ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, কৃষিকার্যের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গ, গোষ্ঠীসমূহ জেলা অফিস তেকে প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্যাদি বিশদে সংগ্রহ করতে পারেন। আবেদনপত্র সংগ্রহ ও জমা করা যাবে ব্লক সহ-কৃষি অধিকর্তার করণ থেকে। সংগৃহীত আবেদনপত্রগুলি নিরিখে নির্বাচিত আবেদনকারীগণের কৃষি বিপণন দপ্তরের জেলা আধিকারিকের থেকে কাজ শুরুর সম্মতিপত্র গ্রহণের পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে। প্রকল্পের কাজের সন্তোষজনক সমাপ্তির পর উক্ত প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ ভর্তুকি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি প্রদান করা হবে। এই আর্থিক বছরে (২০২২-২৩)।

অফিসের নাম	অফিসের ঠিকানা
কৃষিজ বিপণন আধিকারিক (প্রাসনিক), দক্ষিণ ২৪ পরগনা	পি-৫ সিআইটি রোড, I-V স্কিম, কলকাতা-১৪

যোগাযোগ নম্বর
03322651807
০৩৩২২৬৫১৪০৭

মহানগরে

হোর্ডিং মুক্ত ছাদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : হেরিটেজ ভবন, জলাশয় থেকে বিজ্ঞাপনের হোর্ডিং সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। এবার জরাজীর্ণ বাড়ির হোর্ডিং-সহ শহরে যতো হোর্ডিং বিপজ্জনক রয়েছে, সেগুলিও খুলে ফেলা হচ্ছে। পুরসভা সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসভার প্রায় ৫,৫০০ টি বিজ্ঞাপন হোর্ডিং আছে। যার মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর হোর্ডিং রয়েছে প্রায় ২,৫০০ টি। এরমধ্যে প্রায় ২০০ টি হোর্ডিং যেগুলি বিপজ্জনক হয়ে হয়ে রয়েছে তা খুলে ফেলা হচ্ছে। দৃশ্যদূষণ রুখতে কলকাতা পুরসভা শারদোৎসবের পর নয়া বিজ্ঞাপন নীতি চালু করতে চলেছে। তার আগেই হেরিটেজ ভবন, জলাশয় থেকে হোর্ডিং সরিয়ে ফেলা হচ্ছে, এবার জরাজীর্ণ বাড়ির ছাদের হোর্ডিং খুলে ফেলা হচ্ছে। কিন্তু কলকাতা পুর এলাকার প্রকৃত বাসিন্দাদের প্রশ্ন, বাড়ির ছাদে থাকা হোর্ডিং তো খুলে ফেলা হল, কিন্তু ছাদে হোর্ডিং লাগানোর জন্য যে ভারী ভারী লোহার পাতের পাইপ দিয়ে যে কাঠামোটি তৈরি করা হয়েছিল, সেগুলি তো রয়েই যাচ্ছে। তাতে করে কী বিজ্ঞাপন মুক্ত জোন তৈরি হল? কলকাতা শহরের দৃশ্যদূষণ রোধ হল? বিজ্ঞাপন দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, কলকাতা পুর এলাকার বেআইনি হোর্ডিং মুক্তির কাজ এবার এজেন্সিকে দিয়ে করা হবে। ইতোমধ্যেই এক এজেন্সিকে নিয়োগ করা হয়েছে। এই এজেন্সির কর্মীরা কলকাতা পুর এলাকায় ঘুরে ঘুরে বিজ্ঞাপন হোর্ডিঙের ছবি তুলে, সেই ছবি ও তার ঠিকানা পুর বিজ্ঞাপন দফতরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এবার এই বিজ্ঞাপন হোর্ডিং বৈধ কী অবৈধ তা পুর বিজ্ঞাপন দফতর যাচাই করে দেখছে।

রাতে রাস্তায় গাড়ি গ্যারেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা শহরের মূল রাস্তা অলি গলি তস্য-গলিতে দেখা যায়, গ্যারেজহীন গাড়ির মালিকরা রাত্রিবেলা তো বটেই, রবিবার অন্যান্য সরকারি ছুটির দিন নিজের নিজের পাড়ার রাস্তায় আদরের চারচাকা গাড়িটি পার্কিং করে রাখছেন। কলকাতা পুরসভার বেহালার ১২১ নম্বর ওয়ার্ডের নবনির্বাচিত পুরপ্রতিনিধি রূপক গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রশ্ন, এই সমস্ত রাস্তার মালিক যেহেতু কলকাতা পুরসভা সেহেতু এই সমস্ত গাড়ি পার্কিংয়ের অনুমতি কী কলকাতা পুরসভা থেকে দেওয়া হয়? যদি দেওয়া হয়, তাহলে কলকাতা পুরসভার কোন দফতর থেকে দেওয়া হয়? আর যদি না দেওয়া হয়, তাহলে কী এদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব। অথবা, কোনও ফি ধার্য করে কী কলকাতা পুরসভার আয় বাড়াতে পারা যায়? এ বিষয়ে কলকাতা পুরসভার পার্কিং দফতরের মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার বলেন, রাত্রিবেলা নিজের বাড়ির সামনে পাড়ার রাস্তায় গাড়ি পার্কিঙের অনুমতি কলকাতা পুরসভা থেকে দেওয়া হয়। যদি কেউ কলকাতা পুরসভার পার্কিং দফতরে আবেদন করে, তবে মাসে ৫০০ টাকা করে কলকাতা পুরসভা চার্জ নেয়। একসঙ্গে একবছরের অর্থাৎ ১২ মাসের টাকা দিতে হয়। তবে যদি ছ'মাস রাখতে চায়, তবে ছ'মাসের টাকা একসঙ্গে দিতে হয়। তাহলে টাকা জমা করলে রাত্রিবেলা তার বাড়ির সামনে গাড়ি রাখতে পারবেন। আর কলকাতা পুরসভা গাড়ির সামনে ও পিছনে একটি স্টিকার লাগিয়ে দেয়। তাহলে সেটা বৈধ পার্কিং। তিনি বাড়ির সামনের রাস্তায় গাড়ি রাখতে পারবেন।

আর পার্কিঙের অনুমতি যদি না নেওয়া হয় তবে? এই বিষয়ে দেবাশিস কুমার বলেন, আপনারা সকলেই জানেন যে, কলকাতা পুরসভার পার্কিং দফতরের আধিকারিকরা সারা কলকাতা শহর জু।ইে রাত্রিবেলায় 'নৈশ অভিযান' করে থাকে। বেআইনি পার্কিঙের বিরুদ্ধে আমরা গাড়ি প্রতি ১,০০০ টাকা করে ফাইন করে থাকি। যে গাড়িগুলির পার্কিঙের বৈধ অনুমতি থাকবে না। সেই গাড়িগুলিকে কলকাতা পুরসভার পার্কিং দফতরের আধিকারিকরা যদি রাত্রিবেলায় রাস্তায় পার্কিং করা অবস্থায় দেখতে পান তবে ১,০০০ টাকা ফাইন করে দেয়। দেবাশিসবাবু কলকাতা পুরসভার পার্কিং দফতরের এই সমস্ত নিয়মকানুন গুলি সম্পর্কে সমস্ত নতুন-পুরাতন পুরপ্রতিনিধিদের সজাগ সচেতন হওয়ার আবেদন জানান এবং ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ডেঙ্গু – ম্যালেরিয়া প্রতিরোধের প্রচারের সঙ্গে গাড়ির নাইট পার্কিঙের বৈধ নিয়মকানুন গুলি প্রচারের আহ্বান জানান। তাতে কলকাতাবাসীর সঙ্গে কলকাতা পুরসভাও উপকৃত হবে।

লেন্স বার্তা

এক ঘন্টার বৃষ্টিতে বানভাসি হাওড়ার শিবপুর।

আমাদের পথ চলতি দেশ প্রেম। ছবি : অভিজিৎ কর

সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান হল। শারদোৎসবের আগে যাদবপুর ও বাঘাযতীন অঞ্চলের বাড়ি-বাড়ি নদীর পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছে দিল কলকাতা পুরসংস্থা। ৩০ আগস্ট দক্ষিণ কলকাতার ১০২ নম্বর ওয়ার্ডে নয়া বুস্টার পাম্পিং স্টেশনের দ্বারোদঘাটন করলেন কলকাতার মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ নামাঙ্কিত এই জলাধার ও বুস্টার পাম্পিং স্টেশন তৈরিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ২৫ কোটি টাকা। এই পাম্পিং স্টেশন থেকে দৈনিক লক্ষ লিটার জল সরবরাহ করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় যাদবপুর বিধায়ক দেবব্রত মজুমদার, মেয়র পারিষদ মিতালি বন্দ্যোপাধ্যায়, স্থানীয় পুরপ্রতিনিধি সীমা ঘোষ প্রমুখ। প্রসঙ্গত, এতোদিন ওই এলাকার বাসিন্দারা বিগ ও স্মল ডায়াল নলকূপের জলের ওপরে নির্ভরশীল ছিলেন।

দক্ষিণ কলকাতার লেক মলের পাশে মারুতির উদ্যোগে গণেশ পুজো।
ছবি – তাপস শ্রাবণী

বেকারি শিল্পে ৪০% সাবসিডি রাজ্যের

বরুণ মণ্ডল

কোভিড নাইন্টিনের কারণে দীর্ঘ দু'বছর বাদে এ রাজ্যের বৃহত্তম বেকারি অ্যাসোসিয়েশন 'ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনে'র ২১তম বার্ষিক বেকার্স মিট-২০২২' ২৮ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল পুর্ব কলকাতার নবরূপে সজ্জিত মিলন মেলা প্রাঙ্গনে। কোভিড নাইন্টিন ও তার পরবর্তীতে বিশ্বের রাজনৈতিক – অর্থনৈতিক অস্থির পরিস্থিতিতে এরাজ্যের বেকারি শিল্প এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সম্মুখীন। এই সমস্যা থেকে পরিত্রাণের কিছু উপায়ের কথা জানালেন, এদিনের সভায় প্রথমবার উপস্থিত বার্ষিক 'বেকার্স মিটে'র প্রধান অতিথি রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দফতরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী সুব্রত সাহা। তিনি বলেন, সামান্য কিছু টাকা ব্যয় করে একটি বেকারি শিল্প গড়ে তোলা যায়। আমার ধারণা সর্বমোট ১০ লক্ষ টাকা ব্যয় করলে অন্তত ৬ – ৮ জনের কর্মসংস্থান হতে পারে। তার নাম 'বেকারি শিল্প'। তিনি বলেন, কর্মসংস্থান কমছে, মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এখান থেকে আমি বলতে পারি, বেকারি এমন একটি শিল্প। যা এসেনশিয়াল খাদ্যের যোগান দেয়, কর্মসংস্থান হয়। আবার অল্প পয়সায় শরীরে পুষ্টির যোগান দিয়ে থাকে এই বেকারি শিল্প। এই বেকারি শিল্পের পর্তুগিজ প্লাস হিন্দি শব্দ পাউরুটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় যে ১৮ টি দ্রব্যের প্রয়োজন হয়। যেমন – ময়দা, চিনি, পামোলিন অয়েল, ডালডা, ফ্যাট, মার্জারিন, বেকিং পাউডার, ইস্ট, প্যাকেজিং মেটিরিয়াল, মশলা – আটা, রসুন, এলাইচি, দারচিনি, পেঁয়াজ, মরিচ, ব্রেড সফটনার (কেমিকেল) ইত্যাদি। এইগুলি পাউরুটি তৈরিতে লাগে। এগুলি কিন্তু খুবই মূল্যবান। কিন্তু যখন তৈরি হয়। ধনী লোকের খাবারের দ্রব্যগুলি দিয়ে তৈরি হচ্ছে কিন্তু প্রোডাক্ট তৈরির পর এটি হয়ে যায় গরিবের খাবার। সকালবেলা গরিবের খাবারের একটি দ্রব্য। আর এটা আমরা পাই এই বেকারি শিল্প থেকে। তাই এই শিল্পের শিল্পোদ্যোগীদের মনোযোগী হওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার আপনাদের পাশে আছে। আমার দায়িত্বে থাকা এই দফতরে সমাজের লোয়ার লেভেলের লোকেরা পৌঁছে যেতে পারেন। তাহলে কর্মসংস্থানের অভাব থাকবে না।

আর বেকারি শিল্পে যে ১৮ শতাংশ জিএসটি, এটা ভারত সরকারের বিষয়। আমাদের সরকারের সুপারিশ থাকবে, বেকারি শিল্পের এই স্ল্যাবটা কমানো। তবে আপনাদেরও এই শিল্পে আরও মনোযোগী হতে হবে। তবে রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে থাকবে। আর এগিয়ে এসে বলুন, রাজ্য সরকার আপনাদের কী কী সহায়তা করতে পারে। এক জানালা বিশিষ্ট লাইসেন্স সিস্টেম। এমএসএমই সেক্টরের জন্য ভিন্নরূপে ইলেকট্রিক চার্জ নির্ধারণ ইত্যাদি। রাজ্য সরকার ৪০ শতাংশ সাবসিডি এই শিল্পে দেবে। অর্থনৈতিক ভাবে রাজ্য সরকার আপনাদের পাশে দাঁড়াতে চায়। সল্টলেকের ময়ূখ ভবনস্থিত এই অফিসে যোগাযোগ করলে আপনারা জানতে পারবেন। এই সাবসিডি দেওয়া হচ্ছে। অর্থাৎ যদি কোনও কাজে ১০০ টাকা ব্যয় হয়, তবে রাজ্য সরকার ৪০ টাকা দেবে। আপনারা অফিসে যোগাযোগ করুন। এটা খুব শীঘ্রই এটি লাগু হবে। আজকের এই বেকার্স মিটে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, বেকারি শিল্পের অষ্টম ভারত-বাংলাদেশ রিলেশনশিপ। বাংলাদেশের এই বেকারি শিল্প আমাদের দেশের থেকেও অনেক উন্নত। ওদের ওই সব উন্নত টেকনোলজি আমরা আমাদের দেশে আনতে আগ্রহী। আমি আপনাদের কয়েকজন প্রতিনিধিকে ডাকবো। আপনাদের সঙ্গে রাজ্য সরকারের কো-অর্ডিনেশন তৈরি করে এই শিল্পকে কীভাবে আরও উন্নত করা যায়, সেটা পুরোপুরি দেখবো। তবে আগে জেলায় জেলায় যে হারে বেকারি শিল্প ছিল, বর্তমানে তার অস্তিত্ব আস্তে আস্তে সংকুচিত হয়ে আসছে। জেলার দিকে দেখা যাচ্ছে, বেকারি শিল্পের মালিক তাদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শিখিয়ে অন্য ব্যবসায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। একটা ছেলেকে অন্তত বেকারি শিল্পে রাখুন। পিতার পর সেই বেকারির অস্তিত্ব থাকছে না। গ্রামের কর্মসংস্থান হারিয়ে যাচ্ছে, কেন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আরিফুল ইসলাম ভায়েরা একটু খোঁজ খবর নিন। দরকার হলে আমাদের দফতরে তাদের নিয়ে আসুন। বেকারি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আর যারা আজ এই সম্মেলনে উপস্থিত আছেন তাদের বলছি, ব্রাউন ব্রেড আপনাদের তৈরি করতে হবে। কারণ এই ব্রাউন ব্রেড আজ আমাদের স্বাস্থ্য সম্মত। ফাইবার আমাদের শরীরে যোগানের জন্য ব্রাউন ব্রেডে আপনাদের মনোযোগী হতে হবে। আর দামের কন্ট্রোল করতে হবে। কারণ পাউরুটি গরিবের খাদ্য। আর তা যদি গরিবরা খেতে না পারে, তাহলে এই শিল্পের অবস্থা খারাপ হবে। যাতে ক্রয়মূল্য ও বিক্রয়মূল্যের মধ্যে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকে। যাতে লাভও হয়, আবার গরিবরা পাউরুটি খেতেও পারে।

কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের দৃষ্টি এই বেকারি শিল্পের ওপর পড়েছে। এটা আমি আটকাতে পারবো না। গ্লোবাল অর্থনীতির ফলে সবকিছু আন্তর্জাতিক হয়ে গেছে। যদিও এটারও প্রয়োজন আছে। আজ শুধু একটু আলোচনা করলাম। এই শিল্পের ওপর বিভিন্ন আক্রমণ আসছে। তারও দিকনির্দেশ এই সম্মেলন থেকে হোক। বাংলাদেশ ব্রেড, বিস্কুট ও কনফেকশনারি প্রস্তুতকারক সমিতির (১৯৯৬) সভাপতি প্রাণপুরুষ বাংলাদেশ বেকারি জাতির জনক জনাব মহম্মদ জালালউদ্দীন বলেন, বাংলাদেশে এই বেকারি শিল্পে কোনও ধরনের কর বা ভ্যাট প্রযোজ্য নয়। কারণ, আমরা আমাদের দেশের সরকারকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি যে, এটি গরিবের খাদ্য এসেনসিয়াল খাদ্য আবার গরিবরাই এটি তৈরি করে। আর ভারত সরকার এই গরিবের খাদ্যে ১৮ শতাংশ জিএসটি (গুডস অ্যান্ড সার্ভিস ট্যাক্স) নেয়। এটা আমি এখানে এসে জানতে পারলাম। এই খাদ্যে জিএসটি নেওয়া হয়। এটা অত্যন্ত দু:খজনক। আমি ভারত সরকারের কাছে অনুরোধ করি আপনাদের এই সেক্টরটা বাঁচান। এই শিল্পে কাজ করে ৩-৬ মাসে একজন স্কিল লেবার তৈরি হতে পারে। কর্মসংস্থানের প্রচুর সুযোগ আছে এই শিল্পে। ভারতবর্ষের অন্যতম হেরিটেজ বেকারির মালিক বেকারি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি (গুয়াহাটি, অসম) শেক মালেক নাওয়াজ জানান, লাকজারি আইটেমে যেটা হওয়ার কথা সেখানে বেকারি শিল্পে এসেনশিয়াল কমডিটিতে ১৮ শতাংশ জিএসটি নিচ্ছে। দেশের মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা তাদের জিএসটি স্ল্যাবটাকে কমিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। তারা তাদের ব্যবসায় ৫ শতাংশ জিএসটি দেয়। এ দেশের বেকারি শিল্পকে জিএসটি হয় মুক্ত নয় তো কমিয়ে ৫ শতাংশ করা দরকার কারণ এটা গরিবের খাদ্য রোগীর খাদ্য। প্রসঙ্গত, ২০১৭ সালের জুলাইয়ের আগে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেকারি পণ্যের ওপর ৫ শতাংশ ভ্যাট পেত আর বর্তমানে কিছু পরিশ্রম না করেই রাজ্য সরকার দ্বিগুনের প্রায় কাছাকাছি ৯ শতাংশ স্টেট জিএসটি পাচ্ছে। এদিনের বেকার্স মিটে অন্যান্য বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্সের ডাইরেক্টর মধুপর্ণা ভৌমিক, পশ্চিমবঙ্গের প্রাচীনতম বেকারি দুর্গাপুরের প্যারামাউন্ড বেকারি এ সংগঠনের সহ সভাপতি শেখ আবু জাফর সাহেব, ওয়েস্ট বেঙ্গল বেকার্স অ্যাসোসিয়েশনের চিফ এগজিকিউটিভ আরিফুল ইসলাম প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

এখানে ওখানে

তারা আরাধনা

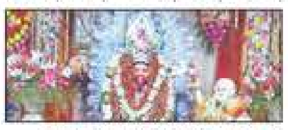

হাওড়া জগতবল্লভপুর থানার অন্তর্গত মধ্য নস্করপুর শিবের এঁকে শ্মশানে প্রতি বছরের মত এবছরেও কৌশিকী অমাবস্যার দিন মহা সমারোহে পালিত হল তারা মায়ের পুজো। বহু ভক্তদের ভিড়ে পুজো মণ্ডপে সকলে মায়ের আরাধনায় মেতে ওঠে। ধুপ ধুনা আর পুজারীর পুজাপাঠে সকলে মেতে ওঠে। সকল ভক্তরা মায়ের প্রসাদ গ্রহণ করে। সারা রাত ধরে চলে এই পুজাপাঠ। তারা মায়ের এই পুজো ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিলো চোখে প।ার মতো।

তথ্য : সঞ্জয় চক্রবর্তী

মা মিশন আশ্রম সাহায্য করল প্রিয়াঙ্কাকে

সোমবার ২৯ আগস্ট রাজ্যের উচ্চ মাধ্যমিকে মেধা তালিকায় অষ্টম স্থান পাওয়া কৃতি ছাত্রী বর্ধমানের প্রিয়াঙ্কা আদককে হুগলির মা মিশন আশ্রমের কর্ণধার কার্তিক দত্ত বণিক তাকে পাঠ্য বই, খাতা, পেন ও শাড়ি দিয়ে সাহায্য করলেন। তার বাড়ি বর্ধমানের রংপুর চাষিমানা গ্রামে (সদরঘাট)। বাবা বিমল আদক চাষবাস করে সংসার চালায়। মা ঝুমা আদকও চাষের কাজে হাত লাগায় গরীব ঘরের মেয়েটি যাতে পড়াশোনা চালিয়ে উচ্চ শিক্ষিত হতে পারে তাই কার্তিক বাবু এই মহতী কাজ করলেন। এরকম বহু নিদর্শন রয়েছে আশ্রমে। সে উচ্চমাধ্যমিকে ৮৯৯ নম্বর পায়। প্রিয়াঙ্কা বর্ধমানে বিবেকানন্দ কলেজে ভূগোলে অনার্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে তাঁর সাবজেক্ট ইতিহাস, পরিবেশ সংক্রান্ত ও ভূগোল। পুজোর আগে এ ধরনের সাহায্য পেয়ে প্রিয়াঙ্কা উচ্ছ্বসিত। ছবি : বিযুষ চক্রবর্তী

গাছ লাগান প্রাণ বাঁচান ২৮শে আগস্ট দুপুর ১২ টায় দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার চটা সুবিদ আলী ইনস্টিটিউট বিদ্যালয়-এর প্রাক্তন শিক্ষক এবং ছাত্রদের ১৯৭৮ সালের বৃক্ষরোপণ এবং ৫০ বছরে বন্ধুদের মেলবন্ধন অনুষ্ঠান হয়ে গেল। এই অনুষ্ঠানে যারা উপস্থিত ছিলেন এবং অনুষ্ঠান পরিচালিত করেন প্রাক্তন ছাত্র মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন মোল্লা এবং সন্দীপ কুমার প্রাক্তন ছাত্র এবং শেখ মহিউদ্দীন প্রাক্তন শিক্ষক সংগীত পরিবেশন করেন শুভাশিস দত্ত এবং আরো অনেক প্রাক্তনী। ছবি : অরুণ লোধ

চন্দননগর বারাসত গেট কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে শ্রীঅরবিন্দের ১৫০তম জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে এবছর নানা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তাঁকে স্মরণ করা হচ্ছে রবিবার ২৮ আগস্ট শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-শ্রীঅরবিন্দ নিলয়ে সন্ধ্যায় সঙ্গীতশিল্পী নূপুরছন্দা ঘোষ প্রথমে শ্রীঅরবিন্দ স্তোত্র পাঠ করে শোনান। এরপর অতুলপ্রসাদ রায়, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্ত সেনের ভক্তিমূলক গানগুলি পরিবেশন করেন। তাঁর মাধুর্যমণ্ডিত কন্ঠ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। এদিন ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১১ জন ছাত্রীকে শ্রুতিনাটকের জন্য পদক দেওয়া হয়। পাশাপাশি দুঃস্থ ১২ জন পড়ুয়াকে এককালীন চারহাজার টাকা শ্রীঅরবিন্দ বৃত্তিমূলক দেওয়া হয়। এরকম মহৎ উদ্দেশ্য নিলয় সংগঠনের তরফে বহু মানুষকে আর্থিক সাহায্য করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও স্বাতী শীল সহ বিশিষ্ট জনরা।

ডাব বিক্রেতা পুতুল মিস্ত্রির গপ্পো

প্রচণ্ড রোদ ও তীব্র গরম উপেক্ষা করে মানুষকে বাড়ির বাইরে বেরতে হয়। তখন জল তেষ্টাতে বুকের ছাতি শুকিয়ে যায়। সেই সময় অধিকাংশ মানুষই জল তেষ্টা নিবারণের জন্য বিকল্প হিসাবে ডাবের খোঁজ করেন। শরীরের পক্ষে ডাবের জল খুবই উপকারী। তার শাঁস আরও উত্তম উপাদেয়। এরকম একটি পরিবার হুগলির ব্যান্ডেল জিটি রোডে ইএসআই হাসপাতালের কাছেই নারায়ণপুরে মহিলা পুতুল মিস্ত্রি ডাব বিক্রি করে সংসার চালায়। রাস্তার ধারে টিনের ঘরে মাথা গোঁজার ঠাঁই হয়েছে। ওনার স্বামী নিখিল মিস্ত্রি ভোরবেলায় ডাবের খোঁজে বিভিন্ন নারকেল গাছের সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন। এই সামান্য রোজগারে দুবেলা খাবার জোটাতে হয়। তাদের আদি বাড়ি উত্তর চব্বিশ পরগনার ঠাকুরনগরে। কোনও কারণে এখানে চলে আসেন। তিন মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। ছোট মেয়ে সেজুতি রামকৃষ্ণ স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ছে। তাদের দৈনিক আয় ৩০০ টাকা। এভাবেই ডাব বিক্রি থেকেই দিনযাপন করে কোনও মতে চলে।

তথ্য : মলয় সুর, ছবি : অরুণ লোধ

বিনা ওষুধে রোগ সারান

থাইরয়েড – ২

ক্লোরিন, ফ্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিনকে এক কথায় হ্যালোজেন আখ্যা দেওয়া হয়। হ্যালোজেন বীজাণু নাশক। আয়োডিনের অন্যতম বিশেষ গুণ জমাট বাঁধানো। সমুদ্রের থেকে লবণ তৈরি করার সময় জোয়ারের জল ঢুকিয়ে বাতাসে শোকানো হয়। সমস্ত জল বাষ্পীভূত হওয়ার পর লবণ পাওয়া যায়। এই লবণ স্ফটিকাকার মোটা জমাট বাঁধা অবস্থায় থাকে। এই লবণ আগে সরাসরি বাজার জাত হত। এই লবণ আর আগের মতো বাজারে আসে না। কারণ এই লবণ নিয়ে যায় বড় বড় মহারথী ব্যবসায়ীদের কব্জায়। এরা নাকি আগেই লবণ প্রস্তুতকারী চাষিদের আগাম টাকায় বায়না দিয়ে কিনে নেয়। চাষি লবণ তৈরি করার সাথে সাথে ব্যবসায়ীদের ঘরে পৌঁছে যায়। ওই লবণ পরিষ্কারের নাম করে বিশেষ পদ্ধতিতে আয়োডিন তুলে নেওয়া হয় বলেই প্রাকৃতিক বিজ্ঞানীদের অভিমত। আয়োডিন তুলে নেবার জন্য লবণ আর জমাট বাধা অবস্থায় থাকে না। সব গুড়ো গুড়ো হয়ে যায়। ওই লবণকে আগে বলা হতো টেবিল সল্ট বা সাহেবী লবণ যা একটু বেশি দামেই বিক্রি হতো। এখন সাহেবী লবণের আর মর্যাদা নেই। এই লবণেই ছেয়ে আছে পুরো দেশের বাজার। প্রাকৃতিক লবণে যে একশো ভাগ আয়োডিন থাকত এখন সাহেবী লবণে দশ ভাগ ছিটিয়ে দিয়ে আয়োডাইজড নাম দিয়ে বাহারী সাজে সাজিয়ে বিক্রি হচ্ছে। সব লোক ভাবে আয়োডিনযুক্ত লবণ খাচ্ছে। তার প্রশ্ন ওঠে না কেন এই সাহেবী লবণ ভক্ষণ করার পরও কেন আয়োডিনের ঘাটতি হচ্ছে ব্যাপকভাবে? থাইরয়েড সুস্থ না থাকলে মানবদেহের গোড়ায় শিশু বৃদ্ধির সময় থেকে অসুস্থ হতে থাকে। গর্ভস্থ অবস্থা থেকে শিশু নানা রোগের শিকার হতে থাকে। বর্তমানে শিশু রোগের প্রারাম্ভে বেড়ে যাচ্ছে এ কারণে। ক্যালসিয়ামজাত খাবার হজম ও হাড়ের পুষ্টিতে ব্যাঘাত জন্মে। দাঁত কমজোড়ি হয়। থাইরয়েড ঘাটতিতে মনঃসংযোগের অভাব ঘটে। স্মৃতিশক্তি দুর্বল হয়। মানসিক রোগের বৃদ্ধি থায়রয়েড ঘাটতি বা অতি বৃদ্ধি থেকে শুরু হয়। চিকিৎসকরা রোগ নির্ণয়ের শুরুতেই থাইরয়েডের দিকে নজর দেন। তাই থাইরয়েড রক্ষার্থে প্রাকৃতিক আয়োডিন সমৃদ্ধ লবণ ভক্ষণ করতে হবে। গুড়ো নুনের বদলে সন্ধব লবণ ভক্ষণ করা দরকার। থাইরয়েডকে সুস্থ রাখতে হলে আকুপ্রেসারের ৮ নম্বর বিন্দু স্মরণাপন্ন হতে হবে। এই বিন্দুটি থাকে হাতের বুড়ো আঙুলের নিচে। হাতের চেটো থেকে বুড়ো আঙুলের গোড়া পর্যন্ত অংশে যেটি খিলানের মত হয়ে উঁচু হয়ে আছে তাতে চাপ দিন। আবার পায়ের বুড়ো আঙুলের নীচেকার উঁচু জায়গাটাও এই বিন্দুর নির্দেশক। এই বিন্দুর উপর চিকিৎসা করলে থাইরয়েড শান্তি পায়।

দুর্গাদাস সরকার

মাঙ্গলিকী

বিনায়ক বিনয়ী বলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'সুখের চাকা' আয়োজিত কিশোর–কিশোরীদের 'বিনায়ক উৎসব' ৩১ আগস্ট অনুষ্ঠিত হল। বেহালা চৌরাস্তার নিকট ১৪৮, বীরেন রায় রোডে (পশ্চিম) সুখের চাকার নিজস্ব ভবনে ৩০ – ৪০ জন ছাত্রছাত্রীদের এই সম্মেলনের বিষয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মাধ্যক্ষ ড. বলাকা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, মহারাষ্ট্রসহ যখন সারা ভারতে গণেশ পূজা পালিত হচ্ছে, সেই সময় কলকাতায় মহারাষ্ট্রের নাগরিকদের মতো পোশাক পরিয়ে একটা ভিন্ন পরিবেশ গড়ে তোলা হল। আশা করা যাচ্ছে, এই ধরনের উৎসব একটি অন্য মেধা শক্তির উন্মেষ শিবিরে পরিনত হয়েছে। যা জ্যোতিষের গ্রহ রত্ন ছাড়াই নিজেদের সঠিক জীবন চর্চায় ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় সফলতার মুখ দেখতে পাবে। একটি পুজোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের এই ধরণের বিশেষ কর্মসূচি আগামী দিনে সফল হওয়ার এক সুন্দর চাবি কাঠি।

গণেশ আরাধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিগত বেশ কয়েক বছর ক্যানিং মহকুমায় এলাকায় পুজোর মরশুম শুরু হতো বিশ্বকর্মা পুজো থেকে। বর্তমানে সেই বিশ্বকর্মাকে পিছনে ফেলে দূরন্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে গণপতি বাপ্পা। ইদানিং গণেশ পুজোয় মেতে উঠেছেন ক্যানিং মহকুমা এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্লাব ও সাধারণ মানুষ। পাশাপাশি চলছে প্রতিযোগিতা। কে কত বড় ধরনের পুজোর আয়োজন করতে পারে। কত জৌলুস দেখাতে পারে চলছে তারই প্রতিযোগিতা। তেমনই বুধবার গণেশ পুজোর আয়োজন হয়েছিলো বিভিন্ন এলাকায়। ক্যানিংয়ের জয়দেব পল্লি গণেশ পূজো কমিটি গণেশ আরাধনায় মেতেছেন। ষষ্ঠ বর্ষের গণেশ প্রতিমা তৈরি করেছেন আক্রমণাত্মক। হাতে বাঁশের লাঠি, গলায় টাকার মালা। পুজো কমিটির সদস্যদের দাবি, করোনা মহামারীর জন্য সমস্ত দিক দিয়ে পিছিয়ে আমরা তথা দেশের মানুষ।

আগামী দিনে কোন প্রকার মহামারী বা নাশকতার সম্মুখীন হতে না হয়। পাশাপাশি গণপতি বাপ্পা যাতে সেই ঘটনা রোধ করতে পারে তারজন্য আক্রমণাত্মক ভাবে বাঁশের লাঠি হাতে ১৫ ফুটের দীর্ঘ গণেশ এর মূর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, ক্যানিং ১ নম্বর দিঘীরপাড় এলাকার রবিকিরণ ১১ তম বর্ষ গণেশ প্রতিমা করেছেন ২৫ ফুট। যেখানে গণপতি বাপ্পাকে তাঁরই বাহন ইঁদুর কোলে তুলে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে কোনও অশুভ শক্তিকে রুখে দিতে প্রস্তুত ইঁদুর। তার পরেই তো রয়েছে স্বয়ং গণপতি বাপ্পা। এমনই ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ক্যানিংয়ের রবিকিরণ সংঘ। এছাড়াও ক্যানিংয়ের রবিকিরণ সংঘের গণেশ প্রতিমা ক্যানিং মহকুমার বৃহত্তম প্রতিমা তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

অতীতের ভেলায় ভেসে রোমন্থন

নিজস্ব প্রতিনিধি : সালটা বাংলা ১৩৭৭। দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার প্রত্যন্ত সুন্দরবনের ক্যানিং ১ ব্লকের ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের মাতলা নদীর তীরে অবস্থিত গোলাবাড়ির দক্ষিণ বুধোখালি ও মধুখালি গ্রামে ব্যাপক হারে সাপের উপদ্রব দেখা দেয়। সাপের কামড়ে মৃত্যু হয় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসীর। সেই সময়ের কুসংস্কার রীতিনীতি অনুযায়ী কলার ভেলায় (মান্দাস) করে মৃতদেহগুলো নদী বক্ষে ভাসিয়ে দেওয়া হতো। যদি মৃতদেহের শরীরে পুনরায় জীবনের সঞ্চার ঘটে। সাপের কামড়ে মৃতের সংখ্যা বাড়তে থাকায় আতঙ্কে গ্রামবাসীরা পালিয়ে অন্য গ্রামে চলেও যায়। তা সত্ত্বেও আতঙ্কের পরিবেশ কমেনি বরং বেড়েছিল সাপের কামড়ে মৃতের সংখ্যা। বছরের পর বছর সাপের কামড়ে মড়ক লাগায় অবশেষে আজ থেকে প্রায় ৫২ বছর আগে পাড়ার মোড়লরা–মাতব্বর সাপের উপদ্রব নিয়ে বৈঠক করেন। বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় অকাল বোধনী মনসা পূজো দিয়ে এবং কলার ভেলা (মান্দাস) তৈরি করে মাতলা নদীতে ভাসিয়ে দিয়ে মাকে সন্তুষ্ট করে গ্রামে বসবাস করা হবে। পাশাপাশি পুজোর দিনে গ্রামের সমস্ত পরিবারে অরন্ধন পালিত হবে। আশ্চর্যের বিষয় গ্রামের মধ্যে মহা ধুমধাম করে অকাল বোধনী মনসা পুজো শুরু হতেই বন্ধ হয় সাপের উপদ্রপ। এরপরই গ্রামের মানুষজন গ্রামেই ফিরেই বসবাস শুরু করেন। সেই ৫২ বছর আগের নিয়মনীতি অনুযায়ী ইটখোলার দক্ষিণ বুধোখালি ও মধুখালি গ্রামের সকল পরিবারগুলি ভাদ্র মাসের শুরুতেই দেবী দশভূজার আগমনের আগেই অকাল বোধনী মনসা পূজোয় মেতে ওঠেন।

বিগত দিনের সেই নিয়ম রীতি অনুযায়ী সমগ্র গ্রামে অরন্ধন পালন করে মঙ্গলবার আয়োজিত হয়েছিল মা মনসা'র পুজো। সুন্দর ভাবে সুসজ্জিত করে সাজিয়ে তৈরি করা হয়েছিল কলার ভেলা (মান্দাস)। পুজোর শেষে কলার ভেলা (মান্দাস) মাতলা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এদিন অকাল বোধনী মনসা পুজো উপলক্ষে বিশ্বজিৎ সরদার, নারান সরদার, গণেশ চন্দ্র নস্কর, প্রণব হালদার, চন্দনা সরদার, সরলা সরদার সহ গ্রামের হাজার হাজার মানুষ মাতলা তীরে অকাল বোধনী মনসা পুজোয় মেতে উঠে মাতলা নদীতে নেমে কলার ভেলা ভাসিয়েছিলেন।

স্থানীয় যুবক তথা সমাজসেবী ইন্দ্রজিত সরদার জানিয়েছেন গ্রামের মোড়ল মাতব্বর সহ পরিবারের বাপ–ঠাকুর্দা'রা দীর্ঘদিন ধরেই এমন অকাল বোধনী মনসা পুজোর আয়োজন করে পুজো দিয়ে আসছেন গ্রামের মঙ্গল কামনায়। বিগত দিনের সেই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আজও গোলাবাড়ির প্রত্যন্ত এই গ্রামে নিষ্ঠা সহকারে মনসা পুজো হয়ে আসছে। যা দেখতে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের লোকজন ভিড় করেন।

প্রতিমা তৈরিতে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা

সঞ্জয় চক্রবর্তী

শরৎ মানেই সাদা মেঘের ভেলা। শিউলির ফুলের গন্ধ। কাশের বনে দোলা। আর বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গা পুজোর আগমনী সুর। সকলের মনে খুশির ছোঁয়া। মা উমা আসবে তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে বাপের বাড়ি। থাকবে বেশ কটি দিন। তারই খুশিতে আপামর বাঙালির আনন্দে মেতে ওঠা। খাওয়া দাওয়া সাজ সজ্জায় এক নতুনের ছোঁয়া। কেনা কাটার জন্য দোকানে দোকানে ভিড়। জামা–কাপড় থেকে খাদ্য সামগ্রী জুয়েলারির অলংকার কিংবা ঘর সাজানোর জিনিস। যে যার যতটা ক্ষমতা সাধ্যমত কেনা কাটার জন্য ব্যস্ততা নজর করে। পুজোর এই কটা দিন সকল দুঃখ যন্ত্রণা ভুলে আনন্দে মেতে ওঠা। যদিও করোনা মহামারিতে বহু মানুষ মারা গেছে। বহু পরিবার অর্থ সঙ্কটে ভুগছে। বহু মানুষের কাজ হারিয়ে অসহায়। ধীরে ধীরে এই মহামারী থেকে আবার মানুষ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। যার যেমন সামর্থ সে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলে কেনা কাটা সারছে। মায়ের কাছে প্রার্থনা করছে তাদের এই অবস্থার যেন উন্নতি হয়। সকলের সঙ্গে মৃৎশিল্পীরাও প্রতিমা তৈরির কাজ করে চলেছে জোর কদমে। হাওড়া প্রশস্থ এলাকা মৃৎশিল্পীদের এলাকা বলেই পরিচিত। এই এলাকার তেমনি এক উল্লেখযোগ্য মৃৎশিল্পালয় হল প্রয়াত কমল লাল শিল্পালয়। তার সকল ছেলেরাই এই শিল্পের সাথে যুক্ত।

প্রয়াত কমল লালের সুযোগ্য পুত্র শম্ভু পাল মহাশয় জানালেন এ বছর প্রতিমা বরাত ভালোই আছে। তবে বৃষ্টির জন্য মাঝে মাঝে অসুবিধা হচ্ছে। তার উপর বাঁশ, কাঠ, খড়, দড়ি ও রঙের দাম আগের তুলনায় অনেক বেশি। তাই যারা প্রতিমার বরাত দিচ্ছেন তাদের যেমন অসুবিধা হচ্ছে তেমনি যারা প্রতিমা বরাত নিচ্ছে তাদেরও অসুবিধা হচ্ছে। সামনে বিশ্বকর্মা পুজো, দুর্গা পুজো, লক্ষ্মী পুজো ও কালী পুজোর প্রতিমার বরাত ভালো আছে জানান। সকলকে পুজোর অগ্রিম শুভেচ্ছা ও সকলের শুভ কামনা জানান মৃৎশিল্পী শম্ভু পাল মহাশয়।

করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে সকলের সুরক্ষা বিধি মেনে বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গা পুজোয় মেতে উঠুক। সকলে নব আনন্দে জেগে উঠুক। তার সাথে অসহায় মানুষের পাশে থেকে তাদেরও এই পুজোয় এই আনন্দে সামিল হতে সাহায্য করুন সকলে মিলে। এই হোক আমরা মানুষ হয়ে মানুষের পাশে থাকার অঙ্গীকার। আর বাঙালির ঐতিহ্য বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজোয় মেতে উঠুক সকলে।

SATYA NARAYAN PUTUL NATYA SANSTHA
PRASENTED
TRAINING OF PUPPETRY
IN COLLABORATION WITH SANGEET NATAK AKADEMI.

10TH&11TH SEPTEMBER 2022
TIME:10AM-4PM
VENUE : JIBON MONDAL HAT, JOYNAGER, SOUTH 24 PGS. (NEAR BANK OF INDIA)
OUR FACILITIES:
*THE TRAINEES SHOULD BE ABOVE 12 YEARS OF AGE.
**CERTIFICATE WILL BE GIVEN AT THE END OF THE TRAINING.
**LUNCH IS PROVIDED FOR THE TRAINEES.
**ALL TRAINING MATERIALS WILL BE PROVIDED.
9733537720
SATYANARAYAN PUPPET DRAMA.COM

কালজয়ী কবিপত্র ও কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়

অবশেষ দাস
(শেষাংশ)

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের পর দীর্ঘ শতবর্ষ পেরিয়ে তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যে আবার মহাকবিতা রচিত হয়। কবি পবিত্র মোট সাতটি মহাকবিতা রচনা করেছেন। যা পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল ও ব্যতিক্রম। সাহিত্য সাধনার স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি অজস্র পুরস্কার ও সম্মান পেয়েছেন। কিন্তু সেই পুরস্কার ও সম্মানের চেয়ে পাঠকের ভালোবাসা ও তরুণ কবিদের আন্তরিক আনাগোনা তাঁর কাছে পরম প্রিয় ছিল বলে জানা যায়।

খুব ছেলেবেলায় তিনি মাকে হারিয়ে ছিলেন। পূর্ববঙ্গের বরিশালের আমতলীতে কবির জন্ম হলেও অকাল বিধবা মাসির হাত ধরে দেশভাগের পর কবি ঘোর অনিশ্চয়তা মাথায় নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন। সে অভিজ্ঞতা বড় ভয়ঙ্কর। কলকাতায় আসার কিছুদিন পর কবি বাবাকেও হারিয়ে ছিলেন। সর্বহারা কবি বিধবা মা মাসির অভিভাবকত্বে প্রচন্ড দারিদ্র ও অসুখ–বিসুখের মধ্যে দিয়ে কোনরকমে বড় হয়ে উঠেছিলেন। আগেও বলেছি, খুব কষ্ট করে লেখাপড়া শিখে ছিলেন। মানুষ হয়েছিলেন। চারিদিকের অন্ধকার ও প্রলোভন শুভ চেতনা ও শুদ্ধতার সাধককে কখনও বিপথগামী করতে পারেনি। এমনকি কবিতার জগতে সস্তা জনপ্রিয়তা ও বিপুল নাম যশের জন্য অনেকেই ভুল পথে পা দিয়েছিল। আপন সীমানা ছেড়ে অনেকেই বৃত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল। কবি পবিত্র দুর্মর একাগ্রতায় নিজের মত করে কবিতা চর্চা করে গেছেন। স্রোতের জোয়ারে গা ভাসিয়ে দেননি। বিদ্যালয়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার চমকার পরিবেশ ছিল। সেই পরিবেশে তিনি নিজেকে মেলে ধরবার অবকাশ পেয়েছিলেন। বাংলা কবিতার জগত চিরকালের এক নক্ষত্রকে পাবার সুদূর প্রতিধ্বনি যেন শুনতে পেয়েছিল সেই সময় – পর্ব। তাঁর কিশোর বয়সের সেই আগ্রহ ও মনোযোগ সাহিত্যজগতে আজ গভীর শ্রদ্ধা ও মর্যাদার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। সমকালের কোনো কবি ও লেখকের লেখার সঙ্গে তাঁর কোনো সাদৃশ্য ছিল না। বরং সবার চেয়ে আলাদা লেখাটাই ছিল তাঁর ধ্যান–জ্ঞান। এমনকি পূর্বসূরীদের প্রভাব মুক্ত হবার জন্য তিনি অত্যন্ত সচেতন ভাবে কলম ধরেছেন। একজন বালককে তার মা বারবার সাবধান করে দেয় , বারবার বলে দেয় দেখে পথ চলবার কথা। এক ধার দিয়ে পথ চলার কথা। যাতে কোনো দুর্ঘটনা না ঘটে। বাপ–মা হারা পবিত্রকে এইভাবে বলবার মতো তেমন কেউ ছিলো না। বিশেষত কবিতা লেখার ক্ষেত্রে তাঁকে কেউ সাবধান করে নি। বরং তিনি চিরসাবধানী হয়ে লিখেছেন। কোন দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে দীর্ঘ পথ তিনি কবিতার সঙ্গে পাড়ি দিয়েছেন। তিনি একজন স্বতন্ত্র কবি হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। কিন্তু একজন কবিকে জানতে ও বুঝতে হলে যে মেধা ও অধ্যাবসায়ের প্রয়োজন তা অনেকেরই নেই বলেই মানুষ পবিত্রকে আবিষ্কার করতে পারলেও কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে আবিষ্কার করছে তারা পুরোপুরি ব্যর্থ। একজন মহান কবির স্বরূপ উপলব্ধি করতে না পারাটা কবির কোনো ব্যর্থতা নয়, এই ব্যর্থতার দায় সম্পূর্ণভাবে অন্যদের। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে একথাটি সর্বাগ্রে প্রযোজ্য বলে মনে করি।

অগ্নিশুদ্ধ অন্তরের কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে নিবিড় করে পাওয়ার সৌভাগ্য খুব বেশিদিন হয়নি। কবি হিসাবে তাঁর উচ্চতা ও আভিজাত্য উপলব্ধি করবার সন্ধিক্ষণ থেকেই তাঁর কবিতাকে আপন করে নিয়েছি। এমন স্বতন্ত্র উচ্চারণ, শিল্পিত ও দক্ষ নির্মাণ কৌশল তাঁর সমকালের কবিদের মধ্যে খুব একটা দেখা যায় ন। শুধুমাত্র সমকাল নয়, কালের গণ্ডি পেরিয়ে তিনি চিরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হয়ে উঠেছেন।

১৯৯৯ সালে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা পত্রপত্রিকা সমিতির বার্ষিক সম্মেলনে উপস্থিত থাকবার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। আশুরালী গ্রামোন্নয়ন পরিষদের প্রাণপুরুষ তথা দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার লোকসংস্কৃতি অনুসন্ধানের এক কালজয়ী ব্যক্তিত্ব অমৃত লাল পাড়ুই মহাশয়ের ডাকে এই সম্মেলনে যোগ দিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম , 'কবিপত্র' ও তার সম্পাদক কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে। সেদিন কবির কবি সম্পাদক মহাশয় উপস্থিত ছিলেন না। কোনো একজনের আন্তরিক উদ্যোগে সেদিনের প্রদর্শনীতে অনেকগুলো পত্রপত্রিকার সঙ্গে 'কবিপত্র' হাজির হয়েছিল। পত্রিকার একটি পাতাতে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নাম দেখতে পাই। কয়েক মিনিট হাতে নিয়ে খুব পছন্দ হয়ে যায় এই পত্রিকা। সাজানো–গোছানো ঝকঝকে একটি পত্রিকা। লেখক তালিকা বেশ সমৃদ্ধ। বড় বড় কবিদের নাম। তারপর বেশ কিছু দিন চলে যায়। অমৃত বাবু , কবি সৌমিত বসু , কবি অরুণ পাঠক প্রমুখের বিভিন্ন কথাবার্তায় কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নামটা ফিরে ফিরে আসে। তারপর বিদ্যানগর কলেজে পড়ানোর সূত্রে কবি ও অধ্যাপিকা বনানী চক্রবর্তীর কাছে কবি জীবন ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে বহু কথা জানতে পারি। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি দিনে দিনে বাড়তে থাকে। তারপর একদিন আলাপ হয়ে যায়। প্রথম আলাপে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। সমুদ্র ক্ষুদ্র নুড়িবালিকে এইভাবে জড়িয়ে ধরতে পারে তা জানা ছিল না। কলেজের একটি প্রদর্শনী সূত্রে পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে যাওয়া। তীর্থের মতো সেই ঘরবাড়ি। চারিদিকে অজস্র পত্রপত্রিকা, পুরস্কার– সম্মাননা, কাব্যগ্রন্থ ছড়িয়ে আছে। স্মৃতিবিজড়িত অজস্র গল্প ছড়িয়ে আছে। নতুন একটি মানুষকে দেখে সেই ঘরবাড়ি সেদিন আশ্চর্য না হলেও গোপনে গোপনে বলেছিল, কত কবি এলো গেল, কত কথা বলে গেল, আমি তার সবটুকু জানি। তুমিও একদিন নির্ঘাত আমাকে ভুলে যাবে। তবু আত্মজনের স্বীকৃতি তুমি পাবে। ঠিক এইভাবে কবির ঘরবাড়ির অব্যক্ত বক্তব্য আমার মরমে দুঃখ জাগানিয়া কিছু মনের কথা বলছিল। আমি মহাকালের সামনে দাঁড়িয়ে সব কথা মন দিয়ে শুনছিলাম। হ্যাঁ, ততদিনে তাঁর হৃদয়ের সম্মোহনী শক্তিতে তিনি আমাদের আপন করে নিয়েছেন। লেখালেখি নিয়ে প্রচুর আলোচনা। তাঁর ছোট ছোট কথা, মতামত ও পরামর্শ কবিতা লেখার ক্ষেত্রে পরবর্তীকালে অনেক দরজা খুলে দিয়েছে। তাঁর ঐতিহাসিক ঘরে বসে চা পান করার অভিজ্ঞতা, মিষ্টিমুখ করার আনন্দ আজও অন্তর আলো করে দেয়। তাঁর অজস্র বইপত্র ও পুরস্কার দিয়ে কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রদর্শনী বেশ মনোমুগ্ধকর হয়েছিল। প্রথমদিকে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে খুব জড়তা অনুভব হতো। একে একে সাবলীল স্বাচ্ছন্দ্য চলে আসে।

মানুষটা বড় স্বল্পভাষী ছিলেন। ছোট ছোট বাক্য বলতেন। চোখের দিকে তাকিয়ে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করতেন। অনেকগুলি বই উপহার দিয়েছিলেন। 'কবিপত্র' এর বিশেষ কয়েকটি সংখ্যা। মণি–মাণিক্যের মত সযত্নে রাখা আছে, আমার বাবুই পাখির মত ছোট্ট জীবনের আশ্চর্য দ্যোতনায় ভরা সাধারণ সংগ্রহশালায়। মাঝেমধ্যে দূরভাষ মারফত কথা হয়েছে। বেশ কিছুদিন একদম যোগাযোগ ছিল না, নিজের কিছু ব্যস্ততা আর খামখেয়ালীপনার জন্য। কিন্তু তাঁর প্রতি আন্তরিক মনোযোগ ও একাগ্রতায় কখনো ঘাটতি হয়নি। সবকিছুই তো ঠিকঠাক ছিল। কিছুদিন আগে শুনেছিলাম, উনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। আবার সুস্থ হয়ে ওঠার খবরও পেয়েছিলাম। কিন্তু তারা খসার মতো এইভাবে সকলের অসাক্ষাতে তিনি চলে যাবেন, ভাবতেই পারিনি। বকখালি কবিতা উৎসবের একটি ঝলমলে দুপুরের কথা মনে পড়ছে। একটু দেরি করে উনি পৌঁছে ছিলেন। কবি সৌমিত বসু , কবি শান্তনু প্রধানদের আমন্ত্রণে তিনি পৌঁছে ছিলেন সেই জনবহুল কবিসভায়। শতাধিক কবি–সাহিত্যিক উপস্থিত ছিলেন, এই কবিতা উৎসবে। সেদিন দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় সত্যিই চাঁদের হাট বসে ছিল। বড় বড় গাছে ঝুলে থাকা শাখা–প্রশাখায় সারা রাজ্যের কবিদের কাব্যগ্রন্থ ঝুলন্ত ফুল পাতা ফলের মতো বাতাসে দুলছিল। আলো–ছায়া মাখা পরিবেশে কবিতার বই ও পত্রপত্রিকার এমন সুন্দর প্রদর্শনী হতে পারে যে ভাবা যায় না। সেদিন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের উপস্থিতি একটা আলাদা মাত্রা পেয়েছিল। উপস্থিত অনেকেই সেদিন তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করছিলেন। আমি মনে মনে শত সহস্রবার তাঁকে প্রণাম করে নিয়েছি ততক্ষনে। প্রায় সারাদিন দিনের শেষবেলা পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে সঙ্গে ছিলাম। তরুণ কবিদের হইচই, লাগামছাড়া হুল্লোড় তাঁকে ক্লান্ত করতে পারেনি। তাঁর আচরণে, ভাবে ও ভাষায় বোঝার উপায় নেই যে, আধুনিক বাংলা কবিতার শাসক হয়ে তিনি ষাটের দশক থেকে শতাব্দী পেরিয়ে বাংলা কবিতাকে শাসন করে চলেছেন। তিনি বেশ মনোযোগের সঙ্গে তরুণ কবিদের কবিতাপাঠ শুনলেন। নাতিদীর্ঘ একটা বক্তব্য রাখলেন। খুব ছোট একটা কবিতা পড়লেন। সবাইকে আদর ও আশীর্বাদ করলেন। একজন অভিভাবক স্থানীয় অগ্রজ কবি তরুণ কবিদের প্রতি কতখানি আন্তরিক ও স্নেহপরায়ণ হতে পারেন তা স্বচক্ষে দেখলাম। তাঁর রণক্লান্ত চোখের ভাষা সেদিন পড়তে পারিনি, বুঝতে পারিনি, ভেবেছিলাম তিনি সবাইকে দেখছেন। হ্যাঁ, তিনি সবাইকেই দেখছেন। তাঁর এই দেখার মধ্যে মন খারাপের সুর ছিল। তিনি পাওয়ার চেয়ে হারিয়েছেন বেশি। মা, বাবা, জন্মভূমি, দেশ সবই হারিয়েছেন। বার্ধক্যের চরম আনুগত্যে জীবনও হারিয়ে যাবে, নিঃসন্দেহে। জীবনের চারপাশে পুঞ্জীভূত আনন্দ, বিপন্ন বিস্ময় সবকিছু সরে যাবে, নির্ভীক সময়ের ধুলোবালিছাইয়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবে, জীবনের শেষ প্রশ্বাসে। কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় সারাজীবন ধরে আমাদের সামনে যে লক্ষ্য ও প্রতিশ্রুতি রেখে গেলেন, তার সঠিক পর্যবেক্ষণ অধ্যায়ন করা আমাদের ষোলআনা জীবনীশক্তির দায়িত্ব। তিনি বিদ্যানগর কলেজের গৌরবময় ইতিহাসকে আলোকিত করেছেন। বিদ্যানগর কলেজে পড়ানোর জন্য আমি নিজেও বারেবারে গর্বিত হয়েছি। কেননা, ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়, আধুনিক মহাকবিতার পুনরুদ্ধার করা কবির কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নাম এই কলেজের গৌরবের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। একবিন্দু ঠাঁই পেয়ে আমিও তাঁদের নামের আলোয় যেন আলোকিত হতে পেরেছি। বিদ্যানগর কলেজের পূজনীয় অধ্যাপক ও প্রাবন্ধিক শুভেন্দু বারিক মহাশয়ের কাছেও কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে অনেক কিছুই জেনেছি। মুগ্ধ হয়েছি। কবিতার জলসাঘরে বসে কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়কে নিরন্তর অঞ্জলি দিয়েছি। একটা দেশ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানবার পরেও আরও অনেক অনেক কিছু জানবার অবকাশ থেকে যায় । অনুরূপভাবে তাঁর সম্পর্কে কিছুই জানা হয়নি বলে আমার বিশ্বাস। তাঁর জীবনের টুকরো টুকরো কিছু ঘটনা, কয়েকটি কাব্যগ্রন্থ আর হাতেগোনা কয়েকটি প্রবন্ধ পড়লে আধুনিক বাংলা কবিতার নিরলস সাধক কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছুই জানা হয় না। বর্তমান ও ভাবীকালের পথ ধরে শিল্প–সংস্কৃতির শাখা প্রশাখায় যারা প্রদক্ষিণ করতে আসবেন তাঁদের কাছে বিনীত অনুরোধ জানাই, ঝকঝকে চকচকে পৃথিবীর কাছে মেধা,অধ্যাবসায় ও প্রতিভার বিচ্ছুরণ নেই, আছে শুধু বিজ্ঞাপন, আত্মপ্রচার, দলবাজি, সত্যকে পা দিয়ে সরিয়ে মিথ্যাকে প্রতিষ্ঠা করবার মিথ্যা প্রচেষ্টা। ইতিহাস ঘূণ ধরার সমাজের উপর দাঁড়িয়ে এই মিথ্যাচারিতার ঘৃণ্য কারবারিদের ছুঁড়ে ফেলে দেবে। আর মহাকাল কোলে তুলে নেবে, চিরসত্যকে। তথাকথিত জনপ্রিয়তা, লেখালেখি, প্রশংসা ও বন্দনার প্রয়োজন কবি পবিত্র মুখোপাধ্যায়ের নেই। জীবনানন্দ পরবর্তীকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে তাঁর স্বীকৃতি যথার্থ বলে মনে করি। তিনি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। আমাদের আত্মজন ও খুব কাছের নক্ষত্র । তাঁর একটি কথা অন্তরে শাশ্বত শ্লোক হয়ে বাজে, লাগামছাড়া জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে দৃঢ় পদক্ষেপে, আবার সামনে এগিয়ে দেয়, উজাড় করা জীবনীশক্তির আহ্বানে যে যাবে অনেক দূর তাকে বলি, ধীর পায়ে হাঁটো।

চর্মগোলকের লড়াই ছিল যুদ্ধেরই নামান্তর

অরিঞ্জয় মিত্র

করোনা অতিমারির প্রকোপ কমেছে। গোটা বিশ্বেই ফুটবল ফিরেছে স্বমহিমায়। এবছর কাতার বিশ্বকাপের তোড়জোড় চলছে। বাংলাতেও ফিরেছে ফুটবল। ঐতিহ্যের ডুরান্ড চলছে, কলকাতা লিগ চলছে। জনপ্রিয়তা, উন্মাদনা ফিরে আসছে বল দখলের লড়াইয়ে। কিন্তু এই লড়াই তো আর একদিনে তৈরি হয়নি। উপমহাদেশে ব্রিটিশদের হাত ধরেই এসেছিল ফুটবল। আর উপমহাদেশের ফুটবলের হাতেখড়ি হয়েছিল এই বাংলাতেই। কেমন ছিল সে সময়ের ফুটবল? ফুটবল খেলাটা এখানে এতো জনপ্রিয়ই বা হলো কী করে? এই কৌতূহল স্বাভাবিক। ঠিক প্রথম ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়, তার নির্খুত দিন-ক্ষণ সেভাবে জানা যায় না। ১৮৬০ সালে রাগবি আর ফুটবল আলাদা খেলা হিসেবে স্বীকৃতি পায়। তখনো ফুটবলের নিয়মকানুন আধুনিক ফুটবলের মত পরিপক্ক হয়নি। সেই ১৮৬০ সালেই ভারতবর্ষে খেলতে আসে রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স আর্মি। তারা তখন শখেই ফুটবল খেলত। সেই দলের খেলার মূলমন্ত্রই ছিল শুধুই আনন্দ বিতরণ। অবশ্য খোদ ইংল্যান্ডেও তখন ফুটবল ছিল নিছক একটা বিনোদনই। পেশাদারিত্বের নাম গন্ধও ছিল না। নেটফ্লিক্সের 'দ্য ইংলিশ গেম' দেখে থাকলে তখনকার ফুটবলের অবস্থা জানারই কথা। পরবর্তীতে রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স ইংল্যান্ডেই খ্যাতনামা ফুটবল দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭২-তে প্রথম এফএ কাপের ফাইনালেও ওঠে তারা। খেলাটি হয়েছিল কেনিংটনের ওভাল স্টেডিয়ামে। যা এখন ক্রিকেটের অন্যতম বিখ্যাত ভেন্যু। ওয়ান্ডারার্স ক্লাবের (বোল্টন ওয়ান্ডারার্স নয়) কাছে হেরে অবশ্য শিরোপা আর জেতা হয়নি তাদের। তবে ৩ বছর পর রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স প্রথমবারের মত এফএ কাপে বিজয়ী হয়।

অবশ্য বেশিদিন বিনোদন দেওয়া ও নেওয়ার ভেতর অবশ্য সীমাবদ্ধ ছিল না ফুটবল। ব্রিটিশরা যেখানেই গেছে সঙ্গে করে করে গেছে চর্মগোলক। ভারতবর্ষের ফুটবলের সঙ্গে পরিচিতিটা ওই রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স দলের কাছ থেকেই।

রয়্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স আর্মি ফুটবল দল, কলকাতায় ভারতবর্ষে প্রথম ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৮-এ। ইংরেজ কোম্পানি ট্রেডস অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করে ট্রেডস ক্লাব। সেখানে যদিও ভারতীয়রা খেলার সুযোগ পেত না। খেলত মূলত বিলেতিরাই। এরও আগে অবশ্য 'ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব' নামে এক দল ছিল বাংলায়। কিন্তু সে ক্লাবে ঠিক ফুটবল নয়, খেলা হত রাগবি। তাও অবশ্য ভুল করে। ইচ্ছে ছিল ফুটবল খেলার, সেটা হয়ে গিয়েছিল রাগবি!

বাংলা তথা ভারতবর্ষের ফুটবলের পথিকৃৎ বলা হয় নগেন্দ্র প্রসাদ সর্বাধিকারীকে। ফুটবলের

জন্য সর্বস্ব বিকিয়েছিলেন ভদ্রলোক। ১৮৭৮-তে কলকাতা হেয়ার স্কুলের ক্লাস সিক্সের পড়ার সময় থেকে ফুটবলের সঙ্গে তাঁর প্রেম। বন্ধুদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে বল কিনে এনেছিলেন এক ইংরেজের দোকান থেকে। খেলা শুরু হয়েছিল স্কুলের মাঠেই। হেয়ার স্কুলের ঠিক পাশেই কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ। কলেজের ছেলেরাও এসে ভিড় জমাতো। মাঠের এলোপাথাড়ি বল গুঁতোনোর এই খেলাতেও দর্শকের অভাব হত না!

প্রেসিডেন্সির ছেলেদের সঙ্গে একদিন খেলা দেখতে গিয়েছিলেন কলেজের ব্রিটিশ অধ্যাপক বিভি স্ট্যাকও। তিনিই ভুলটা ভাঙিয়ে দিলেন, তোমরা যা খেলছ এটা তো ফুটবল না, রাগবি। মজার ব্যাপার হলো যে বলে খেলা হচ্ছিল সেটাও ছিল রাগবি বল। পরে অধ্যাপক স্ট্যাক ছেলেদের একটি ফুটবল কিনে উপহার দেন। ইংল্যান্ডের ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনে প্রণয়ণ করা ফুটবলের নিয়মকানুনগুলোও শিখিয়ে দেন।

সেই নগেন্দ্র প্রসাদ স্কুল ছেড়ে প্রতিষ্ঠা করেন আরেক ফুটবল দল। নাম দেন ওয়েলিংটন ক্লাব'। নগেন্দ্র প্রসাদ আগাগোড়া তখন থেকেই ফুটবলে বুঁদ হয়ে থাকা এক তরুণ। শোভাবাজার ক্লাব নামে আরও একটি দল সে বছরই গড়ে ওঠে হাতে। ওই ক্লাবের প্রতিনিধিত্ব করতেই আইএফএ (ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন) এর প্রথম সভায় যোগ দিয়েছিলেন নগেন্দ্র প্রসাদ।

ভদ্রলোকের জীবন এতোটাই ফুটবলময় যে সেটা সিনেমার পান্ডুলিপির জন্য অতি রসালো বস্তু। সম্প্রতি কলকাতার চলচ্চিত্র পরিচালক ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায় নগেন্দ্র প্রসাদের জীবনী নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন।

আইএফএ শিল্ড ভারতবর্ষের প্রাচীনতম ফুটবল টুর্নামেন্ট। প্রতিষ্ঠার বছর ১৮৯৪ সালেই এর প্রথম আসর বসে। ১৯১০ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ-ভারতের বিভিন্ন সামরিক ঘাঁটির ফুটবল দলগুলোই নিয়মিত চ্যাম্পিয়ন হত এই টুর্নামেন্টে। সেই ধারা মোহনবাগান ভাঙল ১৯১১ সালে। বরিশালের ছেলে শিবদাস ভাদুড়ির অধিনায়কত্বে প্রথম ভারতীয় দল হিসেবে আইএফএ শিল্ড জয় করে। ইস্ট ইয়র্কশায়ার রেজিমেন্টকে ২-১ গোলে হারানোর দিনটা আসলে পুরো বাংলাকেই নাড়িয়ে দিয়েছিলেন নতুন করে।

মোহনবাগানের এই জয় ছাপিয়ে গিয়েছিল ফুটবলও। ফুটবল তখন ভারতীয়, বিশেষত বাঙালিদের কাছে ছিল ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেরই নামান্তর। ব্রিটিশরা খেলতো বুট পায়ে, আর বাঙালিরা খালি পায়ে। গায়ে গতরেও ব্রিটিশরা ছিল বড়সড়। কিন্তু বাঙালিরা ব্রিটিশদের প্রতিরোধ করতো অদ্ভুত সব টেকনিক দিয়ে। যুদ্ধে তো আর পারা যাবে না! ফুটবল মাঠে তো রক্ত মাংসের এগারো বনাম এগারো! সময়ের সঙ্গে ফুটবলই হয়ে উঠেছিল ইংরেজদের শোষণের বিরুদ্ধে বাঙালির 'কোল্ড ওয়ার'। আর এই 'যুদ্ধই' ফুটবলকে রাতারাতি জনপ্রিয়তা পাইয়ে দিয়েছিল বাংলায়। বাংলার ফুটবলের জনপ্রিয়তায় ভাদুড়ি পরিবারের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। শিবদাস ভাদুড়ির ভাই রামদাস ভাদুড়ি ঢাকার ওয়েলিংটন ফুটবল ক্লাব প্রতিষ্ঠাতা। এই ক্লাবের নামই পরে হয়, উয়ারি ক্লাব। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ক্লাবটি আইএফএ শিল্ডে প্রথম খেলার সুযোগ পেয়েছিল ১৯১৪ সালে। যতদূর জানা যায়, পূর্ববাংলার ফুটবলের শুরু হয় ঢাকা কলেজের মাঠে। এক ব্রিটিশ অধ্যাপক এখানেও রেখেছেন ব। ভূমিকা। অল্প সময়ের মধ্যেই ফুটবল ঢাকায়ও ব্যাপক জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। গড়ে ওঠে ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন। এই ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনকে প্রাদেশিক সংগঠন হিসেবে মর্যাদা দিয়েছিল ইন্ডিয়ান ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন।

ফুটবলের গোড়ার দিকে ইংলিশ ক্লাব কোরিন্থিয়ান একরকম বিপ্লব ঘটিয়েছিল। ফুটবলের স্পোর্টসম্যানশিপের ধারণাটাই আসলে প্রবর্তন করেছিল তারা। তাদের গভীর বিশ্বাস ছিল কোরিন্থিয়ান ক্লাবের কেউ কখনও প্রতিপক্ষকে ফাউল করতে পারে না। তাই প্রতিপক্ষ পেনাল্টি পেলে কোরিন্থিয়ান ক্লাব গোলরক্ষক সরে যেতেন এক পাশে। প্রতিপক্ষকে নির্বিঘ্নে গোল করতে দিত। আর নিজেরা পেনাল্টি পেলে বল মারতেন বারপোস্টের ওপর দিয়ে উড়িয়ে। ফুটবল বিশ্বময় ছড়িয়ে দেওয়ায় বড় অবদান এই ক্লাবের। রিয়াল মাদ্রিদ পর্যন্ত এই ক্লাবের দেখাদেখি নিজেদের জার্সির রঙ বেছে নিয়েছিল সাদা। আর ব্রাজিলের করিন্থিয়াস তো নামটাই ধার করে নিয়েছিল এই ক্লাবের কাছ থেকে।

১৯০০ শতকের শুরুর দিকে নিয়মিত বিশ্বভ্রমণ করতো কোরিন্থিয়ানরা। ১৯১০ সালে সফর ছিল ব্রাজিলে। ফ্লুমিনেন্সকে দুই খেলায় হারায় ১০-১ আর ৮-১ গোলে হারায় ব্রিটিশ ক্লাবটি। সাও পাওলো ক্লাব কোরিন্থিয়ানদের কাছে পরাজিত হয় ৮-২ গোলে। কোরিন্থিয়ানদের খেলায় মুগ্ধ হয়ে সাও পাওলো ক্লাব তাদের নামই পরিবর্তন করে ফেলে। নতুন নাম হয় স্পোর্ট ক্লাব কোরিন্থিয়ান পলিস্তা। যা সাও পাওলো কোরিন্থিয়ান হিসেবেই সারা বিশ্বে পরিচিত। ব্রাজিল ফুটবল দলে অসংখ্য ফুটবলার উঠে এসেছেন এই ক্লাব থেকে। এর মধ্যে রয়েছেন সক্রেটিস, রোনাল্ডো ফেনোমেনন, আদ্রিয়ানো, দিদা সহ অনেকে। দুই আর্জেন্তাইন কার্লোস তেভেজ আর জেভিয়ের মাসচেরানোও ইউরোপে আসার আগে সাও পাওলো ক্লাবের হয়ে মাঠ মাতিয়েছেন।

ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় পরাজয়, ১১-৩ গোলের। তাও কোরিন্থিয়ান দলের বিপক্ষেই। ১৯০৪ সালের রেকর্ডটা এখনও টিকে আছে।

বিলেতের সেই কোরিন্থিয়ান ক্লাব ভারতে এসেছিল ১৯৩৭ এ। এর আগে বার্মা ও চিনে সব ম্যাচ জিতে দারুণ ছন্দে ছিল তারা। কলকাতায়ও প্রথম ম্যাচে সহজ জয় পেয়ে কলকাতা মহমেডানের সঙ্গে ড্র করেছিল তারা।

সারা দুনিয়ার দলগুলোকে নাকানিচোবানি খাওয়ানো সেই কোরিন্থিয়ান দল জিততে পারেনি শুধু ঢাকায় গিয়ে। ঢাকা স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ১-০ গোলে হেরে ফিরেছিল তারা। যে দল ব্রাজিলেও কোনও ম্যাচ হারেনি, গোলের বন্যা বইয়ে দিয়ে ইংল্যান্ডেও জিতত নিয়মিত, তারাই ঢাকা থেকে বাঙালিদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ফিরেছিল খালি হাতে! এজনাই হয়তো ম্যাচের পরে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে কোরিন্থিয়ান দলের অধিনায়ক পি ক্লার্ক বলেছিলেন, বাংলার রয়েল বেঙ্গল টাইগারের নাম শুনেছিলাম, এবার চোখে দেখলাম।

ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে

বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৯ আগস্ট ছিল হকির যাদুকর ধ্যানচাঁদের জন্মদিন। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে দেশ জুড়ে পালিত হল ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে। ভারত সরকারের যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রকের অধীনস্থ সংস্থা বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের উদ্যোগেও ওই দিন ক্যানিং-২ নম্বর ব্লকের তাম্বুলদহ-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন চ্যাংদোনা ধাড়া পাড়া বিবেকানন্দ সেবা সংঘের ব্যবস্থাপনায় ন্যাশনাল স্পোর্টস ডে উদযাপিত হয়। গ্রামীণ এলাকার প্রায় এক হাজার পুরুষ মহিলা ছাত্র-ছাত্রী-শিশুরা বিভিন্ন খেলায় অংশগ্রহণ করে। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল, অ্যাথলিটে অংশগ্রহণ করে পুরুষ ও মহিলারা। মোট ৬টি ইভেন্ট ছিল। মশাল দৌড় ও জাতীয় পতাকা হাতে র‍্যালি ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বারুইপুর নেহেরু যুব কেন্দ্রের ডেপুটি ডিরেক্টর ডাঃ রজতশুভ্র নস্কর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের সাংগঠনিক সম্পাদক মানস নস্কর, প্রশিক্ষক কামিনীকুমার গুছাইত ও এলাকার জনপ্রতিনিধিরা। অনুষ্ঠানটি সামগ্রিকভাবে সফল ও সার্থক হয়ে ওঠে।

ভেটারেন্স টেবল-টেনিসে জয়ী হলেন অশোক

নিজস্ব প্রতিনিধি : শ্রীনগরে ন্যাশানাল মাস্টার্স টেবল-টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় ৮৪ বছরের অশোক কুমার পাইন তৃতীয় স্থান দখল করেন। চলতি বছরের ২৩-২৮ আগস্ট হিমাচল প্রদেশের শ্রীনগরে চেরি কাশ্মীর ইন্ডোর স্টেডিয়ামে মাস্টার্স টেবিল টেনিসের আসর বসে।

সেখানে চুঁচুড়া পিপুলপাতি কদমতলার বাসিন্দা অশোক অংশগ্রহণ করেন। সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ১২০০ জন ভেটারেন্স প্রতিযোগী অংশ নেয়। এর মধ্যে বাংলা থেকে ৪৫ জন সুযোগ পায়। এদের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন হন তামিলনাড়ু, ১০ হাজার টাকা আর্থিক পুরস্কার পায়। দ্বিতীয় কলকাতার ৭ হাজার টাকা এবং তৃতীয় অশোকবাবু ৫ হাজার টাকা পুরস্কার পান। বাংলার অন্যতম তিনি সবচেয়ে বয়স্ক থাকার দরুণ জম্মু-কাশ্মীরের রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রী শাল দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। আপাতত অসাধারণ আত্মবিশ্বাস যোগ্য ২৯টি পদকের খেতাব জয়ী হয়েছেন। সবাইকে একটা জায়গায় থামতে হয়। উনি অবসর ভেঙে মূলস্রোতে বিরাজ করছেন। লা-জবাব, আমাদের তরফে একরাশ শুভেচ্ছা রইল।

আশা জাগাচ্ছে মহমেডান

দিবাকর মল্লিক : কলকাতার তৃতীয় প্রধান হিসেবে নিঃসন্দেহে উচ্চারিত হয় মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের। মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের চেয়ে সাদা-কালো ব্রিগেডের ঐতিহ্য বা পরম্পরা কোনওঅংশে কম নয়। তাও সেই মহমেডান কীনা গত কয়েকবছরে প্রায় তলিয়ে যেতে বসেছিল। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল নিয়ে প্রচুর আলোচনা হলেও মহমেডান নামটি যেন বাঙালির আবেগের অভিধান থেকে বেমালুম মুছে যাচ্ছিল। সেই জায়গা থেকেই প্রায় অলৌকিক প্রত্যাবর্তন ঘটাল মহমেডান। ডুরান্ড কাপে মহমেডানের জয়ের রথে যেভাবে আইএসএলের দুই দল গোয়া এফসি এবং কেরল চাপা পড়ল তাতে করে এই ধারনাটা আরও মজবুত হয়েছে। দু-তিনবছর আগে মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল যখন আইলিগে রমরমিয়ে খেলছে তখনও দেখা গিয়েছে মহমেডান আই লিগের দ্বিতীয় ডিভিশনে কোনওরকমে ভেসে রয়েছে। সেই জায়গা থেকে মহমেডান স্পোর্টিং স্পুটনিকের মতো ঘুরে দাঁড়িয়েছে। এই মুহূর্তে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গলের চেয়েও মহমেডান দলকে অনেক শক্তিশালীও মনে হচ্ছে। দেখতে হবে আগামীতে সবুজ-মেরুন বা লাল-হলুদের সামনে সাদা-কালো শিবির তাদের এই সাফল্যের ধারা অব্যাহত রাখতে পারে নাকি। তবে এটা ঠিক মহমেডান কর্তাদের সদর্থক ও আধুনিক মনোভাব আজ এই ইউ টার্ন নিতে সাহায্য করছে।

এশিয়া কাপে অনায়াস জয়ের পথে টিম ইন্ডিয়া

পারঙ্গম শাস্ত্রী

এশিয়া কাপ অভিযানে ইতিমধ্যেই শেষ চারে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। প্রত্যাশামতোই এই ঘটনা ঘটলেও ভারত কিন্তু পাকিস্তান ম্যাচে হার্দিক পাণ্ডিয়া-রবীন্দ্র জাদেজা এবং হংকং ম্যাচে সূর্যকুমার যাদব-বিরাট কোহলি জুটির কোলাজ সাফল্যের সঙ্গে আহরণ করেছে। যা প্রমাণ করেছে ঠিক পথেই এগোচ্ছে ভারতীয় ক্রিকেট। সূর্যকুমার যেসব শটের মিশেল ঘটিয়েছেন তার ইনিংসে তা ক্রিকেটের নয়া ফর্মা লিখতে বাধ্যতে। অন্যদিকে, দীর্ঘদিন পর বিরাট হাফ সেঞ্চুরি পেয়েছেন। পাকিস্তান ম্যাচে অল্পের জন্য মিস হয়েছিল কিন্তু হংকংয়ের বিরুদ্ধে বিরাটের ছন্দে ফেরা শুধু ভারতের জনাই নয়, ক্রিকেটের পক্ষেও বড় বিজ্ঞাপন। এরসঙ্গে যোগ করতে হচ্ছে অলরাউন্ডার হার্দিক পাণ্ডিয়া এবং রবীন্দ্র জাদেজার অদমনীয় হয়ে ওঠা।

গত মাস দুয়েকের মধ্যে ইংল্যান্ড, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং জিম্বাবোয়ে সফর জিতে হ্যাটট্রিক করেছে টিম ইন্ডিয়া। যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণও বটে। রোহিত শর্মা সব ম্যাচ না খেলায় কখনও শিখর ধাওয়ান আবার কখনও হার্দিক পাণ্ডিয়াকে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে। ঋষভ পন্থও কিছু ক্ষেত্রে ক্যাপ্টেনশিপ ক্যাপ মাথায় চড়িয়েছেন। ইংল্যান্ডের সঙ্গে একটিমাত্র টেস্টে যশপ্রীত বুমরাকেও অধিনায়কত্বের দায়িত্বে দেখা গিয়েছে। যদিও টেস্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রসঙ্গ।

একদিন ও টি-২০ সিরিজে ভারত রোহিতের বিকল্প হিসেবে যে ঋষভ পন্থ ও হার্দিক পাণ্ডিয়াকে পেয়ে গিয়েছে তা ইতিমধ্যে পরিস্কার। প্রথমবার আইপিএল খেলতে নামা গুজরাট-দলকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য হার্দিক সবার নজরে পড়েছেন। রোহিতের অনুপস্থিতিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের মাটিতেও হার্দিক তার দুরন্ত অধিনায়কত্বের ছোঁয়া রেখেছেন। যা আগামীর পক্ষে অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক। ভারতীয় ক্রিকেট সম্পর্কে যাঁরা ওয়াকিবহাল তাঁদের

মতে আগামী দিনে কোনও না কোন ফর্ম্যাটে দেশকে নেতৃত্ব দিতে দেখা যাবে হার্দিক পাণ্ডিয়াকে। এশিয়া কাপেও পাক বধে হার্দিক দুরন্ত হয়ে উঠেছেন শেষ ওভারে জয়ের ছক্কা হাঁকিয়ে। যা নিঃসন্দেহে চেতন শর্মার বলে জাভেদ মিয়াঁদাদের ছয় মেরে ম্যাচ জেতানোয় প্রলেপ লেপেছে। এতবছর, কিংবা দশক পরে হলেও জ্বালা জুড়িয়েছে তামাম ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীর।

এশিয়া কাপের দলেও প্রত্যাশিতভাবেই পুরনো ও নতুনদের সংমিশ্রণ লক্ষ্য করা গিয়েছে। অধিনায়ক রোহিতের পাশাপাশি বিরাট কোহলি তাঁর প্রত্যাবর্তন ঘটিয়েছেন প্রত্যাশামতোই। ফিরেছেন সহ-অধিনায়ক কে এল রাহুলও। এদের পাশে উজ্জ্বলতম উপস্থিতি ঋষভ পন্থ ও সূর্যকুমার যাদবের মতো দুই ম্যাচ উইনারেরও। দীনেশ কার্তিকের মতো প্রবীণ ও দীপক হুদার মতো নবীনের ভারসাম্যও এই দলে বজায় আছে। অলরাউন্ডার হিসেবে ধরা হচ্ছে হার্দিক পাণ্ডিয়া, রবীন্দ্র জাদেজা ও রবিচন্দ্রন অশ্বিনকে। পাঁচ বোলারের মধ্যে আবার তিন পেসারে অভিজ্ঞ ভুবনেশ্বর কুমার ও তরুণ অর্শদীপ সিং ও আবেশ খানে আস্থা রেখেছে ম্যানেজমেন্ট। স্পিন আক্রমণে যুজবেন্দ্র চহাল ও রবি বিষ্ণোইর ওপর ভরসা রাখা হয়েছে। যদিও অলরাউন্ডার ধরা হলেও দেশ তথা বিশ্বের অন্যতম সেরা অফস্পিনার অশ্বিনের কথা আগেই বলা হয়েছে। টি-২০-র নিরিখে স্পিন বলটা ভালোই চালিয়ে দেন রবীন্দ্র জাদেজাও।

এই দল এমনিতে খারাপ না হলেও মহম্মদ সামিকে আবেশ খানের পরিবর্তে রাখা হলে দল অনেকটাই সুসংহত হত বলে মনে করছেন অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ। সামিকে টি-২০ থেকে ছেঁটে ফেলা ঠিক নয় বলেই মনে করছেন তাঁরা। আবেশ খানের নির্বাচন নিয়ে অনেকটাই প্রশ্ন উঠছে। বিশেষ করে যেভাবে ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যানদের হাতে প্রহৃত হয়েছে আবেশ তাতে এই প্রশ্ন জোরদার হতে বাধ্য।

আরবের মাটিতে একটা সময়ে দুর্ভেদ্য ছিল পাকিস্তান। ভারতকে হারানো রীতিমতো অভ্যেসে পরিণত করেছিল তারা। সে জায়গা থেকে বিগত কয়েক বছরে ভারত অনেক বড় শক্তি। সৌরভের আমল থেকে ভারতীয় দলে যে চাকা ঘোরানো অধ্যায় শুরু হয়েছে তা ধোনি ও বিরাটের হাতে আরও মজবুত হয়েছে। যার পূর্ণাঙ্গ রসদ মিলছে রোহিত শর্মার অধিনায়কত্বেও।

সৌরভের বিসিসিআই ও রাহুল দ্রাবিড়-রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া এখন যে রোটেশন পদ্ধতিতে চলছে তা খেলোয়াড়দের তরতাজা রাখার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন ক্রিকেট বোদ্ধারা। গত ২-৩ টি সিরিজে প্রায় ২২-২৪ জন প্লেয়ারকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলানো হচ্ছে। অর্থাৎ যেভাবে এগনো হচ্ছে তাতে এই টিমের রিজার্ভ বেঞ্চ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠছে তা বলাইবাহুল্য। ২০২২ এর অস্ট্রেলিয়া-টি-২০ বিশ্বকাপ এবং ২৩-এর সীমিত ওভারের বিশ্বকাপকে পাখির চোখ করেই এগোচ্ছে টিম ইন্ডিয়া।

একটা সময় পর্যন্ত ভারতীয় টিমে সিনিয়রদের আধিক্য ছিল। অর্থাৎ জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবেতে সিনিয়রদের হম্বিতম্বি। বড় সফর তো বটেই ছোটখাটো সফরেও জুনিয়রদের সুযোগ পাওয়া ছিল দুরস্ত। সেই জায়গা থেকে টিম ইন্ডিয়া কনসেপ্ট গড়ে সৌরভ নিঃসন্দেহে বিপ্লব গড়েছেন। বস্তুত, সেই থেকে সৌরভের পথেই আলোকিত ভারতীয় দল। ধোনির এত সাফল্য, বিরাটের নেতৃত্বে একের পর এক সিরিজ জয়, সবেতেই সেই সৌরভ ম্যাজিক। কেউ স্বীকার করুক আর নাই বা করুক। মোটের ওপর কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী সব জায়গার প্লেয়ারই সামিল হচ্ছে দলে। সেই সাবেক বোম্বাই বা দিল্লির না হলে জাতীয় জার্সি গায়ে চাপবে না সেই ধারনা আজ অচল আধুলির মতো গড়াগড়ি খাচ্ছে। তারওপর হালফিলের এই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রথম একাদশ ও দ্বিতীয় একাদশ তৈরি রাখা এও ভারতীয় ক্রিকেটে অভিনবত্বের দাবিদার। এর ইতিবাচক দিক হিসেবে দলে যেমন খেলোয়াড়রা তরতাজা থাকতে পারছেন, তার পাশাপাশি রিজার্ভ বেঞ্চ ততোধিক শক্তিশালী হচ্ছে।

ভারতের এই দলটা একটা সময়ের অজিদের মতো টগবগে। যে কোনও প্রতিরোধ সহজে দুরমার করে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে জয়ের অশ্বমেধ ঘোড়া। অকুতোভয় প্লেয়ারদের আধিক্যই আজ এই হার মানা দৃঢ় মনোভাবে সঞ্চারিত করছে। যা ভবিষ্যতের অপরাজেয় দলের বার্তা বহন করে। টিম ভারতের এই উত্থান অতিঅবশ্যই চমকপ্রদ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com